একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ বৈশাখ মঙ্গলবার

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পরমপুরুষার্থ সাধনের মূল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কি আমারদিগের কর্ত্তব্য হয় না, অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, যেহেতুক এক ধর্ম্মই পরম মিত্র, যিনি মরণ কালে মনুষ্যের সহানুগামী হয়েন। যথা

নপুত্রোপি সহায়ার্থং পিতামাতাচগচ্ছতি।

মাপিপৌত্রো নচজ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেব-
লং। তন্ত্রং।

মনুষ্য সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর নিধন কালের সহায়ার্থ পিতামাতা পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি কেহই অনুগামী হয়েন না, কেবল এক ধর্ম্মই জীবের সহানুগমন করেন।

সুতরাং ধর্ম্মই পরমপুরুষার্থ ও পরমসুহৃৎ এবং পবিত্র হইতে পরমপবিত্র, যেহেতু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই চিত্ত পবিত্র হয়, জগৎ সংসারে তদীশ্বর সমস্ত মিষ্ট দ্রব্য হইতে ধর্ম্মকেই এক পরমমিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম জনিত মধুর রসা স্বাদনে যদ্রূপ মনের পরিতৃপ্তি হয়, তদ্রূপ আর কোন রসাস্বাদনে হয় না, অতএব ধর্ম্মই সমস্ত নির্ম্মল অখণ্ড সুখের অদ্বিতীয় এক আকর হয়েন। দেখ ইহলোকে কি পর-লোকে যে যত সুখ সম্ভোগ করুক্ কিন্তু ধর্ম্মকেই তাহার মূল বলিয়া মানিতে হয়, এই ধরণীমণ্ডলে নানা উপাদেয় বস্তু জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসম্ভোগার্থ ধর্ম্মাবলম্বন ক-রিতে হয়, নচেৎ তল্লাভের সম্ভাবনা থাকে না, অর্থাৎ হিম শিশির গ্রীষ্ম বর্ষা শরদাদিকালে সুদৃশ্য মনোহর নানা বস্তু সন্দর্শনে প্রসন্ন চিত্তে আমরা তৎকর্ত্তা বলিয়া পরমেশ্বরের অনুস্মরণ করি, এবং তচ্চিন্তনে যে অখণ্ড আনন্দকে লাভ করি, তাহারও মূলধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মের পর আমারদের এমত বন্ধু কে আছে, যে অপারণীয় মৃত্যু ভয়ের পারদর্শন করাইয়া অভয় কল্যাণ পদকে প্রদর্শন করায়। সুতরাং ধর্ম্মকেই

আমারদের জীবন স্বরূপ কহিতে হয়। যেহেতু ধর্ম্মা-নুষ্ঠান কৃৎপুরুষের জীবিত ও মরণ উভয় কালই বিশুদ্ধ সুখাত্মক হয়। যথা (জীব বা মরবা সাধুরিতি) অর্থাৎ সাধুব্যক্তির জীবন মরণ তুল্য। অচিন্ত্য নির্গুণ নির্বিকার নিরীহ নিরঞ্জন জ্ঞান স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, যে ব্রহ্ম তাঁহাকে এক ধর্ম্ম দ্বারাই লাভ করা যায়, ঐহিকে ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোন ক্লেশ নাই এবং ধর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্যের কোন উৎপাত জন্মে না। যথা

গৌরেকং পঞ্চ ব্যাঘ্রী সিংহী সপ্ত প্রসূ-য়তে। হিংসকাঃ প্রলয়ং যান্তি ধর্ম্মোর-ক্ষতি ধার্ম্মিকং। পুরাণং।

দেখ এই পৃথিবীতে গাবি এক পুত্র ব্যাঘ্রী পঞ্চ পুত্র সিংহী সপ্ত পুত্র প্রসব হয়, কিন্তু হিংসাধর্ম্ম প্রভাবে * ব্যাঘ্র সিংহেরদের প্রলয় হইয়া ধর্ম্মাবলম্বী † গাবির এক পুত্রেই

---

* ব্যাঘ্র ও সিংহের পাঁচ সাত সন্তান হয়, কিন্তু হিংসক বলিয়া তাঁহারদিগের বিনাশ করে এবং তাহার মাতাপিতারাও ভক্ষণ করে। নচেৎ এই পৃথিবীতে সিংহ ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ হইত, তদ্রূপ সর্পজাতির অসংখ্যেয় সন্তান জন্মে, কিন্তু তাহার মাতাপিতায় গ্রাস করিয়া নিঃ-শেষ করে।

† গোজাতিয়া ধার্ম্মিক পরহিতৈষী একারণ তাহার বংশে জগৎ পরিপূর্ণ, যদি বল এতদ্বাক্যের প্রমাণ কি যেহেতুক একণে সর্ব্ব লোকেই আহারীয় পরমোপকরণ বলিয়া গোজাতিকে হিংসা করে। ধার্ম্মিক

জগৎ ব্যাপ্তময় হয়, ফলিতার্থ ধার্ম্মিকের বৃদ্ধি অধার্ম্মিকের বিনাশ হইয়া থাকে।

অপর, আমরা এতন্নশ্বর দেহ রক্ষার্থ সমূহ যত্নে কতকত ঔষধী ও তেজোবল বৃদ্ধি কারক দ্রব্য আহার করি, তথাপি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না, কিন্তু ধর্ম্ম প্রভাবে ধার্ম্মিকেরা উপবাস ব্রতনিয়ম কলাকাষ্ঠায় শরীরকর্ষণ কেহ বা শুদ্ধ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতঃ এমতঃ স্বচ্ছন্দ রূপে দিন যাপন করিতেছেন, যে তদ্দর্শনে পরম চমৎকৃত হইতে হয়, সুতরাং ধর্ম্মকেই পরম আয়ুষ্য কহিতে হয়।

এতৎ শ্রবণে কোন সন্দিহান ধার্ম্মিকের এমত সন্দেহ জন্মিল যে এই ধর্ম্ম প্রভাব সত্য কিন্তু কোন ধর্ম্ম সনাতন, যেহেতু পৃথিবীমণ্ডলে যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বহুতর লোকের বাস, তাহারা সকলে পৃথক২ ধর্ম্ম যাজন করে, এবং আপন২ ধর্ম্মকে সকলেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, ইহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ কি, এতৎ সন্দেহ

বলিয়া কেহই দয়া করে না, বিশেষতঃ একালে ম্লেচ্ছমতাবলম্বী হইয়া প্রায়ই গোহত্যায় নিপুণ হইয়াছে, ইহাতে গোজাতির যে প্রলয় নাই কে বলে, উত্তর, ইহা সত্য কিন্তু গোজাতি হিংসিত হইয়াও ধর্ম্মপ্রভাবে প্রবৃদ্ধ, দেখ এই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গোবৃষেরা নিয়ত জীবের উপকার করিতেছে। অতএব অন্যান্য কর্ত্তৃক হিংসিত হইলেও ধার্ম্মিকের নাশ হয় না, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।

নিরাসার্থে জৈমিনিমীমাংসাভিপ্রায়ে সযুক্তিক বাচনিক প্রমাণ প্রকটিত করিতেছি। যথা

বেদ প্রনিহিতোধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদোনারায়ণঃসাক্ষাৎস্বয়ম্ভূরিতি সুশ্রুমঃ।

বেদোদিত ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম তদ্বিপরীত অধর্ম্ম যেহেতু বেদই সাক্ষাৎ নারায়ণ, ইহা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কহিয়াছেন।

নচেৎ আপন২ রীতি নীতি ব্যবহার আচার বিচারকে কেহই অপকৃষ্ট রূপে দৃষ্টি করে না, শুদ্ধ অধার্ম্মিক পামরেরাই স্বধর্ম্মে বঞ্চিত হয়, সমূলক পরম ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করতঃ অমূলক অগ্রাহ্য ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করিয়া মোক্ষপথে বঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু কাল সহকারে শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া পরমধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে।

অথ ঋগ্‌বেদীয়া আরুণি শ্রুতিঃ।

জাবালাদি শ্রুতি প্রমাণে দণ্ডগ্রহণের বিধি লেখিত হয়, ইদানীং পরমহংস ধর্ম্ম কথনে আরুণ্যোপনিষৎ লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

আরুণিঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম গত্বোবাচ কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজানীতি। ১।

* আরুণিনামা কোন ঋষি প্রজাপতি লোক অর্থাৎ ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন (হে ভগবন্) হে ব্রহ্মণ্ † কি করিলে অশেষ কর্ম্ম সকলকে ত্যাগ করিতে পারা যায়।

তংহোবাচ প্রজাপতি স্তব পুত্রাণ্ ভ্রাতৃণ্ বন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতং যাগং সূত্রং

---

* আরুণি শব্দে অরুণের পুত্র।

† কর্ম্মত্যাগের উপায় না করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না, মৌখিক আমরা কর্ম্ম ত্যাগী বলিয়া কেবল সৎকর্ম্ম ত্যাগে যদি নিষ্কর্ম্মী হইত, তবে সংসারে ব্রহ্মপদ লাভের অপেক্ষা কি থাকিত। ফলিতার্থ একাশ্রমে অবস্থান করতঃ অন্যাশ্রমীর ন্যায় আচরণ করিলে ঈশ্বর সেও ভঙ্গ হয়, তদপরাধে আত্ম বিনাশের সম্ভাবনা অর্থাৎ গৃহী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এতৎচতুরাশ্রমস্থ ব্যক্তি অতন্ত্রিত স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিবেন, তদকরণে পতিত হয়, পতিত ব্যক্তির নরক ব্যতীত আর কি হইতে পারে। কেন না গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহোচিত কর্ম্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞ দেব বিপ্র পিতৃকার্য্য এবং ব্রতোপবাসাদির নিয়মমত অনুষ্ঠান না করিয়া পরমহংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাকে যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট বলিয়া জ্ঞানীরা অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহার ইহ পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। যথা যোগবাশিষ্ঠে (সংসার বিষয়াসক্তো ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনঃ কর্ম্মব্রহ্মোভয়োভ্রষ্টস্তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা) বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া যে ব্যক্তি আমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলে, তাহার কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, সুতরাং জ্ঞানীরা তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় অপকৃষ্ট রূপে ত্যাগ করেন।

নিত্যমর্গাজ্জুরাপ্ত

স্বাধ্যায়ঞ্চ ৷ ভূর্লোক ভুবর্কে মহর্লোক জনলোক তপোলে কঞ্চ । অতল পাতাল বিতল তল তলাতল । বৃহ্মাণ্ডঞ্চ f মাচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগ্রহে জেচ্ছেষং বিসৃজেৎ। ২।

আরুণি প্রশ্ন করিলে পর ব্রহ্মা তাঁহাকে পরিত্যাগোপায় কহি শ্রবণ করহ, পুত্র ভ্রা ... সকলকে এবং শিখা যজ্ঞোপবীত যাগসূত্র † স্বা...য় প্রভৃতি আর ‡ ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক সত্যলোকাদি অতল পাতাল সুতল রসাতল তলাতল মহাতলাদি এতদ্ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলকে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল ‖ দণ্ডকৌপীনাচ্ছাদন পরিগ্রহ করিবেক, শেষ তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস হইবেক ॥ ২ ॥

---

* বন্ধু আদি শব্দে ধনদারাদি।

† স্বাধ্যায় পদে, বেদাধ্যয়নাদি।

‡ ভূর্লোকাদি শব্দে ভূর্লোকাদি পাতালান্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদয় বস্তুতে অনাসক্ত হইবেক, অর্থাৎ কোন বিষয়ে চিত্ত সঙ্গ করিবেক না, পরিগ্রহের মধ্যে কেবল দণ্ড ও কৌপীনাচ্ছাদনমাত্র ধারণ করিবেক, ইহার নাম দণ্ডী।

‖ অনন্তর, শেষং বিসৃজেদিতি শব্দে দণ্ডগ্রহণানন্তর দণ্ডকৌপীনাচ্ছাদনাদিরও পরিত্যাগ করিবেক, দৃঢ়ত্বেহিরুক্তি করিয়াছেন। অথবা

ারী বানপ্রস্থো বা লোকাগ্নীন্

াপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববা-

াপয়েৎ। ৩।

াচারী বানপ্রস্থ এতদাশ্রম ত্রয়স্থ ব্যক্তি

হারা লৌকিকাগ্নিকে গুরু বলিয়া তাঁহাতে

াপন করেন, সেই লৌকিকাগ্নিকে উদরা-

াণ করিবেক। এবং যে গায়ত্র্যাদি বেদ মন্ত্রো-

চ্চারণ ক৮ সেই গায়ত্রীকে স্ববাক্যে সমারোপণ করি-

বেন, অর্থাৎ সংসার কর্ম্মের এক শেষ করিয়া সেই সত্য

অচিন্ত্য রূপে অবস্থিত হইবেন॥ ৩॥

ভূর্লোকাদি শব্দে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সমস্ত নবশরীরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল পদার্থের গুণ যাহা শরীরে উদয় পায় তাহাতে সংশক্ত হইবেক না।

* গৃহস্থ কর্ম্ম বলি বৈশ্বাদি হুতি কর্ম্ম, পরিত্যাগ করতঃ দণ্ডগ্রহণে উদরাগ্নিতে সমর্পণ করিবেন।

† ব্রহ্মচারী উপনয়নান্তর বেদাধ্যয়নার্থ গুরুকুলে বাস করিলে ব্রহ্মচারী বলে, ইহাঁরা বেদাধ্যয়ন স্ববাক্যে সমর্পণ করিবেন। তদনন্তর দারাপরিগ্রহাদি করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত ব্যক্তিকেও ব্রহ্মচারী বলিয়া উক্ত করেন। অর্থাৎ এই তিন আশ্রমেই কর্ম্ম আছে, কেবল ভিক্ষু ব্যক্তিরই কর্ম্ম নাই অতএব তদাশ্রমী না হইলে কর্ম্ম ত্যাগ হইবেক না।

উপবীতং ভূমৌবাপ্সু বাবিসৃজেৎ কুটীচ কাদ্ব্রহ্মচারী কুটম্বং বিসৃজেৎ। পাত্রং বিসৃজেদিতি ॥ ৪ ॥

সাংসারিক কর্ম্ম পরিত্যাগার্থে দণ্ডগ্রহণ করিবেক, অনন্তর পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী হইবেক তদর্থে উক্ত হইয়াছে (উপবীতমিতি)

যজ্ঞোপবীতকে ভুমিতে বপন করিবেক অর্থাৎ মৃত্তিকাতলে পোথিত করিবেক, বা জলে বিসর্জ্জন করিবেক, অনিশ্চয় বাস, বা, যে কোন স্থানে অযাচক রূপে বাস করতঃ * ব্রহ্মচারী হইবেক † কুটম্ব বিসর্জ্জন করিবেক ‡ পাত্র পবিত্র, দণ্ড, অগ্নিকেও বিসর্জ্জন করিবেক।

ইতি হোবাচাত ঊর্দ্ধমমন্ত্র বদাচরেদূর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ সন্ধিং সমাধারাত্মন্যাচরেৎ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বেষু

---

* ব্রহ্মচারী পদে সামান্যতঃ উক্ত ব্রহ্মচার্য্য ব্রতকে কহেন নাই, ব্রহ্মবৎ আচারী হইবেক, অর্থাৎ সর্ব্বত্রে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি করিয়া ঘৃণালজ্জা মানাপমান স্তুতি নিন্দা লাভালাভ জয়াজয় শত্রু মিত্রাদিতে সমান জ্ঞান করিবেক।

† কুটম্ব বিসর্জ্জন পদে কাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেক না, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় সঙ্গত্যাগী হইবেক।

‡ পাত্র পবিত্রাদি পদে (শিক্ষপাত্র) অলাবুপাত্রাদি কুশমুষ্ট্যাদি দণ্ড এবং লোকাগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বোপকরণ রহিত হইবেক।

বেদেষ্বারণ মাবর্ত্তয়েদুপনিষদ মাবর্ত্তয়েদুপ-
নিষদ মাবর্ত্তয়েৎ॥ ৬॥

এই উপদেশ বাক্য আরুণিকে হিরণ্য গর্ব্ভ কহিতেছেন অতঊর্দ্ধ্ব অর্থাৎ পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর * অমন্ত্রবৎ আচরণ করিবে † ঊর্দ্ধ্ব গমনের বিরাম করিবেক, ত্রিসবন স্নায়ী হইবেক, সমস্ত সংসারের আধার এক আত্মা সেই আত্মা আমি এই নিশ্চয় করিবেক॥ ৫॥ সর্ব্ব বেদার্থের ‡ আরণ আবর্ত্তন করিবেক, ॥ উপনিষদকে আবর্ত্তন করিবেক উপনিষদকে আবর্ত্তন করিবেক অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন॥ ৬॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ।

---

* অমন্ত্রবৎ আচরণ করিবেক ইত্যর্থে, বেদানতিক্রান্ত হইয়াও আত্মগোপন নিমিত্ত বেদাতিক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় থাকিবেক অর্থাৎ অনাচারির ন্যায়।

† ঊর্দ্ধ্বগমন পদে রথশিবিকা যান বাহনাদি, আদি পদে বৃক্ষ পর্ব্বতাদিরও আরোহণ কবিবেক না।

‡ আরণ শব্দে বেদের সার (হিংকার) শব্দের আবর্ত্তন।

॥ উপনিষদ শব্দে বেদ প্রতিপাদ্য মোক্ষজ্ঞান, যাহাতে পরব্রহ্মের সমীপকে নিশ্চয় করিতে পারে এবং সংসার ধর্ম্মকে উৎসাদন করে, তাহাকেই উপনিষদ বলে।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গত চৈত্র মাসীয়া পত্রে রজ উৎপত্তি বিষয়ের যে পরিমাণ লেখা গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হওয়া কঠিন, যেহেতু তাহার ভাব সংস্থান ভেদের গোল আছে, অর্থাৎ সর্ব্ব সম্বলিত (২) সের শোণিত, তাহাতে শ্রবকালে (১৫) পঞ্চদশ নাড়ী দিয়া (১৸৵০) এক সের চতুর্দ্দশ ছটাক শোণিত ক্ষয়ের পরিমাণ করিয়াছেন, অপর (৵০) অর্দ্ধ পোয়া শোণিত অবশিষ্ট থাকে, তাহার ক্ষয় নাই সেই শোণিতই ঋতুর বীজভূত, তাহার আধার (শিনীবালী) নামে নাড়ী, যেমন চন্দ্রের (১৬) ষোড়শকলা, কিন্তু (১৫) পঞ্চদশ তিথী, তাহাতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশকলা উদয়, অমাবস্যা অবধি পঞ্চদশকলা ক্ষয় পায়, অতএব (১) কলার পরিমাণ পাওয়া যায় না, তন্নিমিত্ত যে কলার পরিমাণ হয় না, তাহাকেই বীজভূতা বলিয়া অমাকলা বলেন, সেই অমাকলাতে গ্রথিত স্রুক্ সূত্রের ন্যায় অপর পঞ্চদশকলা তদ্রূপ ঐ সংস্থিত শোণিত সংসৃষ্ট অপর পঞ্চদশ নাড়ী। তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রীলোকেও নদনদীতে এবং চন্দ্রের সমানাবস্থা যেমন তিথি ভেদে চন্দ্রের বৃদ্ধি সেই রূপ যোষিতের এবং নদনদীরও বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমার পর চন্দ্রের চতুর্থী পর্য্যন্ত সমানাবস্থা, স্ত্রীলোকেরও ঋতুর প্রথম দিবসাবধি

চতুর্থাহ পর্য্যন্ত সমান শোণিতস্রব নদনদীরও পূর্ণিমাবধি চতুর্থী পর্য্যন্ত জল বৃদ্ধি অর্থাৎ (জোয়ারের) সমানাবস্থা হয়, ইহা বিশেষ মনোযোগে পাঠ করিলে বোধ হইবে, নচেৎ দৃষ্টিপাতমাত্রতঃ বিষয়ীলোকের বুদ্ধিতে ধারণা হইতে পারে না। অতঃপর সন্তানোৎপত্তির বিষয় পশ্চাৎ লিখিয়া ব্যক্ত করা যাইবেক অধুনা শরীরস্থ মর্ম্ম সকলের ব্যাখ্যা করিতেছি।

অথ মর্ম্ম কথনং।

অথ মর্ম্মাণি সুশ্রুতোক্তানি॥ সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ু সন্ধিমাংসাস্থি সম্ভবঃ। মর্ম্মাণি-তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥ ১॥

অনন্তর সুশ্রুতোক্ত মর্ম্ম কথন। শিরা এবং স্নায়ু ও সন্ধি ও মাংস ও অস্থি হইতে সম্ভব অথচ সংমিলিত যে তাহাতে মর্ম্ম সকল স্থিতি করে * মর্ম্ম পঞ্চাত্মক। যথা মাংস মর্ম্ম, শিরা মর্ম্ম, স্নায়ু মর্ম্ম, অস্থি মর্ম্ম, এবং সন্ধি মর্ম্ম, বিশেষতঃ এই পঞ্চ মর্ম্মে † প্রাণ সকলও বিশেষে অবস্থিতি করেন॥ ১॥

---

* মর্ম্ম শব্দে নাড়ী মাংসাস্থি সন্ধি স্নাসেব সন্নিপাত অর্থাৎ সংমিলিত স্থান, যাহাতে আঘাত হইলে মৃত্যু অথবা মৃত্যু তুল্য হয়।

† প্রাণ সকল মর্ম্ম স্থানে স্থিতি করেন, একারণ মর্ম্মেতে আঘাত হইলে সাংঘাতিক হয়।

সপ্তোত্তর শতংসন্তি দেহে মর্ম্মাণি দে-
হিনাং। তান্যেকাদশ মাংসেস্ব্যরষ্টাব-
স্থিষু সন্তিহি ॥ ২ ॥

দেহিদিগের দেহে (১০৭) এক শত সপ্ত মর্ম্ম তন্মধ্যে মাংসেতে (১১) একাদশ মর্ম্ম অস্থিতে (৮) অষ্ট মর্ম্ম ॥২॥

সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ুনাং সপ্তবিং-
শতিঃ। চত্বারিংশত্তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি
তত্রতু ॥ ৩ ॥ সুশ্রুতং।

সন্ধি সকলে (২০) বিংশতি মর্ম্ম, স্নায়ুতে (২৭) সপ্ত বিংশতি মর্ম্ম, শিরাতে (৪১) এক চত্বারিংশৎ মর্ম্ম ইহাই প্রাধান্যতঃ তদতিরিক্ত বিশেষ২ স্থানে বিশেষ২ মর্ম্ম আছে।

দ্বাবিংশতি সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে।
দ্বাদশোরসিকুক্ষৌচ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ ॥৪॥

উরুদ্বয়ে (২২) দ্বাবিংশতি মর্ম্ম হস্তদ্বয়ে (২২) দ্বাবিংশতি মর্ম্ম বক্ষস্থলে এবং কুক্ষিতে (১২) দ্বাদশ মর্ম্ম পৃষ্ঠদেশে (১৪) চতুর্দ্দশ মর্ম্ম ॥ ৪ ॥

গ্রীবায়া ঊর্দ্ধ্বদেশেতু সপ্তত্রিংশন্মতানিহি
॥ ৫ ॥

গ্রীবার ঊর্দ্ধ্বস্থানে অর্থাৎ গলা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত (৩৭) সপ্ত ত্রিংশৎ মর্ম্ম, সর্ব্ব সহিত (১০৭) এক শত সপ্ত

মর্ম্ম পরিগণিত হইল॥ ৫॥ অতঃপর সক্থিগত মর্ম্মের নাম লিখিয়া ব্যক্ত করিতেছি। যথা

ক্ষিপ্রতল হৃদয় কূর্চ্চ কূর্চ্চশিরো গুল্ফেন্দ্র বস্তিজান্বাম্যুববী লোহিতাক্ষাণি বিটপ-শ্চেতি। এতেনেতর সক্থি বাহূচ ব্যা-খ্যাতৌ॥ ৬॥ সুশ্রুতং।

সক্থি শব্দে উরুদেশ তাহাতে যে একাদশ মর্ম্ম তাহার নাম, ক্ষিপ্রতল ১ হৃদয় ২ কূর্চ্চ ৩ কূর্চ্চশিরঃ ৪ গুল্ফ ৫ ইন্দ্রবস্তি ৬ জানু ৭ আনী ৮ উর্ব্বী ৯ লোহিতাক্ষ ১০ বিপট ১১ এই একাদশ মর্ম্ম উরুতে এই প্রকার অপর উরু এবং হস্তদ্বয়েও জানিবেন তন্মধ্যে হস্তের মর্ম্মের নামের বিশেষ আছে॥ ৬॥ যথা

যানি সক্থিনি জানুগুল্ফবিটপানি। বা-হৌমণিবন্ধ কূর্পরকক্ষধরাণীতি॥ ৭॥

যে সকল মর্ম্ম সক্থিতে তন্মধ্যে জানু গুল্ফ বিটপ এই তিন মর্ম্ম হস্তে নাই, মণিবন্ধ, কূর্পর কক্ষধর এই তিন নামে মর্ম্ম সহিত (১১) একাদশ বাহুতে গণিত হয়॥ ৭॥

উদরোরসস্তু গুদবস্তি নাভি হৃদয় স্তনমূল স্তনরোহিতান্যপস্তম্ভাব পলাপৌচেতি॥ ৮॥

উদর এবং বক্ষস্থলের মর্ম্ম দ্বাদশ, তাহারদিগের নাম, গুহ্য, বস্তি, নাভি, হৃদয়, স্তনমূলদ্বয়, স্তনরোহিতদ্বয়, অপস্তম্ভদ্বয় অপলাপদ্বয় ॥ ৮ ॥

পৃষ্ঠমর্ম্মাণিকটী কতরুণ কুকুন্দর নিতম্ব পার্শ্ব সন্ধি বৃহত্যংসফল কান্যং সৌচেতি । ৯ ।

পৃষ্ঠমর্ম্ম ১৪ চতুর্দ্দশ প্রকার তাহাদের নাম কটিদ্বয়, কতরুণদ্বয়, কুকুন্দরদ্বয়, নিতম্বদ্বয়, পার্শ্বসন্ধি এক, বৃহতীদ্বয়, অসংফলক এক, অংসদ্বয় ॥ ৯ ॥

জত্রূর্দ্ধং চতস্রোধমন্যঃ অষ্টৌমাতৃকা । দ্বে-কৃকাটিকে দ্বেবিধুরে দ্বৌফণৌ দ্বাবপাঙ্গৌ দ্বাবাবর্ত্তৌ ॥ দ্বাবুৎক্ষেপৌ দ্বৌশংখৌ একাস্থপনী পঞ্চসীমন্তা চত্বারিশৃঙ্গাটকানি একোংধিপতিরিতি ॥ ১০ ॥ সুশ্রুতং ।

জত্রু অর্থাৎ কণ্ঠোর্দ্ধ্বদেশ, তাহাতে (৩৭) সপ্তত্রিংশৎ মর্ম্ম। চারি স্থূল নাড়ী অষ্টমাতৃকা নাড়ী বিশেষ কৃকাটিকাদ্বয়। বিধুরদ্বয়, ফণদ্বয়, অপাঙ্গদ্বয়, আবর্ত্তদ্বয়, উৎক্ষেপদ্বয়, শংখদ্বয়, একাস্থপনী, পঞ্চসীমন্ত, চারিশৃঙ্গাটক, এক অধিপতি ॥ ১০ ॥ এই সপ্ত ত্রিংশৎ মর্ম্ম অতঃপর মাংস মর্ম্ম কহিতেছি।

অথ মাংস মর্ম্মাণি।

তত্রতল·হৃদয় ইন্দ্রবস্তি গুদস্তনরোহিতানি মাংস মর্ম্মাণি॥ ১১॥ সুশ্রুতং।

সপ্তাধিক শত মর্ম্ম মধ্যে, তল, হৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুহ্য, স্তনরোহিত এই পঞ্চ মাংস মর্ম্ম, তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান, হস্তপাদ তলে তল সন্ধি, হৃদয়ে হৃদয় সন্ধি, ইন্দ্রিয় মুখে ইন্দ্রবস্তি, গুহ্যদ্বারে গুদমর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে স্তনরোহিত মর্ম্ম॥ ১১॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল এতৎ ষষ্ঠ বৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মুল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩০ বৈশাখ বুধবার

অথ আরুণ্যোপনিষৎ।

খল্বহং ব্রহ্মসূত্রং সূচনাৎ সূত্র মহমেব বিদ্বান্॥ ১॥

আপনিই ব্রহ্মসূত্র ইহা জ্ঞান করিবেক। কেন না সূত্রের অর্থ (সূচনাৎসূত্রং) সর্ব্বত্র ব্রহ্মসূচনা যাহাতে হয় তাহার নাম ব্রহ্মসূত্র। আমি সেই ব্রহ্মজ্ঞানের সূচনা করি অত-এব আমিই ব্রহ্মসূত্র॥ ১॥

ত্রিবৃৎ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যশ্চ বং বেদ ময়া-সন্ন্যস্তং ময়াসন্ন্যস্তং ময়াসন্ন্যস্তং ময়েতি ত্রিঃকৃত্বোঽভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ২।

যে বিদ্বান অর্থাৎ জ্ঞানবান এরূপ ব্রহ্মসূত্রকে জানেন তিনিই ত্রিবৃৎসূত্র অর্থাৎ কার্পাসসূত্র জনিত ত্রিদণ্ড যজ্ঞসূত্রকে ত্যাগ করেন। মৎকর্ত্তৃক যজ্ঞসূত্র পরিত্যক্ত হইল * ইহা তিনবার সেই কহিতে পারে, যাহার † শুভাশুভ উভয়কে সমভাবে জ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সেই আত্মাই আমি, সর্ব্বভূতে আমি, আমাতেই সর্ব্বভূত আছে ॥ ২ ॥

অথ দণ্ডস্তুতিঃ।

সখা মা গোপায়ৌজঃ সখা য়োসীন্দ্রস্য বজ্রো-সীত্যনেন মন্ত্রেণ কৃত্বোর্দ্ধ্বং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনং পরিগ্রহে দৌষধ বদশনমাচরে দৌষধ বদশনমাচরেৎ। ৩।

---

* ময়াসন্ন্যস্ত ইহা তিন বার কহিবার কারণ, কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ ঐক্য সন্ন্যাস বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

† শুভাশুভ সম শব্দে, সুখ দুঃখ লাভালাভ মানাপমান স্তুতিনিন্দা প্রভৃতিতে সমত্ব।

কণ্ঠগ্রহণকালীন এই মন্ত্র পাঠ করত দণ্ড গ্রহণ করিবেক, হে দণ্ড তুমি আমার সখা হইয়া অতএব রক্ষা কর যেমন ইন্দ্রের সখা বজ্র ইন্দ্রকে সতত রক্ষা করেন, এতদ্বারা আত্ম সমান ঊর্দ্ধ পরিমাণে (বৈণবদণ্ড) অর্থাৎ বংশদণ্ড ও কৌপীনাচ্ছাদনের পরিগ্রহ করিবেক। এবং ঔষধবৎ আহারের পরিগ্রহ করিবেক, অর্থাৎ জ্ঞানসাধনার্থ প্রাণ ধারণ মাত্র, তাহার উত্তমাধম, স্বাদু কি অস্বাদু আহার বিচার শূন্য হইবেক ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হেরক্ষতোহে রক্ষতো হেরক্ষত ইতি ॥ ৪ ॥

দণ্ডীর নাম * ব্রহ্মচারী, অতএব ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তি হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন এবং অপরিগ্রহ হইবেন এক সত্যকেই সর্ব্ব যত্নদ্বারা রক্ষা করহ, ইহা দার্ঢ্যার্থে ত্রিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর পরমহংস ধর্ম্মঃ।

অথাতঃ পরমহংস পরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং মৃৎপাত্র মলা

---

* ব্রহ্মচারী শব্দে আদৌ উপনয়নানন্তর গুরুকুলে বাসশীল ব্যক্তিকে উক্ত করিয়াছেন, এস্থলে দণ্ডীর নামও ব্রহ্মচারী যেহেতু বহিঃসূত্র পরিত্যাগে ত্রিবৃৎ অন্তঃসূত্র ধারণ করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন।

বুপাত্রং দারুপাত্রং বা কামক্রোধ লোভ মোহ দম্ভদর্পাসূয়া মমত্বাহংকারানৃতাদীনপি ত্যজেৎ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মচারী দণ্ডিদিগের শয়নাসনাদি ভোজন পাত্র জল পাত্রাদির নিয়ম আছে, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের তন্নিমায়াভাব অর্থাৎ পরমহংসের ভূমিতে শয়নাসন, সর্ব্ব সন্ন্যাস নিমিত্ত মৃত্তিকাময় পাত্র, কি, * অলাবুপাত্র, ও দারুপাত্র অর্থাৎ কাষ্ঠময়াদি পাত্র পরিত্যজ্য এবং † কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প অসূয়া, মমতা অহঙ্কার অপিচ মিথ্যাভাষণাদি পরিব্রাজকেরা পরিত্যাগ করিবেন॥ ৫ ॥

---

* অলাবুপাত্র পদে, তুম্বা অর্থাৎ লাউবখোল।

† কামাদি পদে, কামিনীসহ ইন্দ্রিয় সংযোগ ক্রিয়ার নাম কাম। অথবা বিষয়াভিলাষের নাম ও কাম। [ক্রোধ] অভিলাষের অপূরণ নিমিত্ত যে বিকার জন্মে তাহার নাম ক্রোধ, তাহাতে আপনার এবং পরের সর্ব্বতো প্রকারে অনিষ্ট হয়, [লোভ] অনিত্য পরধন পরদারাদি গ্রহণলিপ্সা, তন্নিমিত্ত মনুষ্যের অনেক হানি জন্মে, এবং লোভ হইতে শোভনা বুদ্ধির নাশ হয়, [মোহ] বিষয়ের গাঢ়ানুরাগ। [দর্প] সর্ব্ব জনকে তিরস্কার করণ। [অসূয়া] পরগুণে দোষারোপণ [মমতা] আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান। [অহঙ্কার] আত্মাভিমান। আমি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমি সুন্দর, বলবান, ধনবান, মানী, যুবরাজ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পরমতেজস্বী, তপস্বী, জ্ঞানী, আমি যাহা করি, যাহা বলি, তাহা খণ্ডন করিতে শক্তকে হয়।

বর্ষাসু ধ্রুবশীলোহষ্টৌমাসানেকাকীযতিশ্চ রেদ্দ্বাবেবাচরেদ্দ্বাবেবাচরেৎ। ৬।

পরমহংস পরিব্রাজকেরা বর্ষাতে চারি মাস * ধ্রুবশীল হইবেন। তদন্যৎ অষ্ট মাসে একাকী বা দুই জনে পৃথিবীপর্য্যটন করিবেন। কোন স্থানে নিয়ত বাস করিবেন না॥ ৬॥

খলুবেদার্থং যোবিদ্বান সোপনয়নাদূর্দ্ধং সতানি প্রাগ্বাত্যজেৎ। পিতরং পুত্রং মগ্ন্যুপবীতং কর্ম্ম কলত্রঞ্চান্যদপীহ যতয়ো- ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্তি পাণিপাত্রমুদরং পাত্রম্বা। ৭।

বেদার্থ ধারণার নিমিত্ত বিদ্বান ব্রহ্মচর্য্যশীল হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন, যদি তৎকালেই সংসার বিরক্তি জন্মে তবে তৎক্ষণাৎ পরিব্রাজক হইবেন, অথবা উপনয়নের পর গুরুকুল হইতে আসিয়া গার্হস্থ রক্ষা করতঃ পিতা পুত্র কলত্র অগ্নি যজ্ঞসূত্র কর্ম্ম, অন্যদপি সংসারোচিত যে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাজক হইবেন, শুদ্ধ প্রাণ সন্ধারণার্থে আহারের প্রয়োজন থাকিবেক, তন্নি-

---

* ধ্রুবশীল পদে, নিশ্চয়শীল অর্থাৎ বর্ষাগমে মাস চতুষ্টয় গৃহস্থাশ্রমে বাস করতঃ ব্রহ্মানুশীলন করিবেন। নিয়ত বাসের নাম ধ্রুবশীল।

মিত্রগ্রাম প্রবেশ করতঃ * পাণিপাত্র বা উদরপাত্রে ভিক্ষা-গ্রহণ করিবেন ॥ ৭ ॥

ওঁহি ওঁহি ওঁহি। এতদুপনিষদং বিন্যসে দ্বিদ্বান্ যত্রবং বেদ। পালাশং বৈল্বমৌডুম্বরং দণ্ডমজিনং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ-ত্যক্ত্বা শূরো যত্রবং বেদ ॥ ৮ ॥

হিকারত্রয় উচ্চারণ করতঃ এই উপনিষৎ অর্থাৎ মোক্ষ জ্ঞানানুষ্ঠানে যে সাধক সন্ন্যাস করেন, তিনিই বেদবিৎ পলাশদণ্ড বা বিল্বদণ্ড ও উডুম্বরদণ্ড চর্ম্ম মেখলা যজ্ঞো-পবীত ত্যাগ করতঃ যিনি সর্ব্ব সন্ন্যাস যোগে পরিব্রাজক হয়েন তিনিই শূর তিনিই † বেদবিৎ। অন্যে বেদবিৎ নহেন ॥ ৮ ॥

---

* পাণিপাত্র উদরপাত্র এতদ্দ্বয় শব্দ দণ্ডী ও পরমহংসের ধর্ম্ম একৈকালীন বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দণ্ডী অন্য পাত্র বা পাণিপাত্রে ভি-ক্ষা লইবেন, পরমহংসেরা কেবল উদরপাত্রে গৃহীত হইবেন।

† যত্রবং বেদ, শ্রুতি উক্ত কথাতে বোধ হইতেছে যে সর্ব্ব সন্ন্যাস ব্যতীত বেদান্তী হয় না, এবং ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী নহে, সুতরাং যাবৎ সংসারে থাকিতে হয়, তাবৎ সংসারোচিত কর্ম্ম করিয়া কালযাপনা করিবেক, নচেৎ সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মত্যাগে ব্রহ্মো-পাসনা করিলে ভ্রষ্টাচারী কহে।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। ৯।

তদ্বিষ্ণোরিতি। সূরয়োবিদ্বাংসো জ্ঞানিন ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ সম্বন্ধি পরমং পদং বৈকুণ্ঠাখ্যং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্ব্বদা পশ্যন্তি। তত্রদৃষ্টান্তঃ দিবীব আকাশে আততং সর্ব্বপ্রসৃতং চক্ষুর্নিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতিতদ্বৎ ॥ ৯ ॥

* সূরি বিদ্বান ঋত্বিগেরা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিষ্ণুসম্বন্ধি পরমপদ অর্থাৎ † বৈকুণ্ঠাখ্য ‡ স্বর্গ স্থানকে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা দর্শন করেন। সে কেমন তদ্দৃষ্টান্ত, যদ্রূপ বিস্তৃত আকাশে অনাবৃত অর্থাৎ চক্ষুর নিরোধাভাব প্রযুক্ত বিশদ অর্থাৎ স্বচ্ছতা দর্শন হয়। তদ্রূপ জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা বিষ্ণুর পরমধামকে অবলোকন করেন ।। ৯ ।।

---

* সূরি শব্দে বিদ্বান ঋত্বিক অর্থাৎ জ্ঞানী। শাস্ত্রসিদ্ধ পরমপদ শব্দে বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ দর্শন পুরাণেতিহাস কাব্য সংহিতাদিতে যাহাকে পরম বলে সেই পদ।

† বৈকুণ্ঠ পদে, বিকুণ্ঠ স্থান, অর্থাৎ [বিগতঃ কুণ্ঠোযত্রতৎ] বিগত হইয়াছে সমস্ত দুঃখ যেখানে তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে, কুণ্ঠ শব্দ দুঃখের নাম।

‡ স্বর্গ শব্দে সুখের নাম, যেখানে অখণ্ড সুখ তাহার নাম বৈকুণ্ঠাখ্য স্বর্গ স্থান, সুতরাং ব্রহ্ম তন্ময়তা ব্যতীত অখণ্ড সুখলাভ হয় না, সেই ব্রহ্ম পদের নাম বিষ্ণুর পরম পদ।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমি-ন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥১০॥

তদ্বিপ্রাসইতি। পূর্ব্বোক্তং বিষ্ণোর্যৎ পদমস্তি তৎপদং বিপ্রাসো মেধাবিনঃ সমিন্ধতে সম্যগ্দীপয়ন্তি। কীদৃশা বিপ্রাসঃ বিপন্যবো বিশেষেণ স্তোতারঃ জাগৃবাংসঃ সর্ব্বার্থয়োঃ প্রমাদ রাহিত্যেন জাগরুকাঃ॥ ১০॥

পূর্ব্বোক্ত যে বিষ্ণুর পরমপদ মেধাবী অর্থাৎ জ্ঞান সাধকেরা সাধনা দ্বারা [সমিন্ধতে] সম্যক্ দীপন (প্রকাশিত) করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়েন, কীদৃশ মেধাবী, না, (বিপন্যব) অর্থাৎ সম্যক্ বেদদর্শী বিশিষ্ট স্তুতিকর্ত্তা, পুনঃ কিম্ভূত, না, (জাগৃবাংসঃ) শব্দার্থের প্রমাদ রাহিত্য, অর্থাৎ বৈদিক কোন কর্ম্মের ব্যাঘাৎ না করেন, জাগরুক শব্দে কদাপি মায়া-নিদ্রায় অভিভূত নহেন, * তাঁহারাই বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুর পরম পদ স্বর্গস্থানকে প্রাপ্ত হয়েন।

ইত্যেবং নির্ব্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনং বেদানুশাসন মিতি॥ ১১॥

---

* তাঁহারাই বৈকুণ্ঠাখ্য পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ইত্যভিপ্রায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে যাহারা সর্ব্বদা মায়া নিদ্রায় অভিভূত অসমদর্শী বেদার্থ বিঘাতী, অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞ দেব ব্রাহ্মণের প্রমাদ কর্ত্তা কুতর্কী স্বার্থসাধন পর শাস্ত্র নিন্দক, তাহারা কদাপি তৎপদ গ্রহণ করিতে পারে না। বরং তদপেক্ষা কর্ম্ম নাস্তিকতাপরাধে নিরন্তর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

এই নির্ব্বাণানুশাসন অর্থাৎ বিদেহ মুক্তির অনুশাসন ইহাই বেদানুশাসন, ইহাই বেদানুশাসন অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি আত্মণোপনিষদি দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সমাপ্তশ্চেয়ং সংহিতেতি।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অথ শিরা মর্ম্মাণি।

নীল ধমণী মাতৃকা শৃঙ্গাটকাপাঙ্গ স্থপনী ফণ স্তনমূলা পলাপ স্তম্ভ হৃদয় নাভি পার্শ্ব সন্ধি বৃহতী রোহিতাক্ষোর্ব্ব্যঃ শিরামর্ম্মাণি ॥ ১২ ॥

নীল, ধমণী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফণ, স্তনমূল, অপলাপ, স্তম্ভ, হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব বৃহতী, রোহিতাক্ষ, উর্ব্বী, ইত্যাদি শিরা মর্ম্ম ॥ ১২ ॥

অথ স্নায়ু মর্ম্মাণি।

আনীবিটপ কক্ষধর কূর্চ্চ কূর্চ্চশিরো বস্তি ক্ষিপ্রাংস বিধুরোৎক্ষেপাঃ স্নায়ু মর্ম্মাণি ॥ ১৩ ॥ সুশ্রুতং।

আনী, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, বস্তি, ক্ষিপ্রাংস, বিধুর, উৎক্ষেপ ইত্যাদি নব স্নায়ু মর্ম্ম ॥ ১৩॥

অথ অস্থি মর্ম্মাণি।

কটিকতরুণ নিতম্বাংস ফলক শংখাশ্চাস্থি মর্ম্মাণি ॥ ১৪ ॥ সুশ্রুতং।

কটি, কতরুণ, নিতম্ব, অংস, ফলক, শংখ ইত্যাদি ছয় অস্থিমর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

অথ সন্ধি মর্ম্মাণি।

জানুকুর্পর সীমন্তাধিপতিঃ গুল্‌ফ মণিবন্ধ কুকুন্দরাবর্ত্ত রুকাটিকাশ্চেতি সন্ধি মর্ম্মাণি ॥ ১৪ ॥ সুশ্রুতং।

জানু, কুর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্‌ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্ত, রুকাটিকা ইত্যাদি নব সন্ধি মর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

তান্যেতানিপঞ্চ বিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

সেই সপ্তাধিক শত মর্ম্ম পঞ্চ প্রকার বিকল্প হয়, অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার গঠনে ভুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ তদ্যথা

সদ্যপ্রাণ হরাণীকালান্তর প্রাণহরাণি বিশল্যঘ্নানি বৈকল্য করাণি রুজাকরাণীতি ॥ ১৬ ॥ সুশ্রুতং।

* সদ্যমারক মর্ম্ম ॥ ১ ॥ † কালান্তরমারক মর্ম্ম ॥ ২ ॥ এবং ‡ বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম ॥ ৩ ॥ ‖ বৈকল্যকর মর্ম্ম ॥৪ ॥ ¶ রুজাকর মর্ম্ম ॥ ৪ ॥ এই পঞ্চ প্রকার মর্ম্ম শরীরে স্থিতি করে, ইহা বিশেষ জ্ঞাত না হইলে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

অথ সদ্যপ্রাণ হরাদি মর্ম্মসংখ্যা।

তত্রসদ্যঃ প্রাণ হরাণ্যেকোন বিংশতিঃ। কালান্তর প্রাণহরাণিত্রয় ত্রিংশৎ॥ ত্রীণি বিশল্যঘ্নানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বৈকল্যকরাণি। অষ্টৌরুজা করাণীতি ॥ ১৭ ॥

---

* সদ্যমারক মর্ম্ম অর্থাৎ সেই মর্ম্মে আঘাত করিলে মূর্চ্চাপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ মরে, যদ্যপি অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় তবে তৎস্থানস্থ রুধির শ্রাবের নিবারণ না হওনপ্রযুক্ত মৃত্যু হয়।

† কালান্তরমারক মর্ম্ম অর্থাৎ তৎস্থানে আহত হইলে, তিন দিবসের পর এক মাস মধ্যেই মরিবে।

‡ বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম, অর্থাৎ সেই মর্ম্মে বিদ্ধশল্য কি অস্থি, পাষাণ, বাণ, কণ্টকাদি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বাঁচে উর্দ্ধাব করিলেই মৃত্যু হয়।

‖ বৈকল্যকর মর্ম্ম, অর্থাৎ সেই মর্ম্মাঘাতে শরীরের নাশ কি বেদনাযুক্ত না করিয়া শুদ্ধ ক্ষণকালের নিমিত্ত শরীরের ব্যাকুলভাব করেন। এবং শরীরকে বিকৃতিভাব প্রাপ্ত করান, যাহাতে ব্যঙ্গ হয়, যথা হস্ত পদ অঙ্গুলী নাসাকর্ণ শ্রোত্র চক্ষু ওষ্ঠ রসনাদিকে বৃকৃতি করে।

¶ রুজাকর মর্ম্ম, অর্থাৎ তন্মর্ম্মাঘাতে কেবল শরীরের পীড়া জন্মে তাহাতে মৃত্যু হয় না।

সপ্তোত্তর শত মর্ম্ম মধ্যে (১৯) ঊনবিংশতি মর্ম্ম সদ্য মারক। কালান্তর প্রাণহারক মর্ম্ম (৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশৎ হয়। বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম (৩) ত্রয়। বৈকল্যকর (৪৪) চতুশ্চত্বারিংশৎ মর্ম্ম। পীড়াকর (৮) অষ্ট মর্ম্ম, এই পূর্ব্বোক্ত এক শত সপ্ত নাড়ী পঞ্চ প্রকারে সংখ্যাত হইল ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শংখৌকণ্ঠং শিরো গুদং। হৃদয়ং বস্তিনাভীচঘ্নন্তিসদ্যোহতানিচ ॥ ১৮ ॥ সুশ্রুতং।

* শৃঙ্গাটক, অধিপতি শংখদ্বয় কণ্ঠ, শির, গুহ্য, হৃদয়, বস্তি, নাভী, এই নয় স্থানে (১৯) মর্ম্ম, তাহাতে আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ॥ ১৮ ॥

---

* শৃঙ্গাটক শব্দে পার্শ্বদ্বয় অধিপতি শব্দে ব্রহ্মরন্ধ্র, শংখদ্বয় শব্দে কর্ণমূল পর্য্যন্ত অর্থাৎ মস্তকের খুলির যোড প্রাকৃত ভাষায় [বগ] বলে আর কণ্ঠের যোড, শির, অর্থাৎ মস্তকের সম্মুখ ভাগ, গুহ্য পদে মুষ্ক অর্থাৎ অণ্ডকোষ, হৃদয় পদে বক্ষস্থলের যোড় প্রাকৃত ভাষায় কলিজা বলে। বস্তি শব্দে রক্তস্থলী অর্থাৎ যে স্থানে রক্ত থাকে। আর নাভিমণ্ডল ইত্যাদি স্থানস্থ মর্ম্ম সদ্যমারক হয়।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৯ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার

অথ সন্দেহ নিরসন।

কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মবিচিকিৎসা নিবারণেচ্ছায় বহুদেশ দেশান্তর পর্য্যটন করতঃ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেং এক নবীন ব্রহ্মধর্ম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তদ্দর্শনে উভয়েই উভয় সম্ভাষণে পরিচয় জিজ্ঞাসায় উভয়েই এক গৌড় দেশান্তঃপাতি কলিকাতা নিবাসী বিদিত হইয়া পরমাহ্লাদসাগরেনিমগ্ন হইলেন, অনন্তর ব্রহ্মও ধর্ম্ম বি-

চারে পরস্পর উভয়জনেই আনন্দিত হইতে লাগিলেন কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করাতে ব্রহ্মধর্ম্মী তাঁহাকে ভঙ্গীক্রমে বিস্তর ঈঙ্গিত করেন, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মী ক্ষুব্দমনা হইয়া তদুত্তরের প্রত্যুত্তর করিতে শক্ত হয়েন না, তৎকারণ এই যে তিনি স্বজাতীয় বিদ্যায় নিপুণ ম্লেচ্ছশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাত নহেন, নবীন ব্রাহ্ম স্বশাস্ত্রজ্ঞ যত হউন বা না হউন, কিন্তু বিজাতীয় ম্লেচ্ছশাস্ত্রে নিপুণ আছেন। যেহেতু মহানগরীয হিন্দুকালেজে বিচক্ষণ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা কবিয়াছেন, তৎশাস্ত্রোক্ত যুক্তি দ্বারা হেতুবাদ কুশলতা প্রযুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে নিরন্তর খর্ব্ব করিয়া থাকেন আর কথায২ ঈঙ্গিত করেন যে তোমরা নির্ব্বোধ, তোমারদিগের আহার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্ম উপাসনা সকলই অলীক, কেননা বেদশাস্ত্রের বহির্ভূত আচারে পুত্তল গঠিয়া পূজাদি কর, বেদে পরব্রহ্মের উপাসনাই করিতে কহিয়াছেন, তদুপাসনার এই নিয়ম যে এতৎবিশ্বের এক জন কর্ত্তা আছেন ইহা জানিলেই বা মুখে কহিলেই তাঁহার উপাসনা হয়। অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, যিনি আপনাকে সরূপ করিতে পারেন না সেই ব্রহ্মের কল্পিত রূপ বলিয়া কতগুলা তৃণকাষ্ঠ মৃত্তিকায় পুতুল গঠিয়া তোমারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর, যে প্রতিমার কোন ক্ষমতা নাই এবং বালক্রীড়ার ন্যায় মৃত্তিকাময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বর বলিয়া তদর্চ্চনা কর, তাহাতে কি হইতে পারে,

অপিচ পরমাত্মাকে আগচ্ছ বলিয়া আবাহন ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জনও করিয়া থাক, হা, কি আশ্চর্য্য, যিনি কথায় আইসেন কথায় গমন করেন তাহার ঈশ্বরত্ব কি, বিশেষতঃ যিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার কি আবাহন বিসর্জ্জন আছে, অতএব তোমারদের উপাসনায় নিরর্থ পরমায়ুক্ষয় করা হয় এইমাত্র, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আমারদের কোন উপাসনা নাই, কেবল এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় আছেন বলিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। তোমরা নিয়ত ব্রতোপবাসে শরীরকে শোষণ করিয়া সংসারোচিত পরমসুখে বঞ্চিত হইতেছ, আমরা তাহাতে পরিমুক্ত, আমারদের এই ব্রহ্মধর্ম্মে কোন বৈধাবৈধ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, স্ত্রীপুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই, ইন্দ্রিয দমনের আবশ্যক করে না, সময়ের নিয়ম নাই, স্নানাচমনের প্রয়োজন নাই, কোন জাতির অন্নাদি ভক্ষণের বাধা নাই, তোমারা নিষ্প্রয়োজনীয় বৈধাবৈধ বিচারে বাধিত হইয়া নিরর্থ উত্তমাহারে বঞ্চিত হইয়াছ, আমরা সকল দ্রব্যই ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কেননা ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তু মাত্রই শুচি, যাহারা পামর তাহারাই ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তুপ্রতি অশুচি জ্ঞান করে, সুতরাং আমারা ইন্দ্রিয় দমনাদিতে বিরত হইয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি, যে যদ্যদ্বিষয়ে যদ্যৎকালে ইন্দ্রিয়ের বেগ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত না করিয়া তদ্বেগ ধারণায় জগদীশ্বরের পরম করুণাকে অব-

হেলা করা হয়, তবে ইন্দ্রিয়াদির অত্যাচারণ করাই অমঙ্গল বটে। ইহা পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিহ, আমারদের কলিকাতার ব্রহ্মসভায় বক্তৃতা দ্বারা সভ্য মহাশয়েরা এই রূপ বক্তৃতা দ্বারা নিয়তই উপদেশ করিয়া থাকেন, মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রসাদে অধুনা ঠাকুর বাবুর কৃপায় বঙ্গদেশে প্রায় ক্রমেং অনেকেই সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, এতৎশ্রবণে ঐধার্ম্মিক ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্র বিতণ্ডা না করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে ভাই তোমাতে আমাতে বিরোধ করার প্রয়োজন কি, এই কুরুক্ষেত্রস্থ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামীর নিকট প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর শ্রবণে যাহা শ্রেষ্ঠতম তাহাকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে, এতন্নিরূপণ করিলে পর গ্রীষ্মঋতুর অবসান হইয়া বর্ষাগত হইল। যথা

ততঃ প্রাবৃট্ প্রবৃত্তা সর্ব্বসত্ত্ব সমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা॥

অনন্তর বর্ষাঋতু প্রবর্ত্তে আকাশ তলে বিদ্যুৎ স্ফূর্ত্তি দ্বারা দশ দিক্ দ্যোতমান হইতে লাগিল। তাহাতে প্রস্ফোটিত কেতকী কুসুম কদম্ব কানন নিতান্ত কামুক কামিনীর হৃদয় কৃন্তন কারণ কুসুমশর স্মরের শরায়ুজন মাত্র কেতকীই প্রধানোপকরণ হইয়াছে, অর্থাৎ রতিপতি পত্নীবিয়োগী যুবক যুবতীর হৃদিবিদারণ কেতকী কুসুমচ্ছলে প্রহরণ ধারণ করিয়াছেন, কেতকী পত্রোপরিকণ্টকা-

বলি স্বরূপ কন্দর্পের (হাতকরাৎ) যদ্দ্বারা বিয়োগী চিত্ত বনস্পতিকে খণ্ড বিখণ্ড করেন, এবং তত্তীক্ষাগ্র শূচের ন্যায় হইয়াছে তাহাতে কলঙ্ক স্বরূপ কর্পটখণ্ডকে সেবনী অর্থাৎ সেলাই করিয়া কঞ্চুকবৎ পরিধাপন করাইয়া দেন, বিশেষতঃ কেতকী পুষ্পরজ রূপ ধূলামুষ্টি গ্রহণে বিযোগীজন সম্বন্ধে বিমল নয়ন যুগলকে অন্ধীভূত করিয়াছেন, যাহাতে ভদ্রাভদ্র কিছুমাত্র দৃষ্টি হয় না।

অন্যদপি। কালের কুবালাস্ত্র রূপে কেতকী কুসুম কমলাগমকালে প্রস্ফোটিত হইয়া পুষ্প রজস্থলে বিষয়ানুরাগ রজে অশান্ত গৃহমেধী জনের নির্ম্মল জ্ঞান দৃষ্টির অবরোধ করিতেছেন, যাহাতে আত্ম কল্যাণ পদবীকে অবলোকন করিতে পারে না। কেতকী পত্রোপরিকণ্টকাবলি স্বরূপ কালের করাৎ যাহাতে ধর্ম্মরূপ মহত্তরুবরকে ছিন্নভিন্ন করিতেছেন, পত্রাগ্রতীক্ষ্ম শূচের ন্যায়, কালের শূচ, যদ্দ্বারা মহামোহ স্বরূপ কঞ্চুক সেলাই করিয়া পরিধান করাইতেছেন, যাহাতে আর স্বরূপ রূপের স্ফূর্ত্তি করিবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ বর্ষাগমে আরও বিবিধ বিষয়ের উদ্দীপন করিতেছেন। যথা

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোমসবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ॥

সান্দ্র অর্থাৎ সবিদ্যুৎ নিবিড় নীলাম্বুদ জালমালাতে

নির্ম্মল আকাশ তলকে আচ্ছন্ন করিয়া বজ্র নিষ্পেষধ্বনি রূপ মন্দ২ গর্জ্জন করিতেছে, সে কেমন, যেমন নির্গুণ নিরঞ্জন পরব্রহ্ম সগুণ রূপে দীপ্তিমান হয়েন। অর্থাৎ মায়াচ্ছাদনে অরূপে সরূপ হইয়া বাগ্বিস্তার করেন।

তড়িদ্বন্তোমহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনংহ্যস্য মুমুচুঃকরুণাইব॥

তড়িৎবান্ মেঘ সকল প্রচণ্ড বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া পৃথিবী তর্পণার্থে তদ্রূপ বারি বিতরণ করেণ। যদ্রূপ কৃপালু সাধুগণেরা পর দুঃখ স্বরূপ প্রচণ্ড বায়ুবেগে কম্পিত হৃদয় হইয়া সংসারোত্তপ্ত জনের তাপোপশমনার্থ করুণা বারিবর্ষণ করেন।

তপঃকৃশাদেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সীমহী।
যথৈবকাম্যতপসস্তনূঃ সংপ্রাপ্যতৎফলং॥

যদ্রূপ কাম্যতপসঃ অর্থাৎ কামনা পূরাণার্থে জন সকলের শরীর তপস্যায় কৃশ হয়, পূনর্ব্বার তপঃ সমাপ্তে তৎফলে তাঁহারদিগের শরীরের প্রসন্নতা জন্মে। তদ্রূপ তপঃকৃশা পৃথিবী অর্থাৎ সূর্য্যতাপে কৃশাধরণী আশার কালে বারিধারা সংপ্রাপ্তে সুপ্রসন্না হয়েন।

নিশামুখেষুখদ্যোতাস্তমসাভান্তি নগ্রহাঃ।
যথাপাপেন পাষণ্ডানহিবেদাঃ কলৌযুগে॥

যদ্রূপ বর্ষাকালে যামিনীযোগে ঘনঘোরান্ধকারকারিত নভস্তলে গ্রহ নক্ষত্রাদি; দীপ্তি রহিত কেবল খদ্যোতই দ্যোতমান হয়। তদ্রূপ ঘোরতর কষায়িত কলিযুগে পাপাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা বেদপ্রভার হানি জন্মাইয়া শুদ্ধ পাষণ্ড ব্যক্তিই দীপ্যমান হয়।

শ্রুত্বাপর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজর্গিরঃ। তূষ্ণীংশয়ানা প্রাগ্যদ্বদ্ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে॥

যদ্রূপ * মেঘধ্বনি শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া মণ্ডূকগণে স্বস্ব বাক্প্রযোগে বাধিত হয়, তদ্রূপ নিয়মাত্যয়ে অর্থাৎ তপোনিয়মাবসানে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করেন।

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতি। পুংসোযথাঽস্ব তন্ত্রস্যদেহদ্রবিণ সম্পদঃ॥

পূর্ব্বে শুষ্কা ক্ষুদ্রানদী সকল বর্ষাকালে জলপূর্ণা হইয়া উৎপথ গামিনী হয়, কালে আপনিই শুষ্কা হইয়া যায়, সে কিরূপ, যেমন অস্বতন্ত্র জীবের দেহধন সম্পদ অল্পকালেই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্যেরা কিঞ্চিৎ ধন সম্পদ

* মেঘধ্বনি শ্রবণে মণ্ডুক বাক্যের উপমায় বিশেষঃ বক্তব্য। এই যে প্রগাঢ় মেঘধ্বনী শ্রবণে ভেকেরধ্বনির সাদৃশ্য সেইরূপ, যেরূপ বেদধ্বনি শ্রবণে ক্ষুদ্র পাষণ্ড জাতীয়েরা কলিযুগে ব্রহ্ম বাদ করে। ফলিতার্থ তাহারা বেদবাক্যবৎ আপনং বাক্যকে জানায়।

প্রাপ্ত হইলেই কুনদীর ন্যায় * উৎপথগামী হয়, পরে অল্প দিনেই তাহারদিগের বিলোপ হইয়া যায়।

ক্ষেত্রাণিশস্য সম্পদ্ভিঃ কর্ষকানাং মুদংদদুঃ।
মানিনামনুতাপংবৈদৈবাধীনমজানতাং॥

তদ্রূপ ক্ষেত্র সকল বর্ষাগমে শস্য সম্পৎ দ্বারা কৃষক দিগের হর্ষকে প্রদান করেন। যদ্রূপ মানিদিগের অনুতাপ দৈবাধীন অজানত সিদ্ধি হয়।

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বেনববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥

জলস্থল জীব সকল নবীন জল সেবনে তদ্রূপ সুচারু মনোহর রূপকে ধারণ করে, যদ্রূপ হরি সেবা দ্বারা ভগবৎ-ভক্তেরা রুচির রূপে বিরাজিত হয়েন।

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভশ্বসনোর্ম্মি-মান্। অপক্বযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণ-যুগ্যথা।

---

* উৎপথগামিনীনদী পদ, নদী যাহাতে ভাদ্রমাস শুদ্ধা কেবল বর্ষাকালের জলে পরিপূর্ণা হইয়া দিগ্বিদিগে ধাবমানা হয়, অর্থাৎ তট ভঙ্গ করিয়া দেশ প্লাবন করে। তদ্রূপ প্রাকৃত মনুষ্যেরা সামান্য কিঞ্চিৎ ধনে ধনী হইয়া ভদ্রাভদ্র কিছুমাত্র দৃষ্টি করে না, অনায়াসে যথেষ্টাচারের প্রবৃত্তিতে গোব্রাহ্মণ দেবতা শাস্ত্র সাধুহিংসায় নিযত যত্নবান্ হইয়া আহারবিহারের বিচার থাকে না, এবং কুনদীর ন্যায় ধর্ম্ম সেতু কে ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বদেশেই স্বমত প্রচারের চেষ্টা পায়।

নবীন বর্ষাগমে বেগবতী নদী সকলের সঙ্গ হওয়াতে সমুদ্র ক্ষুভিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক তরঙ্গযুক্ত হয়, সে কিরূপ যদ্রূপ অপক্ব যোগী লোকের চিত্ত কামিনী সংসর্গে কামগুণে যুক্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হয়।

গিরয়োবর্ষধারাভির্হন্যমানোনবিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানাব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ॥

পর্ব্বত সকল সেই রূপ বর্ষধারায় আহত হইয়াও বেদনা-যুক্ত হয় না, যে রূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবী জনের ব্যসন দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিকে কোন দুঃখে অভিভূত করিতে পারে না।

মার্গাবভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না অসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাশ্রুতয়োদ্বিজৈঃকালেনচাহতাঃ॥

বর্ষাগমে পথ সকল অসংস্কৃত অর্থাৎ তৃণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অগম্য হয়, সে কেমন যেমন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বেদাদিশাস্ত্র অভ্যাসিত হইলেও বিনা আলোচনায় কালে দুরবগাহ হ-ইয়া যায়।

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যংনচক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব॥

লোকবন্ধু যে মেঘ তাহাতে বিদ্যুতের সৌহার্দ্দ অর্থাৎ

প্রীতির স্থিরতা নাই, যদ্রূপ গুণবান্ পুরুষ হইলেও কামিনী তাহাতে স্থির থাকে না।

ধনুর্বিয়তিমাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিনভোৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষোযথা॥

আকাশে ইন্দ্রধনুর উদয়ে বর্ণহীন আকাশকে সবর্ণ করে, যেমন গুণ সংযোগে অত্যন্ত স্বচ্ছনির্গুণ পুরুষ পরমাত্মাকেও গুণবান্ দেখাবায়।

নররাজোড়ুপশ্ছন্ন স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ। অহংমত্যাভাসিতয়া স্বাভাসা পুরুষোযথা॥

মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্না মেঘ দ্বারা রাজিত হয়, অর্থাৎ মেঘের রূপান্তর কে করে, যেমন অহংবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পরমাত্মা জীবরূপে ভাসিত হয়েন।

মেঘাগমোৎসবাহৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ। গৃহেষুতপ্তানির্ব্বিন্নাযথাঽচ্যুতজনাগমে॥

মেঘাগমোৎসবে সংহৃষ্ট হইয়া ময়ূরগণেরা কি রূপ আনন্দিত হয়, যেমন গৃহী ব্যক্তিরা সংসারতাপে উত্তপ্ত কিন্তু অচ্যুতজন অর্থাৎ সাধুসমাগমে পরমহৃষ্ট হইয়া তাপের উপশান্তি করে।

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্তসেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌযথা॥

ঈশ্বর কর্ত্তৃক বর্ষণে জল সমূহ দ্বারা সেতু ভঙ্গ হয়, সে কেমন, যেমন কলিযুগে পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অসদ্বাদ দ্বারা * বেদমার্গ বিচ্ছিন্ন হয়।

অথ পরমহংসোপনিষৎ।

অথযোগিনাং পরমহংসানাং কোয়ং মার্গ-স্তেষাং কাস্থিতিরিতি নারদো ভগবন্তমুপা-গত্যোবাচ॥ ১॥

ভগবান্ নারদ নামা ঋষি। ভগবৎ সমীপে উপাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে অধ্যাত্মযোগী পরমহংসদিগের, কোন পথ, স্থিতিই বা কিরূপ (হেভগবন্) তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন॥ ১॥

---

* বেদমার্গ বিচ্ছিন্ন পদে, বেদোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং যাগযজ্ঞাদির অবরোধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ঈশ্বর সেতু কহিয়াছেন।

+ ভগবৎ শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত, তাহাতে হরিহর ব্রহ্মাদিকে বুঝায়, যেহেতু অনিমালঘিমা ঈশিত্ববশিত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি তিনেরি আছে, সুতরাং নারদ এই প্রশ্ন এতত্রয়ের মধ্যে একের নিকট করিয়াছিলেন কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মাকেই যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাই উপলব্ধি হইতেছে।

তংভগবানাহযোয়ংপরমহংসমার্গোলোকে দুর্ল্লভতরোনতুবাহুল্যইতি ॥ ২ ॥

ভগবান্ নারদকে কহিতেছেন, যে, হে নারদ, এই পরমহংসমার্গ লোকে দুর্ল্লভতর, অর্থাৎ দুঃখেও লাভ করিতে পারে না সুতরাং এপথ বাহুল্য নহে ॥ ২ ॥

যদ্যেকোভবতিসত্রবনিত্যপূতস্থঃ সত্রববেদ পুরুষইতিবিদুষোমন্যন্তে ॥ ৩ ॥

যদ্যপি বহুলোকের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পরমহংস পথকে অবলম্বন করে, তবে সেই ব্যক্তি নিত্য পবিত্র হয়, সেই * বেদপুরুষ ইহা জ্ঞানিরা মান্য করেন ॥ ৩ ॥

মহাপুরুষোযচ্চিত্তং তৎসদাময্যেবাবতিষ্ঠতে তস্মাদহঞ্চতস্মিন্নেবাবস্থীয়তে ॥ ৪ ॥

সেই মহাপুরুষ, যৎচিত্ত, সতত আমাতে অবস্থিতি করে, একারণ আমিও তাহাতে অবস্থিতি করি, অর্থাৎ তাহার সহিত আমার অভেদ হইয়া যায়, সুতরাং শ্রুত্যন্তরে অনুশাসন করিয়াছেন, যে (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈবভবতি) ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয় ॥ ৪ ॥

---

* বেদপুরুষ পদে জ্ঞানবান্ মনুষ্য, যেহেতু, বিদধাত্বর্থে জ্ঞান, সুতরাং বেদপুরুষ শব্দে জ্ঞান, অথবা বেদবেদ্যপুরুষ, অর্থাৎ নিত্যসত্যমুক্ত স্বভাব অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, অতএব সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ পরমাত্মাবস্বরূপ হয়।

অসৌস্বপুত্রমিত্র কলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখায-জ্ঞোপবীতে স্বাধ্যায়শ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণিসন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চহিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরাপভোগার্থায়চ লোকস্যোপকারার্থায়চ পরিগ্রহেৎ॥ ৫॥

এই জীব স্বীয়পুত্র মিত্র স্বীয়াভার্য্যা এবং বান্ধবাদিও শিখা যজ্ঞোপবীত স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নাদি * সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বশরীরের উপভোগ পরিত্যাগার্থ এবং † লোকোপকারার্থ দণ্ড কৌপীনাচ্ছাদনের পরিগ্রহ করিবেক॥ ৫॥

তচ্চনমুখ্যোস্তি কোয়ং মুখ্যইতিচেৎ॥ ৬॥

লোকোপকারার্থ দণ্ডগ্রহণ করা ইহাও ‡ মুখ্য নহে (এতৎশ্রবণে নারদ জিজ্ঞাসা করেন,) যদ্যপি দণ্ডগ্রহণ ক-

---

* সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস পদে কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণ যাগযজ্ঞ দেবকার্য্যাদি পর নহে, ইতার্থে শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করতঃ অর্থাৎ অন্তঃস্থ কবিয়া সম্পন্ন করিবেন, শুদ্ধ দণ্ডকৌপীনাচ্ছাদন, আর প্রাণ ধারণার্থ ভিক্ষাশী হইবেন।

† লোকোপকার শব্দে কাহার অনিষ্টকর্ম্ম সাধন করিবেন না সর্ব্ব-জীবে কারুণ্য করিবেন।

‡ দণ্ডগ্রহণ মুখ্য নহে, ইহা দণ্ডগ্রহণানুশাসনে আরুণ্যপনিষদে [শেষং বিসৃজেচ্ছেষং বিসৃজেদিতিশ্রুতিঃ] সংবাদ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ দণ্ডগ্রহণ করতঃ পরিণামে তাহাকেও পরিত্যাগ করিবেক।

রাও মুখ্য না হইল, তবে কোন্ আশ্রম মুখ্য তাহা আজ্ঞা করুন, অনন্তর ভগবান্ কহিতেছেন ॥ ৬ ॥

অয়ং মুখ্যোনদণ্ডনশিখং নযজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনংচরতি পরমহংসঃ নশীতং নচোষ্ণং নসুখং নদুঃখং নমানাবমানেচ ষডূর্ম্মিবর্জ্জিত নিন্দাগর্ব্বমৎসরোদম্ভদর্পেচ্ছা দ্বেষ সুখদুঃখ কামক্রোধ লোভ মোহ হর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চহিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিবদৃশ্যতে স্ববপুঃকুণপমিবদৃশ্যতে ॥৭॥৮॥৯॥

এই পরমহংসধর্ম্মই দণ্ডী হইতে মুখ্য হয়, অর্থাৎ দণ্ড শিখা যজ্ঞোপবীত আচ্ছাদন রহিতপরমহংস বিচরণ করিবেন, ইহার মুখ্যানুষ্ঠান এই যে শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ মানাবমান এতৎষড়ূর্ম্মিবর্জ্জিত হইবেন, অপিচ নিন্দা, গর্ব্ব, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, অভিলাষ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, অসূয়া, অহংকারাদি বিকার সকলকে পরিত্যাগ করতঃ শববৎ আত্ম শরীরকে দেখিবেন, শববৎ আত্ম শরীরকে দেখিবেন, অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংসোপনিষদি প্রথমোধ্যায়ঃ।

যতস্তদ্বপুরষধ্বস্তঃ সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

যেহেতু এই শরীরের ক্ষয় শঙ্কা আছে, অর্থাৎ কোন মতে এই শরীর থাকিবেক না সুতরাং তাহাতে উদ্ভব যে সকল অনিষ্ট কর্ম্ম তাহার পরিগ্রহ করায় হানি জন্মে, অতএব সকল বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হওয়াই উচিত ॥ ১ ॥

বিপরীতমিথ্যাজ্ঞানানাং যোহেতুস্তেননিত্যনিবৃত্ত স্তন্নিত্যবোধত স্তৎস্বয়মেবাবস্থিতিঃ ॥ ২ ॥

সত্যাতিরিক্ত বিপরীত মিথ্যাজ্ঞানাদির যে, হেতু এমত শরীরের প্রতি নিত্যনিবৃত্ত হইবে, এবং নিত্যবোধ স্বরূপ আমি ইহা নিশ্চয় করতঃ এতৎজ্ঞানাবলম্বনে অবস্থিতি করিবেক ॥ ২ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ত তলক্ষিপ্রেন্দ্র বস্তয়ঃ।
কটী কতরুণে সন্ধ্যাপার্শ্বজো বৃহতীচযা॥
নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তর হরাণিচ
॥ ১৯ ॥ সুশ্রুতং।

বক্ষ, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, কটী, কতরুণ, সন্ধি,

পার্শ্বজ, বৃহতী, নিতম্ব এতৎসংজ্ঞায় [৩৩] মর্ম্ম কালান্তর প্রাণহর হয়।

উৎক্ষেপৌ স্থপনীচৈব বিশল্যঘ্নানি নির্দ্দিশেৎ॥ ২০॥ সুশ্রুতং।

উৎক্ষেপদ্বয়, আরস্থপনী এই মর্ম্মত্রয় বিশল্যঘ্ন হয়, অর্থাৎ বিদ্ধ শস্ত্র কণ্ঠকাদির উদ্ধার করিলেই মৃত্যু হয়॥ ২০॥

লোহিতাক্ষাণি জানূর্ব্বী কূর্চ্চ বিটপ কর্পরাঃ। কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সক্ষকাটিকে॥ অংশাংশ ফলকাপাঙ্গানীলেমণ্যে ফণৌতথা। বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌতথৈবচ॥ ২১॥ সুশ্রুতং।

লোহিতাক্ষ, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দর, কক্ষধর, বিধুর ক্ককাটিক, অংশাংশ, ফলক, অপাঙ্গ, নীল, মণি, ফণ, আবর্ত্ত ইত্যাখ্যাত [৪৪] মর্ম্ম বৈকল্যকর হয়॥২১॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮০ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩২ জ্যৈষ্ঠ সোমবার

অথ সন্দেহ নিরসনং।

অনন্তর বর্ষার উপরতি হইয়া শরৎপ্রবর্ত্ত হয়, নির্ম্মল আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির দীপ্তিতে জগতকে দেদীপ্যমান্ করিল, নির্ম্মল জলে জলাশয় সকল প্রস্ফোটিত কমল কহ্লারাদিতে শোভমান হইল, তাহাতে হংস কাণ্ডবকোকাদি পক্ষিগণে স্বরবে জন চিত্তে আনন্দ জন্মাইতে লাগিল, এতৎসুখোচিত সময়ে, ঐ নবীন ব্রাহ্ম ও বৈদিকধর্ম্মী উভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে

কুরুক্ষেত্র নামা মোক্ষক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে স্থানে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ হয়, সেই স্থানে পূর্ব্বতন মহাবীরের দিগের শিবিরাদি দর্শন করিতে২ সমন্ত পঞ্চক সান্নিধ্য অভিমন্যুর শিবিরের কিয়দ্দূরে পলাশ বিপিন মধ্যে এক প্রকাণ্ড বটবিটপী মূলে উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শ্রীশ্রী৺ ভদ্রকালী মূর্ত্তি সংস্থাপিতা আছেন, যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানুসারে যুদ্ধ কালে অর্জ্জুন মহাশয় স্তুতি বন্দনাদি করিয়াছিলেন, সেই দেবী তৎক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তৎকৃপাতেই জীব তথায় কৈবল্য পদ লাভ করেন, দেবী মূর্ত্তি সন্দর্শনে বৈদিক ধর্ম্মীধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, ব্রহ্ম-ধর্ম্মী প্রণামাদি করিলেন না, বরং ঐ প্রণামী ব্যক্তিকে অনেক ইঙ্গিত করিলেন, এইরূপ তীর্থপরিক্রম করিতে২ উক্ত দেবালয়ের দক্ষিণ নিযন্ন মনোহর এক সরোবর স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ, পদ্মোৎপলাদি মণ্ডিত, যে সরবরকে ভগবান নিজ মায়া দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে কালে অর্জ্জুনের সারথ্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই কালে অশ্বের জলপানার্থে মায়াময় সরোবর করেন, সেই সরোবর তীরে মনোহর নির্ম্মিত মঠাভ্যন্তরে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বরস্বামী উপবিষ্টমান হইয়া অধ্যাত্ম চিন্তায় নিযুক্ত আছেন, তদ্দৃষ্টে উভয় ধর্ম্মীরা প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, কিয়ৎকালাবসানে ধ্যানের বিরামকালে উভয় জনকে দেখিয়া আচার্য্যস্বামী স্বাগত

শুশ্রূষা করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন, অসম্ভব আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে যুগল জনে প্রশ্ন করেন, হে প্রভো, আমরা গৌড়দেশ নিবাসী তীর্থপর্য্যটনে আগত হইয়াছি, কিন্তু আমারদিগেব চিত্তে ধর্ম্মবিচিকিৎসা জন্মিয়াছে, তন্নিরাসার্থে ভবৎসমীপে সমাগত হইলাম অতএব অনুগ্রহ প্রকাশে ভ্রান্তদিগকে ভ্রান্তিজালে পরিমোচন করিতে আজ্ঞা হয়।

ভাক্ত ব্রহ্মধর্ম্মীর উক্তি। বেদেবর্ম্ম দ্বয় উক্ত করিয়াছেন। যথা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মউপাসনা এতদুভয় মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই মুখ্য, সুতরাং যাহারা জ্ঞানাবলম্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহারদিগের সম্বন্ধে আর ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

পরমহংসোক্তিঃ। সত্য, ব্রহ্মোপাসনার মুখ্যত্ব আছে, কিন্তু সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নহে, ব্রহ্মানুষ্ঠান পরমহংসের ধর্ম্ম সংসারি ব্যক্তিকে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিকে নিয়ত সম্পাদন করিতে হয়, নচেৎ পতিত, যথা যোগবাশিষ্ঠে (সংসার বিষয়াসক্তো ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনঃ কর্ম্মব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টস্তংত্যজেদন্ত্যজং যথা) যোগবাশিষ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ দেব কহিয়াছিলেন, যে সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্মজ্ঞ আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, তাঁহাকে অন্ত্যজের ন্যায় জ্ঞানীরা ত্যাগ করেন, অন্ত্যজ

শব্দে যবন ম্লেচ্ছাদি পর অর্থাৎ তাহারদিগের স্পৃষ্ট জলাদিও গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং সংসারাসক্ত ব্যক্তি সংসারোচিত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড প্রবাহ রক্ষা করতঃ সগুণোপাসনা করিবেন, তাহাতেই তাঁহার পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, যথা যোগবাশিষ্ঠে (বহির্ব্যাপার সরম্ভোহৃদিসংকল্পবর্জ্জিতঃ কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহররাঘব) বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে কহিয়াছেন হে রাম তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর মনে সংকল্প রহিত হও বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিহ, এইরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করহ, নচেৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান প্রশংসা শ্রবণে ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাৎ করিও না যেহেতু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমহংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা সংসারি ব্যক্তির লাভ হইতে পারে না।

অনন্তর ব্রাহ্মের প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ যদ্যপি সংসরাসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, আর ব্রহ্মই এক সত্য তদিতরকে অসত্য বলিয়া বোধ হয় তবে কি তাহার সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মোপসনা কর্ত্তব্য হইবেক না।

পরমহংসোক্তিঃ। ভাল, যদ্যপি সংসারি ব্যক্তির এরূপ প্রবৃত্তি জন্মে যে আমি ব্রহ্মোপাসনা করিব, তাহাতে বাধা নাই, কিন্তু সংসারোচিত কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞ দেব পিতৃকার্য্যকে ত্যাগ না করিয়া সাচারভূত হইয়া বৈধাবৈধ বিচারও ঈশ্বর সেতু ভঙ্গ না করিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

ব্যাঘাৎ না করিয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত থাকিয়া উপাসনা করিলে সংসারি ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয়, যথা যাজ্ঞবল্ক্য। (ন্যায়াগতোধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎসত্যবাদীচ গৃহস্থোপিবিমুচ্যতে।) যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন, যে ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক, এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ে এক নিষ্ঠ হইবে, আর অতিথি সেবাপরায়ণ হইবেক ও নিত্যনৈমিত্তিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেক, ও সত্য বাক্য কহিবেক এবম্ভূত গৃহস্থেও পরিমুক্ত হয় সুতরাং এরূপ শাস্ত্রাজ্ঞা সত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত হয়, তাহাকে জ্ঞানী কি কহিব বরং মনুষ্য পদের বাচ্যও কহিতে পারি না, নিখিলাধিপতি জনকাদিরাও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারদিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড প্রবাহের অবরোধ হয় নাই, বরং প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, যাঁহার যজ্ঞভূমিকর্ষণে লাঙ্গলসিতে সীতার উৎপত্তি হয়, এবং শাস্ত্র নিন্দা দেবব্রাহ্মণ নিন্দা, অপ্রসিদ্ধাচার, ও সদাচার অর্থাৎ ব্রত নিয়মোপবাস তীর্থ স্নানাদির ব্যাঘাৎ করেন নাই, যেহেতু তাঁহারা বেদাজ্ঞাকে বলবতীজ্ঞানে সাচারভূত ছিলেন, যথা মনু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ সংহিতাদিষু (আচার হীনোনপুনন্তি বেদাযদ্যপ্যধীতাসহষড়্ভিরঙ্গৈঃ। ছন্দাংস্যেনং মৃত্যু কালে ত্যজন্তিনীড়ং সপক্ষাইবজাতপক্ষাঃ) আচার হীন ব্যক্তিকে

বেদপবিত্র করিতে পারেন না, যদিও ষড়ঙ্গ চতুঃবেদ অধ্যয়ন করে, মৃত্যুকালে ছন্দ সকল অর্থাৎ বেদ সকল তাহার সুহাস্বার্থ অবস্থিতি না করিয়া ত্যাগ করিয়া গমন করেন, যেমন পক্ষীসাবকের পাখা জন্মিলে বাসাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, অতএব এরূপ জ্ঞান সাধক সংসারির কুশল নাই, সুতরাং পিতৃপিতামহাদির প্রচলিত বর্ত্মে অবস্থিতি করিয়া ভগবদুপাসনা করিবেক, এবং ধর্ম্মের পথ অতি গম্ভীর, অতি সূক্ষ্ম সামান্য মানবের বুদ্ধিতে উপস্থিত হইতে পারে না, এইহেতুক আপ্তপুরুষ ঋষিদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উহ শূন্য হইয়া ধর্ম্ম যাজন করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্নঃ। আপনি আজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মে উহ না করিয়া শাস্ত্র লিপি প্রমাণে চলা, সে কেমন, যেমন কোন ব্যক্তির হিতাহিত বুদ্ধিসত্বেও অনুরোধ রক্ষার্থে (যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করা) ফলিতার্থ তাহাতে চিত্ত প্রসত্তি লাভ কিরূপে হইতে পারে, অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ তস্করীবৃত্তি করিয়াছিল তাহার পুত্রেরা কি তস্কর হইবে, এবং যে ব্যক্তি ভদ্রাভদ্র ধর্ম্মের লক্ষ অর্থাৎ বিচার করিতে পারে, সে ব্যক্তি অজ্ঞেরমত এক জনের কথায় বা লিপিতে নির্ভর কেন করিবে ইহার প্রতিবোধ দিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর। তোমার বাক্যে আমার পরিহাস উপস্থিত হইল, কেননা তুমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, বালক, যেহেতু পূর্ব্বপুরুষ এবং আপ্তপুরুষ ঋষিদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া স্বকপোল যুক্তি

দ্বারা স্ববুদ্ধ্যনুসারে বাগাড়ম্বরি করিতেছ, তাহাতে বক্তব্য এই, যে তোমার জ্ঞান বুদ্ধি মেধা বল, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য, কতদূর তাহার কিছু সীমা করিয়াছ, এখনও তোমার দ্বারা বিশ্বকার্য্যের কোটি অংশের মধ্যে একাংশেরও নিরূপণ করা সিদ্ধ হয় নাই, যে সর্ব্বদর্শী মন্বাদি সংহিতাকারদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা কর ইহাও কি শ্রাব্য হয়, যাঁহারা ঈশ্বর তত্ত্বের সম্যক্ পারদর্শন করিয়া ঈশ্বরের তুল্য ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন, তাহারদিগের কৃতগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া কেহ বা গণক, কেহ বা স্মার্ত্ত, কেহ বা শ্রৌত, কেহ বা বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক হইয়া নিয়ত লোকের উপকার করিয়া আসিতেছে, তোমরা এতপরাধীন যে, গণকেরা গণিয়া কহিলে শুভাশুভ দিন এবং গ্রহণাদিকে বিশ্বাস করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া কালযাপন কর, এবং সুস্থাসুস্থ শরীর পরীক্ষার্থে স্বয়ং ক্ষমতা রাখ না, বৈদ্য কি হকিম, অথবা ডাক্তরেরা যাহা কহিবে তাহাতেই নির্ভর করিয়া পথ্যাদি করিয়া থাক, যাহারা পদেং এই সকল সামান্য লোকের কথায়, (যে আজ্ঞা বলিয়া যায়) তাহারা যে পূর্ব্বতন ঋষিগণের লিপি বা, বাক্যে নির্ভর করিতে চাহে না, ইহার অপেক্ষা হাস্যাস্পদ, এবং ভগবদ্বিড়ম্বনা আর কি আছে, যাহারদিগের স্বশরীরাবস্থার সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা বুদ্ধিতে নাই, তাহারা যে অতিসূক্ষ্ম ধর্ম্মের বিচারে আপনাদিগকে যুক্তপুরুষ জ্ঞান করে, সেই তাহাদিগের মূর্খতার এক প্রধান কারণ, সুতরাং এরূপ ব্যক্তি সকলের নির-

স্তর নরকপাত দৃষ্টে কারুণ্যোপস্থিত হয়, অতএব এ সকল দুশ্চিন্তাকে চিত্ত হইতে অন্তরিত করিয়া ধর্ম্মবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়া পরিমুক্ত হও। অপর আগামীতে প্রকাশ করা যাইবেক।

অথ পরমহংসোপনিষৎ।

তংশান্তমচলমদ্বয়া নন্দবিজ্ঞানঘনএবাস্মি-তদেবমমপরমধাম তদেবশিখাচ তদেবো-পবীতং চেতি॥ ৩॥

সেই * শান্ত, † অচল, ‡ অদ্বয়, আনন্দস্বরূপ, ‖ বিজ্ঞানঘন, পরমাত্মা আমি, তদ্বিষ্ণুর পরমপদই আমার পরমধাম, সেই শিখা সেই যজ্ঞোপবীত, ইত্যাকার জ্ঞানই পরমহংসের পরমাবলম্বন হয়॥ ৩॥

---

* শান্ত শব্দে ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ সমস্ত রাগ শূন্য অবাঙ্মনসোগোচর।

† অচল শব্দে চল শূন্য অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বত্রেই পূর্ণরূপে স্থির আছেন, অথবা বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থ অস্থির, তিনিই স্থির থাকেন।

‡ অদ্বয় শব্দে যাহার দ্বিতীয় নাই একারণ শ্রুতি কহেন, যে [এক মেবাদ্বিতীয়ং] তিনিই এক দ্বিতীয় নাই, ইত্যর্থে তাঁহার তুল্য রহিত এমত অর্থ নহে, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুমাত্র নাই, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থই তিনি, যথা শ্রুতিঃ [সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি] সমস্ত জগতই ব্রহ্ম।

‖ বিজ্ঞানঘন শব্দে জ্ঞান অতি স্বচ্ছপদার্থ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম দৃশ্য নহে সেই জ্ঞান ঘনীভূতের নাম বিজ্ঞানঘন, সুতরাং তদর্থে জ্ঞানময় রূপ সিদ্ধ হয়, তাহাতে স্বগুণরূপের প্রমাণ করিয়াছেন, নচেৎ কৃষ্ণাদিকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শাস্ত্রে কহিতেন না।

পরমাত্মাত্মনোরেক জ্ঞানেন তয়োর্ভেদএব বিভগ্নঃ সাসন্ধ্যাসর্ব্বানকামান্ পরিত্যজ্যা-দ্বৈতে পরমস্থিতিঃ ॥ ৪ ॥

পরমাত্মাতে আপনাতে এক জ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞানের অবসান হয়, তাহাকেই সন্ধ্যা বলে, সেই সন্ধ্যা উপাসনা যে করে, তাহার বাহ্য সন্ধ্যা নাই, অতএব সর্ব্বাভিলাষের বিরামে পরমহংস সেই এক অদ্বৈতে পরম স্থিতি করিবেন।

জ্ঞানদণ্ডোধৃতোযেন একদণ্ডীসউচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডোধৃতোযেন সর্ব্বাশীজ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥৫॥

জ্ঞান রূপদণ্ড যে ব্যক্তি ধারণ করে, সেই এক দণ্ডী, অর্থাৎ তাহাকেই দণ্ডী বলাযায়, আর জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিলে দণ্ডী বলে না, শুদ্ধ দণ্ডগ্রহণ ছল-মাত্র, সেই সর্ব্বাশী অর্থাৎ সর্ব্বান্নভুক্ তাহার নিষ্কৃতি নাই ॥ ৫ ॥

সযাতি নরকান্ ঘোরাণ্ মহারৌবসংজ্ঞি-তান্। তিতিক্ষাজ্ঞানবৈরাগ্যশমাদিগুণব-র্জ্জিতঃ। ভিক্ষামাত্রেণ যোজীবেৎ সপাপী-যতিবৃত্তিহা ॥ ৬ ॥

* তিতিক্ষা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শম, দম, আসন, প্রত্যাহার,

---

* তিতিক্ষাদি গুণব্যাখ্যা, যথা [তিতিক্ষা] সহিষ্ণুতা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম বাত বৃষ্ট্যাদিতে অনুদ্বিগ্ন, [জ্ঞান] পদে বেদানুষ্ঠান তৎপ্রতি

ধ্যান, ধারণা সমাধি গুণে বর্জ্জিত, কেবল দণ্ডীরূপে ভিক্ষা-মাত্রই যাহার জীবিকা সেই পাপী যতিবৃত্তিহা, অর্থাৎ সাধু-স্বভাবের ব্যাঘাৎ কর্ত্তা, সেই ব্যক্তি রৌরবনামক ঘোরতর নরকে গমন করে ॥ ৬ ॥

ইদমন্তরং জ্ঞাত্বাসপরমহংসঃ আশাম্বরো নমস্কারোনস্বধাকারোননিন্দা নস্তুতি যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুর্নাবাহনং নবিসর্জ্জনং নমন্ত্রং নধ্যানং নোপাসিতঞ্চ নলক্ষ্যং নালক্ষ্যং নপৃথও্নাপৃথক্ অহংনত্বং নসর্ব্বং চানিকেতস্থিতিরেবযোভিক্ষুঃ ॥ ৭ ॥

এইরূপ জ্ঞান পরমহংসের হয়, এতৎধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান জ্ঞাত হইয়া আশাম্বর অর্থাৎ দিগম্বর হইবেক, নমস্কার কি, স্বধাকার কোন বাক্যেরই প্রয়োগ করিবেক না, নিন্দা স্তুতি বর্জ্জিত অথবা নিন্দায় বিষাদ স্তুতিতে হর্ষ হইবেক না, অর্থাৎ কাহারও স্তুতিনিন্দা করিবেক না, পরমহংস অর্থাৎ ভিক্ষু

পাদ্য পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি, বৈরাগ্য পদে বিরক্তি অর্থাৎ সম্যক্ বিষয়ে রাগ শূন্য। [শম] অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন [দম] বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, [আসন] পদ্মস্বস্তিকাদি মুদ্রা [প্রত্যাহার] ইন্দ্রিয়সঙ্গে তদ্বৃত্তি রহিত, অথবা সাত্বিকাদি আহার। [ধ্যান] পরমাত্ম চিন্তা, অথবা সগুণপক্ষে ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরাঙ্গচিন্তন। (ধারণা) নিয়ত ঈশ্বরানুস্মরণে তৎস্ফূর্ত্তি। (সমাধি) চিত্তের একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্য ভাবনা শূন্য, শুদ্ধ ঈশ্বর ভবনা।

তিনি (যাদৃচ্ছিক) হইবেন অর্থাৎ আপনেচ্ছাকে বশবর্ত্তী করিয়া বিচরণ করিবেন কাহার নিয়োগাধীন হইবেন না, আবাহন বিসর্জ্জন রহিত, অর্থাৎ কাহার আহ্বানে আসিবেন না, গমন কালে বিদায়েরও অপেক্ষা করিবেন না, মন্ত্র ধ্যান, * উপাসনা বর্জ্জিত হইবেন এই বিশ্বসংসারের বস্তু মধ্যে দৃশ্য বা অদৃশ্য নাই, অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক দেখিবেন না, এবং গোচরীভূত হইলেও না দেখিবেন এমত নহে। পর, কি, আপনার এমত জ্ঞান শূন্য হইবেন, আমি, কি, তুমি, এতদ্বাক্যের বিরাম করিবেন, আমিই সকল কি আমাতেই সকল ইহাকেই উপচয়ন করিবেন, অনিকেত স্থিতি অর্থাৎ বাসের নিয়ম রাখিবেন না, ইহার নাম ভিক্ষু অর্থাৎ পরমহংস, ফলিতার্থ ইহারদিগেরই ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার ॥ ৭ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গুল্‌ফদ্বৌ মণিবন্ধৌদ্বৌ দ্বেদ্বেকূর্চ্চশিরাংসিচ। রুজাকরাণি জানীয়া দষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্ ॥ ২২॥ সুশ্রুতং।

---

* উপাসনা বর্জ্জিত পদে, ভগবদুপাসনা পর নহে, অর্থাৎ কোন লোকের উপাসনা করিবেন না। যেহেতু পরমহংসের স্বারাজ্যে অবস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মবৎ স্বাধীন।

গুল্ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, কূর্চ্চশিরদ্বয়, এই [৮] অষ্ট প্রকার মর্ম্ম পীড়াকর হয়, ইহা বুদ্ধিমানেরা জানিবেন ॥ ২২ ॥

ক্ষিপ্রাণি বিদ্ধমাত্রাণি ঘ্নন্তিকালান্তরেণচ ॥২৩॥

ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম সকল বিদ্ধমাত্রেই প্রাণহারক হয়েন, কদাচিৎ কালান্তরেও প্রাণ নাশ করেন ॥ ২৩ ॥

অর্থাৎ এই পঞ্চ প্রকার মর্ম্ম কি নিমিত্ত সদ্য, কালান্তরেও বিশল্যে প্রাণহরণ করেন, এবং বৈকল্য, ও পীড়াকর হয়েন তাহার কারণ লিখিতেছি।

অথ সদ্যপ্রাণ হরণকারণ।

তত্রসদ্যঃ প্রাণহরাণ্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশু ক্ষীণেষুক্ষপয়ন্তি। সুশ্রুতং।

মর্ম্ম মধ্যে সদ্যঃ প্রাণহরমর্ম্ম আগ্নেয় অর্থাৎ * অগ্নিভূত সম্ভব আঘাৎমাত্রেই অগ্নিগুণক্ষয় হইয়া শীঘ্র প্রাণ বিনাশ হয়।

---

* অগ্নিভূত সম্ভব পদে অগ্নির অংশে উৎপন্ন, সেই মর্ম্ম শরীরস্থ সমস্ত অগ্নিকে দীপন করেন অর্থাৎ শরীরের যে উষ্ণতা, সে তাহারি কর্ম্ম, সুতরাং তন্মর্ম্মে আঘাত হইলে অগ্নির গুণ নাশ হইয়া জঠরানল এবং উষ্ণতাকারক অগ্নিক্ষয় পায়, তৎক্ষয়েই সদ্য বিনাশ হয়।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮১ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ আষাঢ মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ আপনি আজ্ঞা করিলেন যে যাগযজ্ঞ ধর্ম্মকর্ম্মাদির করণীয়ত্ব আছে, ইহা স্বীকার করি. কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তাহা এক জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করেন, ইহা ভগবান্ মনু স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

জ্ঞানেনৈব। পরেবিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥ মনুঃ।

কোনং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করেন, ইহাতে আমারদের জ্ঞান সাধনাতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে. আমারদিগকে কর্ম্মত্যাগী বলা সম্ভব নহে, তবে মূর্খেরমত আমরা বাহিরে আড়ম্বরি করি না, সুতরাং জ্ঞান সম্পন্নে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

পরমহংসোক্তিঃ। হে বৎস, তুমি যে মনুপ্রমাণ দিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া এক জ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম্মকে তুচ্ছ করিতেছ সে তোমার স্বভাববৈগুণ্য, বা, অজ্ঞতা হইবে, কেননা, তোমার স্বরূপতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহা হইলে এরূপ বিতণ্ডায় প্রস্তুত হইতে না। যথা

যাবৎকামাদিদীপ্যেতযাবৎসংসারবাসনা। যাবদিন্দ্রিয় চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ॥ যাবৎপ্রযত্নবেগোস্তি যাবৎসংকল্পকল্পনং। যাবন্নমনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ। যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদেবহি। যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্ব কথাকুতঃ।

বিজ্ঞানবিবেকং।

যাবৎ শরীরে কামাদির দীপ্তি পাইতেছে, যাবৎ সংসার বাসনা আছে, যাবৎইন্দ্রিয় চাপল্য, যাবৎ সর্ব্বকর্ম্মে প্রযত্ন রূপ বেগ আছে, যাবৎ শুভাশুভ কামনা থাকে, যাবৎ স্থির চিত্ত না হয়, যাবৎ দেহাভিমান অর্থাৎ আমি সুন্দর বলবান্ ধনী মানী সুবেশ যানবাহনধন ধান্যে পরিপূর্ণ গৃহ, আমার অট্টালিকাময়ীপুরী ইত্যাকার জ্ঞান আছে, যাবৎ মমতা দূর না হয়, যাবৎ গুরুকারুণ্য প্রাপ্ত না হয় তাবত্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি, অতএব তোমার কি এতৎতত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ উদয় হইয়াছে, যে তুমি এক জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাক, বিশেষতঃ এরূপ জ্ঞান জন্মিলেও যাবৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিবেক, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ডাদি করিতে হইবেক, নচেৎ স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কেবল আত্মার শ্রবণ মননে গৃহস্থের কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না কারণ (জ্ঞানেনৈবা পরেবিপ্রা ইত্যাদি) শ্লোকের যে প্রমাণ দিয়াছ তাহাতে (জ্ঞানেন) শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে (সহতৃতীয়া) গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে গৃহস্থের পরিমুক্তি হয়, অতএব সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভ কঠিন সাধ্যবিধায় পরিব্রাজক হইলে অনায়াসে মুক্তি হয়, যেহেতু তদ্ধর্ম্মেকর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া শুদ্ধজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী তাহাকে কহি, যে ব্যক্তি সকাম কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করেন।

কলিতার্থ শাস্ত্রকৃৎ পুরুষ মন্বাদিরা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছেন, যে তাবৎ ক্রিয়াই জ্ঞানমুলা, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্না, তিনি যজ্ঞময়, সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে উক্ত আছে, যথা শ্রুতিঃ। (তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি) তপস্যাদি সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে কহেন, অতএব স্বরূপার্থ এই যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগে তদর্পিত মানসে জ্ঞানিরা তাবৎকর্ম্মকে সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। যদি গৃহস্থের পক্ষে যথোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনীয় হয়, তবে ভগবান্ মনু এরূপ অনুশাসন কেন করিয়াছেন।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে সমেচস্যাৎ বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্॥ মনুঃ।

যথোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন, ইহাতে এই বোধ হয়, যে কর্ম্ম না করিয়া শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও বেদাভ্যাসাদিতেই সম্যক্ সিদ্ধি হইতে পারে।

পরমহংসের উত্তর। পূর্ব্বোক্ত এবং এই মনু বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বেদাভ্যাস ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান, এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রশংসা ব্যতীত কর্ম্মত্যাগের পরিগ্রহ হইতে পারে

না, যেহেতু বেদে কি পুরাণে কি উপনিষদে অথবা স্মৃতিতে এমত অনুশাসন করেন নাই যে জ্ঞাননুষ্ঠায়ী হইলে কর্ম্ম করিবেক না। বরং কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান জন্মেনা ইহাই অনুশাসন করিয়াছেন। তবে পরিব্রাজকের পক্ষে বেদাভ্যাসাদির বিশেষ বিধি আছে যে তাঁহারা বাহ্যোপকরণ হীনতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বেদাভ্যাস, আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অধ্যাত্ম চিন্তায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন ইহা গ্রহস্তের ধর্ম্ম নহে, তবে বচনে যে যথোক্ত কর্ম্মের পরিত্যাগ) করিতে কহেন, সে গৃহস্থোচিতকর্ম্ম পর না হইয়া পূর্ব্বোক্ত সকামকর্ম্ম পর হয়, ইত্যর্থে গীতার ১৮ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, আত্মজ্ঞানাভিলাষে শমদমাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া "বেদাভ্যসে অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যত্ন গৃহস্থেরা সর্ব্বদাই করিবেন। ইহা অর্জ্জুনকে ভগবান্ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন, যে জ্ঞানিদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা (মাকর্ম্মফল হেতুভূর্মাতে সংঙ্গস্তুকর্ম্মণীত্যাদি) মোক্ষার্থিরফল হেতু কর্ম্ম অকর্ত্তব্য কিন্তু কুকর্ম্মেরও সঙ্গ করিবেক না, যেহেতু (শরীর যাত্রাপিচতেনপ্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণইতি) অর্থাৎ বিনা কর্ম্মে তোমার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না, যে রূপে হউক কর্ম্ম করিতে হইবেক, সুতরাং ভোগার্থ শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়।

অনাশ্রিতং কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মকরোতি-
যঃ। সসন্ন্যাসীচ যোগীচ ননিরগ্নির্নচা-
ক্রিয়ঃ॥ গীতা।

কর্ম্মফলাভিসন্ধি ত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি সতত কর্ম্ম করে, নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও নিষ্ক্রিয় (শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াতে) বৈমুখ না হয় সেই সন্ন্যাসী সেই যোগী অতএব মুক্তীচ্ছু ব্যক্তির সততকর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহাতে বলপূর্ব্বক সংসারি ব্যক্তি কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে কি কর্ম্মকে হে যত্নে পরিগ্রহ করিলে ঈশ্বর সেতু ভঙ্গ হয়, তদপরাধে নরক ভোগ করে যেহেতু কর্ম্মত্যাগে দোষদর্শন আছে। যথা

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহযঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামোমোঘং পার্থসজীবতি॥
গীতা।

অর্জ্জুনকে ভগবান্ কহিয়াছেন, যে এরূপ প্রবর্ত্তিতচক্র অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাদির বিধিতে যে অনুবর্ত্তিত না হয়, এবং পাপাশয় ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার জীবন ধারণ নিরর্থ, অর্থাৎ পশুবৎ কালযাপনমাত্র, অতএব তোমরা সংসারি বিষয় কর্ম্ম রক্ষণে বিলক্ষণ তৎপর কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয়েই জ্ঞানাভিমানে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাক, বস্তুতঃ নিশ্চয় জানিহ যে ধর্ম্ম বৈমুখ হইলে ধর্ম্মের হানি নাই কেবল তোমরাই মুক্তি বিষয়ে বৈমুখ হইতেছ,

ধর্ম্মে মতি কর ধর্ম্মের পর বন্ধু নাই ধর্ম্মেতেই মোক্ষলাভ হয়, যেহেতু শ্রুতিতে কহেন যে (সত্যংবদধর্ম্মঞ্চর) সত্যবাক্য কও ধর্ম্ম আচরণ করহ। জ্ঞান প্রশংসা বাদে কর্ম্ম পরিত্যাগ যে ব্যক্তি করে, সে ব্যক্তি কদাপি জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানোৎপাদক কর্ম্মের অকরণীয়ত্ব হইলে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা, কি, বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায় ভগবান যোগ কথনের মধ্যেও অর্জ্জুনকে দৃঢ়রূপে শাসন করিয়াছেন, কেননা জ্ঞান প্রশংসা শ্রবণে পাছে অর্জ্জুনের চিত্তে মোহ কলিলে আবৃত হইয়া স্বধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোদিত কর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। (যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসিকৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণং) হে অর্জ্জুন তুমি যে কোন কর্ম্ম কর তাহা আমাতে অর্পণ করিলে, তৎকর্ম্ম তোমার দেহ বন্ধের নিমিত্ত হইবেক না। অতএব শ্রুতি কহেন, (স্বধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে) স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণা করেন।

এবং রামগীতাতেও শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিয়াছেন। যথা

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌতস্মাৎ সদাকার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা। নতুস্বতন্ত্রাধ্রুবকার্য্যকারিণী বিদ্যান কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে। রামগীতা।

কর্ম্মের অকরণে বেদেপ্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে, অতএব মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি ঈশ্বরেফলার্পণ করতঃ শ্রুতিস্মৃতি উক্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মবিদ্যা সাধনীযা কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও কর্ম্ম করিবেক ইহা শ্রুতিতে কহিয়াছেন, তথাহি অস্যটীকায়াং (ব্রহ্মবিদাপি কিং কর্ম্মনাপেক্ষ্যতে অপিতু অপেক্ষ্যতইতি) ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হয় তাঁহার কি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না? অবশ্যই থাকে। তথাহি

যাবৎ শরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধে-
য়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং। নেতীতি বাক্যৈ
রখিলং নিষিদ্ধ তজ্জ্ঞাত্বা পরাত্মান মথত্য
জেৎক্রিয়াং॥ রামগীতা।

অবিদ্যারূপা মায়া দ্বারা অনাত্মভূত শরীরাদিতে জীবের যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংকর্ত্তা ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে, সে পর্য্যন্ত বিধিবোধিত কর্ম্মের অধিকার আছে, পরে অহংবুদ্ধি নাশ হইলে জগৎকে মিথ্যারূপে নিশ্চয় জানিয়া সেই পরমাত্মাকে পরম কারণ জ্ঞানে * শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিষয় যে শব্দ স্পর্শাদি তাহাতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাই পরম প্রাপ্যধন জ্ঞানে

---

* শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ইহা বাক্যের ভঙ্গীমাত্র, অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না, ইন্দ্রিয় বৃত্তিরহিত হইলে কর্ম্ম আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়।

তাহাতে নিমগ্ন হইবে ইত্যর্থে কোন কালেই কর্ম্ম ত্যজ্য হয় না যাবৎ শরীর ধারণ করিতে হইবে তাবৎকর্ম্মাধিকার যেহেতু কর্ম্মাত্মক শরীর, কর্ম্মের অকরণে ভাক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়, ইহা সাংখ্যসূত্রে কহিয়াছেন। যথা

তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ।

জ্ঞানী, কি, কর্ম্মী উভয়ের পক্ষেই নিত্যনৈমিত্তক কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে বিশেষ এই যে কোন মতে কলাভিসন্ধানে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু মোক্ষাকাঙ্ক্ষি কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেতে চিত্তস্থৈর্য্য পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন, কারণ যাবৎ আত্মাভিমান দূর না হয় তাবৎ জ্ঞানে অধিকার হয় না, সুতরাং যদধিকারে স্থিতি করিবে তদধিকারের মত না চলিয়া অধিকারি বলিয়া জানাইলেই ভাক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়, অতএব যাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করে না, অথচ জ্ঞানী বলায়, কিন্তু জ্ঞানানুষ্ঠানও করে না তাহারদিগকে ভাক্তজ্ঞানী বলে।

অথ পরমহংসোপনিষৎ।

সৌবর্ণাদীনাং নৈবপরিগ্রহেৎ নলোকং নালোকঞ্চ অবাধকঃকইতিচেৎ বাধকোস্ত্যেব যস্মাদিতি। ৮।

পরমহংস * সুবর্ণাদি এবং সুবর্ণ নির্ম্মিতাদি কোন বস্তু পরিগ্রহ করিবেন না, অপিচ † লোক, অলোক এতৎ বিচার করিবেন না, কোন বিষয়ে ‡ আবদ্ধ থাকিবেন না, অথচ সমস্ত বাধ করিবেন, যেহেতু তাঁহার স্বাধীনতা হয় ॥৮॥

ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেনদৃষ্টঞ্চসব্রহ্মহাভবেদিতি ॥ ৯ ॥

যে পরমহংস, হিরণ্যকে রস দ্বারা অর্থাৎ লোভ দ্বারা দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মহা হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাকে লাভ করেন, যেহেতু পরমহংসের ধনলোভ অত্যন্ত দোষাবহ হয়।

যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেনস্পৃষ্টঞ্চ সপৌল্কশোভবেদিতি ॥ ১০ ॥

যেহেতু, পরমহংস লোভ দ্বারা হিরণ্যকে স্পর্শ করেন,

---

* সুবর্ণাদি নির্ম্মিত বস্তু পদে, অলঙ্করণাদি, আদি পদে পিত্তল তাম্রকাংস্যাদি নির্ম্মিত ভাজন ইত্যাদি পরিগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ করিবেন না।

† লোক ও অলোক পদে, জাতি বিচারাদি অথবা লৌকিক কোন বিষয়ের বিচাব থাকিবেক না।

‡ অবাধক এবং বাধক পদে, তাঁহাব কোন কর্ম্ম করণে বাধা নাই অথচ বাধা আছে, ইত্যর্থে যথেষ্টাচারী বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, ফলিতার্থ বৈধাবৈধ বিচার হীন যেহেতু আপনি চেষ্টা পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবেন না, বিধিবশাৎ উপস্থিতের বাধা নাই, অনুপস্থিতের চেষ্টা করণে বাধা আছে।

অর্থাৎ হস্তে স্পর্শ না করিয়া লোভ দ্বারা গ্রহণাভিলাষ করেন, তিনি * পৌল্কশযোনি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ সআত্মহাভবেদিতি ॥ ১১ ॥

যেহেতু পরমহংস লোভাকৃষ্ট চিত্তে হিরণ্যকে গ্রহণ করেন, তিনি আত্মহা অর্থাৎ আত্মাঘাতী হয়েন ॥ ১১ ॥

তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং নদৃষ্টং নস্পৃষ্টং নগ্রাহ্যঞ্চেতি ॥ ১২ ॥

এইহেতু পরমহংস কোনমতে হিরণ্য দর্শন, বা স্পর্শ, কিম্বা গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু তদ্গ্রহণাদিতে আত্মপাতের শঙ্কা আছে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বেকামা মনোগতাদ্ব্যাবর্ত্তেত দুঃখেনোদ্বিগ্নঃ সুখেনস্পৃহঃ ত্যাগোরাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়ো রনভিস্নেহঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ পরমহংস অভিবর্ত্তিত হইবেন, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে স্পৃহা শূন্য,

* পুল্কশযোনি ইত্যর্থে পৌল্কশ, পুল্কশ শব্দে পিশাচাপত্য ম্লেচ্ছ বিশেষঃ যাহাকে (বাহিক) বলে অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছাচারী বৈধাবৈধ বিচার শূন্য বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত, তাহারদিগকে পৌল্কশ বলে।

ইতরালাপ ত্যাগ অথবা সর্ব্বানুরাগ ত্যাগী হইবেন, এবং সর্ব্বত্রে শুভাশুভ বিষয়ে অনভিস্নেহ অর্থাৎ স্নেহ শূন্য হইবেন॥ ১৩॥

নদ্বেষ্টিনমোদন্তে সর্ব্বেষা মিন্দ্রিয়াণাং গতি-রুদ্ধারমতে আত্মন্যেবাবস্থীয়তে যৎপূর্ণা-নন্দৈক বোধতদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো-ভবতি কৃতকৃত্যোভবতি॥১৩॥ ২ অধ্যায়ঃ।

পরমহংস কোন ব্যক্তির দ্বেষ করিবেন না, লৌকিক কোন বিষযে হর্ষযুক্ত হইবেন না, সকল ইন্দ্রিয়ের বেগকে অবরোধ করিয়া পরমানন্দ রসে রমণ করিবেন, অর্থাৎ মগ্ন হইবেন। আত্মাতেই আত্মার অবস্থিতি করিবেন, পূর্ণানন্দ নিত্যবোধ স্বরূপ যে পরব্রহ্ম সেই পরব্রহ্ম আমি এতৎচিন্তায় কৃতকৃত্য হইবেন, অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন॥ ১৩॥

এই সকল উপনিষদ দৃষ্টে বোধ হয় যে পরমহংস ধর্ম্মা-নুষ্ঠান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই, তাহাতে গৃহী ব্যক্তি গৃহে থাকিয়া গৃহোচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানে বক্তৃতায় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় না, বরং কর্ম্ম ত্যাগ জন্য পুক্কশ যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহা শ্রুতিউক্ত করিযাছেন, অতএব সাব-ধানী গৃহস্থকর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া ভগবদুপাসনা করিবেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্তশাস্ত্রতঃ এবং লোকতঃ প্রসিদ্ধ হয়॥১৩॥

সমাপ্তশ্চেয়ং সংহিতেতি।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

কালান্তরপ্রাণহরাণি সৌম্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশুক্ষীণেষু ক্রমেণচ সৌম্যগুণেষু কালান্তরেণ ক্ষপয়ন্তি। সুশ্রুতং।

কালান্তর প্রাণহরমর্ম্ম সৌম্যাগ্নেয় অর্থাৎ * জলাগ্নিভূত সম্ভব, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে অগ্নিগুণক্ষীণ হইয়া যায় কিন্তু জলীয়গুণে কিঞ্চিৎকাল প্রাণরক্ষা পায়, ক্রমে ঐ জলের অংশ ক্রমে২ ক্ষয় হইতে থাকে, যখন জলীয়গুণ নিঃশেষ হয় তখনিই বিনষ্ট হয়।

বিশল্যপ্রাণহরাণি বায়ব্যানিশল্যমুখ নিরুদ্ধোযাবদন্তর্বায়ুস্তিষ্ঠতি তাবজ্জীবত্যুদ্ধৃতমাত্রেতু শল্যেমর্ম্মস্থানাশ্রিতোবায়ুর্নিষ্ক্রামতি। সুশ্রুতং।

---

* অগ্নিজলাত্মক মর্ম্ম, পদে অগ্নি এবং জলের অংশে উৎপন্ন, আদৌ তাহাতে আঘাত হইলে অগ্নির ক্ষীণতায় জলের গুণে কিছুকাল বাঁচে। ক্রমে জলের গুণ ক্ষয় পায়, তাহাতে এমত পরিমাণ নাই, যে পাঁচ দিন কি সাত দিন অর্থাৎ যত দিনে নিঃশেষ হয় ততদিনেই নাশ পায়, তাহাতে তিন দিবস অবধি বৎসর পর্য্যন্ত সীমা।

ইহার তাৎপর্য্য সেই আঘাতের মুখদিয়া পূয নির্গত না হইয়া ক্রমে জলই নির্গত হয়, একারণ শরীরস্থ সমস্ত ধাতুই জলরূপে বাহির হইয়া যায়।

বিশল্য প্রাণহরমর্ম্ম বায়ব্য অর্থাৎ বায়ুভূত সম্ভব, যাবৎ কাল শল্য অর্থাৎ অস্ত্র কি কণ্টকাদি ভেদমুখে বায়ুরোধ থাকে তাবৎকাল জীবিত থাকে শল্য উদ্ধার করিবামাত্রেই মর্ম্মস্থিত বায়ুর নিষ্ক্রমণ হয়।

তস্মাৎসশল্যোজীবত্যুদ্ধৃতশল্যোম্রিয়তে।

সুশ্রুতং।

সেই নিমিত্ত শল্যবিশিষ্ট ব্যক্তি জীবিত থাকে উদ্ধৃত মাত্রেই মৃত হয়।

বৈকল্যকরাণি সৌম্যানি সোমোহি স্থির-ত্বাচ্ছৈত্যাচ্চ প্রাণাবলম্বনং করোতি।

সুশ্রুতং।

বৈকল্যকরমর্ম্ম সৌম্য অর্থাৎ জলভূত সম্ভব, জলের স্থিরত্ব এবং শৈত্যহেতুক প্রাণাবলম্বন করেন, শুদ্ধ ব্যাকুলতা করে এইমাত্র।

রুজাকরাণ্যগ্নি বায়ু গুণভূয়িষ্ঠানি বিশেষত-শ্চতৌ রুজাকরৌ পাঞ্চভৌতিকীং রুজা-নাহুরেকে কেচিদাহু মাংসাদীনাং পঞ্চানা-মপি সমস্তানাং সমুদ্ধানাঞ্চ সমবায়াৎ সদ্যঃপ্রাণহরাণি॥ ৫২॥ সুশ্রুতং।

* রুজাকর মর্ম্ম অগ্নি বায়ুগুণ বাহুল্য বিশেষ অগ্নি এবং বায়ু উভয়ে পীড়াকর পঞ্চভূতাত্মিকা পীড়া পণ্ডিত সকলে কহেন † কেহ কহেন মাংসাদি সমস্ত পঞ্চ প্রবৃদ্ধ সম্বন্ধ হেতুকঃ সদ্যপ্রাণ হর হয়েন ॥ ৫২ ॥

এক হীনানামপ্লানাং বা কালান্তর প্রাণ হরাণি দ্বিহীনানাং বিশল্যপ্রাণহরাণি ত্রি-হীনানাং বৈকল্যকরাণি একস্মিন্নেব রুজা-করাণীতি ॥ ৫৩ ॥

এক হীন অর্থাৎ ‡ এক ভূতগুণ হীন মর্ম্মের কালান্তর প্রাণাহারিত্ব, এবং অল্প ভূতগুণ সম্ভব প্রযুক্ত ঐ মর্ম্মকালান্তর

---

* রুজাকর মর্ম্ম পদে, পীড়া কারক মর্ম্ম, অগ্নিবায়ুর অংশে উৎপন্ন বিধায় পীড়াকর হয় তাহাতে কোন পণ্ডিত কহেন, যে সেই পীড়া পঞ্চভূতাত্মিকা, তাহাতে শারীরীকী পীড়ামাত্র জন্মায়।

† কেহ২ কহেন, যে এই পঞ্চ শব্দে ভূত পর না হইয়া মাংসাদি পঞ্চকে কহিয়াছেন, অর্থাৎ মাংস অস্থি, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, এতৎ পঞ্চ বিষয়ক পীড়াদায়ক, কিন্তু রুজাকর মর্ম্ম ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে বেদনা-মাত্র জন্মায় কহিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে কোন২ পণ্ডিত কহেন যে অগ্নি বায়ুগুণ ক্ষয় হইলেও এই মর্ম্মাঘাতে সদ্যপ্রাণ বিনাশও হয়। ইহা কদাচিৎ সর্ব্বদা নহে।

‡ ভূতগুণহীন পদে, মর্ম্মাঘাতে ভূতগুণের যত অংশে ক্ষয়পায় ততঅংশে শরীরের ব্যাঘাত করে. ভূত শব্দে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ ইহার গুণ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, অপর, আরও গুণ

প্রাণহর হয়, ভূতদ্বয় গুণ হীনতা প্রযুক্ত বিশল্য প্রাণহর হয়, ভূতত্রয় গুণহীন হইলে বৈকল্যকর প্রাণহর হয়, একং ভূত-গুণহীনে শুদ্ধ পীড়াকর হয় ॥ ৫৩ ॥

আছে, পৃথিবীর গুণ গন্ধ এবং কঠিনত্ব জলের গুণ শৈত্য এবং আদ্র্-কারক, অগ্নির গুণরূপ এবং উষ্ণাদিকারক, বায়ুর গুণস্পর্শ এবং বেগাদি আকাশের গুণ শব্দ এবং শুষির অর্থাৎ ছিদ্র যাহাতে বায়ু সঞ্চরণ হয়।

অপিচ। প্রত্যেক ভূতের পাঁচ২ গুণ আছে, তাহার এক গুণের হানিতে কালান্তরে মরে, অর্থাৎ এক ভূতের সমস্ত গুণক্ষয়ে, ক্রমে নাশ পায়, কিম্বা সমস্ত ভূতের এক গুণনাশে কালান্তর নাশক হয়, দুই ভূতের সমস্ত গুণক্ষয়ে, বিশল্য প্রাণহর হয়, অর্থাৎ অস্ত্র কণ্ঠকাদি উদ্ধারেই মরে, ভূতত্রয়ের তিন২ গুণ নাশে বৈকল্যকর প্রাণহর অর্থাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া নাশ পায়, সে মূর্চ্ছার শান্তি হয় না, আর কোন ভূতের কোন এক গুণ নাশে শুদ্ধ পীড়াদায়ক হয়, সুতরাং চিকিৎসকের উচিত মর্ম্ম বিচারে যাবৎ পারদর্শী না হইবেন তাবৎ অস্ত্র চিকিৎসা করিবেন না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভক্তজ্ঞানী পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাল, আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন সে ধর্ম্মের লক্ষণ কি, এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কি না।

উত্তর। ধর্ম্মেরস্বরূপ লক্ষণ যদ্যপি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করহ। সত্য, অক্রোধ, অস্তেয়, অহিংসা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অমাৎসর্য্য শৌচ

ইত্যাদি ধর্ম্মেরস্বরূপ লক্ষণ হয়, এতৎ সকল অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি করিতে পারে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়, নচেৎ এক২ অনুষ্ঠানেও জ্ঞানভূমিতে আরোহণের ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং ধর্ম্মও ব্রহ্ম বস্তুদ্বে এক শব্দ ভেদমাত্র, ইহাতে গৌণ মুখ্যত্ব নাই, যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন, হৈরণ্যগর্ব্ব অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, ফলিতার্থ এক, তাহার কারণ দেখাইতেছি।

যদ্রূপ বেদান্তে ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যায় আত্মা, জীব, মন, অহঙ্কার এই চারি অবস্থা মানেন, তদ্রূপ ধর্ম্মেরও চতুর্ববস্থা সত্য, শৌচ, দয়া, দান, এতৎ চতুষ্টয় ধর্ম্মপাদ, যাঁহাকে আত্মা বলি, তিনিই (সত্য) যথা শ্রুতি (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি) সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, সুতরাং সত্য শব্দে আত্মা যাঁহাকে (জীব) বলেন তিনি শৌচ অর্থাৎ পবিত্র যেহেতু জীবের তুল্য পবিত্র নাই কারণ জীবাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত পবিত্র দেহ তদভাবে শব অস্পৃশ্য হয়, তদ্রূপ যে শরীরে সদাচারের অধিষ্ঠান সেই শরীর পবিত্র হয়।

বেদান্তে যাহাকে (মন) কহেন, তাঁহাকেই (দয়া) রূপ কহিয়া অর্থাৎ মনঃ দ্বারা মনুষ্য লোকে সকলের প্রিয় তদ্রূপ দয়াবান ব্যক্তি ত্রিলোকে অপ্রিয় হয় না।

অহঙ্কার শব্দে আত্মাভিমান অর্থাৎ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানায়, তদ্রূপ দানশীল ব্যক্তি সর্ব্বত্রে যশোবিস্তার করতঃ লোকে শ্রেষ্ঠ শব্দের বাচ্য হয়, কিন্তু এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের

মুখ্য স্বীকার এবিধায় করাযায়, যে আত্মাভিমানীর শক্র উত্থান হয়, দানশীলের শক্র নাই।

যদ্রূপ ব্রহ্মের অবস্থা, তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রত, তদ্রূপ ধর্ম্মের অবস্থা, সত্যাখ্য, তুরীয, শৌচাখ্যা, সুষুপ্তি, দয়াখ্য, স্বপ্ন, দানাখ্য জাগ্রৎ যদ্রূপ এক ব্রহ্মশক্তি হইতে তিন গুণ অর্থাৎ সত্ব রজ তম উৎপত্তি তদ্রূপ ধর্ম্মের শক্তি মতিতে অকর্ম্ম কর্ম বিকর্ম্মত্রয় উৎপন্ন যথা সত্যাখ্য (অকর্ম্ম) অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম, রজ আখ্য (কর্ম্ম) অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম, তম আখ্য (বিকর্ম্ম) অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম সুতরাং গুণকর্ম্ম ভেদে ব্রহ্মধর্ম্মের অভেদ বেদে কহিয়াছেন, বিশেষ এই যে ব্রহ্মেরস্বরূপতা জানিবার সাধ্য নাই, ধর্ম্মেরস্বরূপতা প্রত্যক্ষ দেখাযায, সুতরাং ধর্ম্মোপাসনা করিলেই মোক্ষ লাভ তাহাতে সন্দেহ কি, অজ্ঞেরা পরম পবিত্র সুহৃৎধর্ম্মের দ্বেষ করিয়া ব্রহ্মপদ লাভেচ্ছু হয়, ফলিতার্থ ধর্ম্মের বিদ্বেষে ব্রহ্মবিদ্বেষই করা হয, ইহা মোহ জালে আবৃত হইয়া জানিতে পারে না। তাহার লৌকিক্ দৃষ্টান্ত এই যে রাজ পুরুষ এক জন সময়েং কর্ম্মদ্বয় সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ দৈহিক বিচারক ও দায বিচারক হয়েন, ফলে তিনি এক, যদি কেহ দায় বিচারকের প্রশংসা করিয়া দৈহিক বিচারকের দ্বেষ করে তবে তাহার সম্বন্ধে সেই দ্বেষে কি দায় বিচারকের দ্বেষ করা হয না, তাহাতে কি রাজ বিদ্বেষকারি রূপে রাজার নিকট অপরাধী নহে,

সেইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মের দ্বেষ করাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয়।

ব্রাহ্মের উক্তি। হে ভগবন্ ব্রহ্মের উৎপত্তির অভাব, ধর্ম্মোৎপত্তির কথা বেদে শ্রবণ হইতেছে।

উত্তর। হাঁ বাপু, একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মোৎপত্তির কথা কেমন যেমন চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হয়, অর্থাৎ যামিনীযোগে সূর্য্য অদর্শন থাকিয়া প্রভাতকালে প্রকাশ পায়েন, ফলিতার্থ তাহাতে হানি নাই কেবল লোকের অদৃশ্যমাত্র, সেইরূপ ধর্ম্ম ও কালে২ অদর্শন হইয়া কালে২ উদয় হয়েন, সেই উদয় কালকেই ধর্ম্মোৎপত্তির কাল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা (অদ্ভ্যঃ সূর্য্যোদেতি) জলে হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহাতে কি জলে হইতেই সূর্য্য উঠেন এমত নহে, সমুদ্র নিকটে বোধ হয়, যেন সূর্য্য জলে হইতে উঠিলেন, তদ্রূপ প্রকাশমান ধর্ম্মেরও উৎপত্তি বার্ত্তিক শ্রুতি কহিয়াছেন। (ধর্ম্মোনিত্যশাশ্বতোয়ং পুরাণমিতি) ধর্ম্ম নিত্যশাশ্বত অতি প্রাচীন, ইহাকে অনাদি নিধন বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্ম ব্রহ্মের অভিন্নতা পদে২ দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রহ্ম যেমন জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের একারণ ধর্ম্মকেও এক কারণ মানিয়াছেন, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ধর্ম্ম ও অদ্বিতীয়, (আত্মোপাসীৎ) শ্রুতিতে যেমন এক উপাস্য আত্মাকে কহিয়াছেন সেইরূপ ধর্ম্ম ও এক উপাস্য হয়েন যেমন ব্রহ্মের সত্ত্বায় জগৎধারণা হইয়াছে সেইরূপ এক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জগৎ আছে, আত্মাকে বন্দন মনন ইত্যাদি করিতে শাসন

করিয়াছেন তদ্রূপ ধর্ম্মকও কহিয়াছেন এবং আত্মাই সর্ব্ব শক্তিমান বলিষ্ঠ ধর্ম্মেও সর্ব্বশক্তিমান হয়েন।

ধর্ম্মেণজায়তেলোকঃ ধর্ম্মেণৈব প্রবর্দ্ধতে।
ধর্ম্মেণ প্রসিতঃকালে ধর্ম্মএবাত্র কারণং॥

ধর্ম্মেতে লোকের উৎপত্তি ধর্ম্মতে বৃদ্ধি, ধর্ম্মেতেই পরিণামে নাশ পায়, অতএব ধর্ম্মই এতৎ সৃষ্টিস্থিতি লয়াদির কারণ হয়েন।

ধর্ম্মেণৈব জগৎসুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মোধরারকঃ। ধর্ম্মাদ্বস্তুনকিঞ্চিদস্তিভুবনেধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

ধর্ম্মের দ্বারা এই জগৎ সুরক্ষিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, অতএব ধর্ম্মের পর কিঞ্চিৎ বস্তুও ভুবনে নাই, সেই সনাতন ধর্ম্মকে নমস্কার করি। (ধর্ম্মাৎপরোনাস্ত্যথাতোবলীয়ান্ বৈদিকী শ্রুতিঃ) ধর্ম্মের পর বলবান্ নাই ইহা বেদে কহিয়াছেন, (ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তীতি শ্রুতির্জগৌ) স্বধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তথাচ (ধর্ম্মেণ পাপানপনুদতিবৈশাশ্বতীশ্রুতিঃ) ধর্ম্ম দ্বারা পাপাপনোদন হয়, অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করাই পরম নিঃশ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল (যতোধর্ম্মস্ততোজয়ইতি ভীষ্মোবিতংবচঃ) ধর্ম্ম রক্ষাতেই জয় হয় ইহা ভীষ্ম কহিয়াছেন।

মানব শীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচারোপলক্ষে প্রসঙ্গতঃ আদৌ শরীর সংস্থা বর্ণনের আবশ্যকতা, কারণ শরীরাদিস্থ নাড়ীচক্র, ভূত, গুণ, ধাতু, ধাতুর অংশ, নাড়ীর বেগ, শোণিত, শুক্র, নাড়ীজাল, রন্ধ্র, স্রোত, স্তন্যসন্ধি, মর্ম্ম ইত্যাদি বর্ণন না করিলে, বাহ্য বস্তুর সহিত মেলন কালে বুঝিতে অত্যন্ত ব্যামোহ হইবে, সুতরাং প্রথমতঃ তন্নিমিত্তই এতৎ বর্ণনের প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু, অধুনা বুঝিবার কারণ পাঠকদিগের বৈচক্ষণ্যের আবশ্যক করে, ইহা সুন্দর রূপে দেখিতেছি যে সকল পাঠকের বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না, যেহেতু এতৎ কঠিন বিদ্যা অধ্যাত্মতত্ত্ব, কিন্তু আমি না লিখিয়াও থাকিতে পারি না, যেহেতু ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকেরা এবং তৎশিষ্যেরা বৈদিক জাতীয় বৈদ্যদিগের প্রতি নিরন্তর স্পর্দ্ধা করেন যে হিন্দুশাস্ত্রে অস্ত্রাদি চিকিৎসার এবং পদার্থজ্ঞানের উপদেশ নাই, তদ্বোধার্থ অত্যন্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ একালে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রায় বিলোপোক্রম হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থ সমষ্টির সংগ্রহ আর হইবেক না, যদিও কেহ২ কিঞ্চি২ সংগ্রহ করিতেছেন, সে সমস্তই এতদ্ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরুদ্ধ অতএব এগ্রন্থ প্রচারে আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎকাল আমাকে পুরস্কার করিবেন পরে এই সম্বন্ধ বিচারের প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ করি না অপিরা, এতৎবিষয় প্রতি

তাচ্ছল্য না করিয়া কিঞ্চিৎ মনোযোগে বুদ্ধিকে শ্রমযুক্তা করিবেন, তাহাতে বিস্তর উপকার হইবে, স্বীয়২ শরীরের ভাব বোধে নৈপুণ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডিত্য জন্মিবে, আমি দেশোপকার ব্যতীত নিরর্থ পণ্ডশ্রম করিতেছি এমত বিবেচনা করিবেন না, এ সকল লিপি উত্তর কালে এতদ্দেশের অনেক উপকার করিবেন, ঈদৃশ সংগ্রহ যদি কেহ ইতঃপূর্ব্বে অলস পরিত্যাগে করিতেন, তবে এদেশের লোকের মতি কদাপি অসতী হইতেন না, এবং বিজাতীয় যন্ত্রকৌশলে কুতুহল হইয়া আপন জাতির অকুশল করিতেন না।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

যতশ্চৈবমতোঽস্থিমৰ্ম্মস্বপ্যভিহতেষু শোণিতাগমনং ভবতি॥ ৫৪॥

যেহেতু এই সকল মর্ম্ম হইল, অতএব অস্থি মর্ম্মেতে অভিঘাত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আঘাত হইলে * রক্তের আগমন হয়॥ ৫৪॥

---

* রক্তের আগমন পদে, অস্থির মধ্যে আঘাত হইলে রক্ত ক্ষরে তাহাতে স্বল্পাঘাতে রক্তাগমমাত্র, অতিশয় আঘাতে রক্ত শ্রবের মুখবন্ধ হয় না, তাহাতে সদ্যমৃত্যু অথবা কিঞ্চিৎকালান্তর মৃত্যু হয়।

ভবন্তিচাত্রশ্লোকাঃ চতুর্ব্বিধায়াস্তুশিরাঃ শ-রীরে প্রায়েণতা মর্ম্মসুসন্নিবিষ্টাঃ। বায়ুস্থি মর্ম্মাণি তথৈব সন্ধীন্ সন্তপ্যদেহং প্রতি-পালয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

শরীরের যে * চতুর্ব্বিধা শিরা আছে, সেই সকল শিরা প্রায়ই মর্ম্মেতে নিবিষ্টা অর্থাৎ মিলতা, স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্মা নাড়ী এবং † অস্থি মর্ম্মে সন্ধিকে সংপ্রাপ্ত করাইয়া ‡ সমস্ত শরীরের রক্ষা করেন ॥ ৫৫ ॥

ততঃক্ষতে মর্ম্মণিতাঃ প্রবৃদ্ধঃ সমন্ততো বা-য়ুরতী শৃণোতি। বিবৃদ্ধ মানস্তু সমাত-রিশ্বা রুজঃ সুতীব্রাঃ প্রতনোতিকায়ে ॥৫৬॥

---

* চতুর্ব্বিধা শিবা পদে যে শিবা দ্বাবা অগ্নি, বায়ু, জল, গন্ধ বহন করেন।

† অস্থিমর্ম্ম পদে, অস্থি সন্ধি স্থানে ঐ চারি নাড়ী মিলিত হইয়া অগ্নি বায়ু জল গন্ধ অর্থাৎ রক্ত, বায়ু রস, গন্ধকে সঞ্চালন করেন, সুতবাং সন্ধিস্থানে আঘাত হইলে বিশেষং ফল দেখাযায, অর্থাৎ কখন রক্তাগম, কখন বেদনা, কদাচিৎ স্ফীত, কখন দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

‡ সমস্ত শরীরেব রক্ষা করেন, ইত্যর্থে শবীবের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ও ভারসহতা, এবং গন্ধ দ্বাবা দেহের প্রতিপালন করেন।

যেহেতু মর্ম্মস্থান ক্ষত হইলে নাড়ীমুখে বায়ু বৃদ্ধ হয়, অর্থাৎ বায়ু বিগুণতা প্রযুক্ত ঐ চতুর্ব্বিধ শিরাতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার শ্রোতকে অবরোধ করে, তাহাতে ঐ প্রবৃদ্ধ বায়ু কর্ত্তৃক শরীরে তীব্রতর অর্থাৎ অতিশয় অসহ্য বেদনা জন্মে ॥ ৫৬ ॥

রুজাভিভূতস্তু পুনঃ শরীরং প্রণীয়তেনশ্যভিচাস্যসংজ্ঞা। ততোহিশল্যং বিনিহর্ত্তুমিচ্ছন্ মর্ম্মাণি যত্নেন পরীক্ষকর্ষেৎ ॥৫৭॥

ঐ বায়ু কর্ত্তৃক বেদনাভিভূত ব্যক্তির শরীব পবিক্ষয় হয়, অর্থাৎ শরীব নাশ হয়, যদ্যপি ঐ পীড়িত অচৈতন্য ব্যক্তির শল্যোদ্ধরণে অর্থাৎ বিদ্ধবাণ কণ্টকাদির উদ্ধারার্থ বৈদ্যেরা ইচ্ছা করেন, তবে যত্নপূর্ব্বক মর্ম্মস্থানকে লক্ষ করিয়া আকর্ষণ করিবেন, নচেৎ মর্ম্মচ্ছেদে বিশল্য করণেই মৃত্যু হইবেক ॥ ৫৭ ॥

এতেনশেষং ব্যাখ্যাতং তত্রসদ্যঃ প্রাণহর মর্ম্মে বিদ্ধং কালান্তরেণ মারয়তি ॥ ৫৮ ॥

এতৎকরণক শেষার্থ ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে সদ্য প্রাণহর মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে মর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া যত্নেশল্যোদ্ধার করিলে পরে যদি তৎকালে না মরে, তবে কালান্তরে মৃত্যু হয় ॥ ৫৮ ॥

কালান্তর প্রাণহরমন্তে বিদ্ধং বৈকল্যমাপাদয়তি॥ ৫৯॥ সুশ্রুতং।

কালান্তর প্রাণহর মর্ম্মভেদ হইলে পরে, যদি যত্নে শল্যোদ্ধার এবং মর্ম্মস্থান দেখিয়া চিকিৎসা করে, তবে ভাগ্যগুণে মৃত্যু না হইয়া বিকলতা জন্মে অর্থাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হয়, অথবা অঙ্গের ব্যত্যয় জন্মিবার সম্ভাবনা॥ ৫৯॥

বিশল্যপ্রাণহরমন্তে ক্লেশয়তি রুজাঞ্চকরোতি॥ ৬০॥ সুশ্রুতং।

বিশল্য প্রাণহর মর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিশল্য প্রাণহর মর্ম্মে বিদ্ধশল্য মর্ম্ম দৃষ্টে বৈদ্য যদি যত্ন পূর্ব্বক শল্যোদ্ধার করে, তাহাতে দৈবাৎ না মরে পরে ঐ মর্ম্ম অত্যন্ত ক্লেশকর এবং পীড়াদায়ক হয়।

রুজাকরমতীব্রবেদনং ভবতি॥ ৬১॥ সুশ্রুতং।

পূর্ব্বোক্ত রুজাকর মর্ম্ম অর্থাৎ বেদনাকর মর্ম্মে বিদ্ধশল্যযত্ন পূর্ব্বক উদ্ধার করিলে তাহাতে তীব্রবেদনা না জন্মিয়া অতি অল্প বেদনা জন্মে॥ ৬১॥

অথ সদ্য প্রাণহরমর্ম্মাঘাতে কাল পরিমাণ।

তত্রসদ্যঃ প্রাণহরাণি মর্ম্মাণি সপ্তরাত্রাভ্যন্তরাম্মারয়ন্তি॥ ৬২॥ সুশ্রুতং।

সদ্য প্রাণহর মর্ম্ম তাহাতে আঘাত করিলে সপ্তরাত্রির মধ্যেই মৃত্যুর ঘটনা হয় ॥ ৬২ ॥

কালান্তর মর্ম্মাঘাতের পরিমাণ।

কালান্তর প্রাণহরাণি পক্ষান্মাসাদ্বাতেষপি-ত্বক্ষিপ্রাণি কদাচিদাশুমারয়ন্তি ॥ ৬৩ ॥

কালান্তর প্রাণহর মর্ম্মে আঘাত হইলে * এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, যদ্যপি তন্মধ্যে † ক্ষিপ্র নাম মর্ম্মে কদাচিৎ আঘাত হয়, তবে অতিশীঘ্র মৃত্যুকে আনয়ন করে ॥ ৬৩ ॥

বিশল্য প্রাণহরাণি বৈকল্যকরাণিচ কদা-চিদত্যভিহতানিমারয়ন্তি ॥ ৬৪॥ সুশ্রুতং।

বিশল্য প্রাণহর মর্ম্ম এবং বৈকল্যকর মর্ম্মে কদাচিৎ অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইলে শল্যোদ্ধার করণের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, অপর বৈকল্যকর মর্ম্মের বিকলতাকরণ গুণ, কিন্তু অতিশয় আঘাতে সদ্য প্রাণহর মর্ম্মের গুণবৎ কার্য্য

---

* এক পক্ষ অথবা এক মাসে মৃত্যু হয়, তাহার কারণ অতিশয় আঘাতে এক পক্ষে তদন্যৎ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন আঘাতে এক মাসের মধ্যে মরিযায়।

† সকল মর্ম্মের মধ্যেই ক্ষিপ্র নামে মর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাৎ হইলে শীঘ্র প্রাণ নাশ করে।

করে, অর্থাৎ শীঘ্র প্রাণ নাশ করে, বিশেষঃ বিশল্য প্রাণহর মর্ম্মের মারকত্ব নিশ্চয়ই আছে, তবে বৈদ্যেরা যত্নপূর্ব্বক শল্যোদ্ধার করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হইয়া কিছু কাল পরেই মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বে * কালান্তর প্রাণহর মর্ম্ম কথনে উক্ত হইয়াছে ফলিতার্থ অতিশয়াভিঘাতে আশুমারকই বটেন, শুদ্ধ বৈদ্যগুণে কিঞ্চিৎকাল পরেই মারক হয়েন ॥ ৬৪ ॥

* কালান্তর প্রাণহর মর্ম্মাঘাতে এক পক্ষ অথবা এক মাসে মৃত্যু হয়।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম প্রতিত [illegible] নন্দসূনুং পরেশং।
[illegible] কমল নয়নং চিন্তয়ামি স্বং মনো মে।

১৮৩ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭[illegible] [illegible] সাল [illegible] শ্রাবণ শুক্রবার

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পরমহংসোক্ত ধর্ম্মপ্রশংসা শ্রবণে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী চমৎকৃত হইয়া কহিতেছেন, হে গোস্বামিন্ আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমারদিগের উপাচার্য্যেরা ব্রহ্মসভায় এরূপ উপদেশ করেন, না, তাঁহারা নিরন্তর বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকে হেয়ত্ব রূপে পরিগ্রহ করান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে তাহার বর্ণাশ্রম বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা সেই মতেই অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত রূপে জানিয়াছি, যে আমারদিগের

কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না, শুদ্ধ সময়েং ব্রহ্মসভায়গিয়া প্রণবপূর্ব্বক (তৎসৎ) উচ্চারণে সকল হইবেক, এক্ষণে ভবদীয় শ্রীমুখকমল বিনির্গত বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি এবং ধর্ম্মাচরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা প্রতীতি হইতেছে, তথাপি জনিত কুসংস্কার বলে মনে প্রত্যয় হয় না। পুনঃ কুমার্গে চিত্তকে আনয়ন করে, একারণ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি।

ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। (কথমুৎপাদ্যতেধর্ম্মঃ কথং ধর্ম্মপ্রবর্ত্ততে কথং বাস্থাপিতোধর্ম্মঃ কথং ধর্ম্মোবিনশ্যতি।) এই ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, কাহাতে ধর্ম্মেরবৃদ্ধি, কি সেই বা ধর্ম্ম স্থাপিত হয়েন, কি করিলেই বা ধর্ম্ম বিনাশ হয়।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। (সত্যেনোৎপদ্যতেধর্ম্মঃ দয়াধর্ম্ম প্রশস্যতে * ক্ষমায়াং স্থাপিতোধর্ম্মোলোভেধর্ম্মোবিনশ্যতি ॥ ২ ॥) এক সত্য দ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, দয়াতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি, ক্ষমাতে ধর্ম্মের স্থাপনা † এক লোভেতেই ধর্ম্মের ‡ বিনাশ হয় ॥ ২ ॥

---

* ক্ষমা পদে সহিষ্ণুতা অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিতেও অপকারির প্রতি অপকার না করা, অতএব এতদ্ধর্ম্মীকে জ্ঞানী ব্যতীত কি বলা যায়।

† লোভ পদে, পরস্ব গ্রহণলিপ্সা অর্থাৎ পরধনাদি গ্রহণের ইচ্ছাকে লোভ বলে, এই লোভতত্ত্বজ্ঞানের প্রবল শত্রু, বিশেষতঃ কেবল জ্ঞানের কি মনুষ্যাদি জীব মাত্রেরি অনিষ্টকারী হয়, যেহেতু লোভ থাকিলেই মোহ জন্মে মোহসত্ত্বে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলেই কাম ক্রোধাদির

হে বৎস। ধর্ম্মই ব্রহ্মোপাসনার মূল, বিনাধর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না, তোমরা যে সভায় উপদিস্ট হইয়াছ, সে সভার কথা স্বতন্ত্র, সে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্মমূলক হয়। যেহেতু সমস্ত বেদান্তে কহিয়াছেন, যে (ধর্ম্মান্নপ্রমদিতব্যমিতি) ধর্ম্মে প্রমাদ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু তোমারদিগের উপাচার্যের মতে ধর্ম্মের প্রমাদই জ্ঞানলাভের কারণ হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্মকে স্থির রাখিলে যথেষ্টাচার করা হয় না, সুতরাং ধর্ম্মই তাহারদিগের জ্ঞানপথের কণ্টকস্বরূপ

উদয় হয়, তদ্দ্বারা সকল উৎপাতই ঘটিয়া থাকে। এবং স্ত্রীলোভে উন্মত্ত হইলে গুরুদার প্রভৃতি গ্রহণে মনগায় তাহাতে ইহলোকে অপযশ পরলোকে নিরয়গামী হয়। ধনলোভে পরস্বহরণ প্রবৃত্তি জন্মে তাহাতে দেবব্রিত্তি পরবৃত্তি ব্রহ্মবৃত্তি প্রভৃতির বিচার করে না, তজ্জন্য ইহপরলোকে অনেক যন্ত্রণাপায়। আহারের লোভে সদাচার নষ্ট হয়, তাহাতে বর্ণ বিচার থাকেনা অর্থাৎ হিন্দু কি যবন বা ম্লেচ্ছ সর্ব্ব জাতীয়ান্ন অদনে প্রবর্ত্ত হইয়া সর্ব্ব মাংসমদ্যাদি করণী কৃত করে, তৎফলে ইহলোকে শূলাদি উৎকট রোগ জন্মে, পরত্রে ততোধিক যন্ত্রণাপায়। এবং লোভাকৃষ্ট ব্যক্তি রাজপ্রেমসন্নাভিলাষে সমুদয় জাতীয় ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেয় অর্থাৎ যে কোন রূপে হউক রাজা ভাল বলিলেই ভাল, সুতরাং এরূপ লোভীব্যক্তিরা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতে পারে, কারণ লোভই তাহারদের পরমোপাস্য তদ্দৃষ্টে যথার্থ সাধুগণেরা তৎপদবীতে অভিগমন কেন করিবেন।

‡ ধর্ম্ম বিনাশ পদে, ধর্ম্মের নাশনাই, শুদ্ধ অধার্ম্মিকের চিত্ত ভূমিতে ধর্ম্ম প্রভাবে অবরোধ হয় এই মাত্র।

এইহেতু সেই কণ্টককে উদ্ধার না করিলে অভিপ্রায়ানুগত ব্যক্তিকে চালাইতে পারেন না।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে গুরো। আমারদিগের ব্রহ্মসভায় উপাচার্য্যেরা বক্তৃতা দ্বারা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও ধর্ম্ম প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বকুলোচিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি যাজন করিতে নিষেধ করেন, ইহার অভিপ্রায় কি,।

পরমহংসোক্তি প্রশ্নোত্তর। হে বৎস। তদভিপ্রায় বলি তুমি শ্রবণ করহ। যে ধর্ম্ম অসত্য তাহাকে অসত্য বলিয়া জানাইলে লোকে গ্রহণ করেনা সুতরাং সত্যধর্ম্মের লেপ দিয়া অসত্যকে সত্যবৎ প্রতীতিকরায়। তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে কি বলে আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি, তাহা কহিলেও কি তৎকথায় বিশ্বাস করে, এবং জুয়াচোরেরা তাম্র পিত্তলাদিতে স্বর্ণের লেপ দিয়া স্বর্ণ মূল্যে বিক্রয় করে, ক্রেতারা স্বর্ণ ব্যতীত পিত্তলাদি জ্ঞানে ক্রয় করে না, সেই রূপ অভিনব ব্রহ্মসভায় ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, শুদ্ধ লোক প্রতারণামাত্র অর্থাৎ আমারদিগকে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করুক, ফলে তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধ নাই, তাহাকে নিষ্পীড়ন করিলে কোন ধর্ম্মই নির্গত হয় না, যেমন মবরাবা (মুড়কী) ধুইয়া গুড় লইয়া কোন ভেয়ানই করিতে পারে না।

অথ আত্মপ্রবোধোপনিষৎ।

ওঁ প্রত্যগানন্দব্রহ্মপুরুষং ॥ ১ ॥

প্রত্যেক * আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম † পুরুষ বিধ। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যিনি আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই ব্রহ্ম এই উপনিষদের অভিপ্রায় ॥ ১ ॥

---

* আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলাতে জগদুদ্ভব কারণ যে ব্রহ্ম তিনি আনন্দ স্বরূপ, সেই আনন্দস্বরূপ সত্ত্বা ঘটে বিদ্যমান, যেহেতু আনন্দ সত্ত্বা ব্যতীত জীবের উৎপত্তি নাই. এবং প্রশ্নোপনিষদে উক্ত করিয়াছেন, [উপস্থে আনন্দাধিষ্ঠানমিতি] উপস্থ অর্থাৎ যোনি লিঙ্গে আনন্দাধিষ্ঠান তন্নিমিত্তই যোনি লিঙ্গে জীবের উৎপত্তি স্থান করিয়াছেন. তথাহি বেদান্তে [যোনিশ্চহিগীয়তে] বেদে যোনিকেও ব্রহ্ম বলে একারণে নিত্যানন্দাধিষ্ঠান হেতুক যোনি লিঙ্গাত্মক শিব পূজার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হয়েন. এবং শৃঙ্গার রসকেই মধুর রস বলিয়া ভাগবতেরা প্রভৃতি প্রকৃত্যাত্মক যুগলের উপাসনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্ত জীবই ঐ আনন্দের স্বরূপাধিষ্ঠান ঈশ্বর বিগ্রহে অখণ্ড রূপে নিত্যাধিষ্ঠান প্রযুক্ত ব্রহ্ম উপাসনা করায় অতএব আনন্দময় বিগ্রহ ব্রহ্মেরই নিত্য প্রসিদ্ধঃ। ইহাতে এমত মনে করিহ না যে যোনিলিঙ্গে আনন্দাধিষ্ঠান প্রযুক্ত মৈথুন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই ব্রহ্মোপাসনা হয়, কারণ খণ্ডানন্দ জন্য পরদারাদি হরণে আত্মপাত হয়, সুতরাং যোনিলিঙ্গাত্মক ব্রহ্মভাবনামাত্র নচেৎ পরদার কর্ম্ম পর নহে।

† পুরুষ শব্দে আত্মা, এখানে তদভিপ্রায় নহে, যেহেতু আনন্দস্বরূপ বলাতেই পুরুষ বলা সিদ্ধ হইয়াছে, পুনর্ব্বার পুরুষ শব্দ প্রয়োগ করাতে তাঁহাকে বিগ্রহবান অর্থাৎ করপাদাদ্যবয়ব বিশিষ্ট মনুষ্যবৎ বর্ণন করিয়াছেন. যেহেতু পুরুষ শব্দ মনুষ্যবাচক হয়, তথাহি বৃহদারণ্যক উপনিষৎ [আত্মৈবেদমগ্র আসীৎপুরুষবিধঃ] আত্মাই

প্রণবস্বরূপ মকার উকার মকার ত্র্যক্ষরং প্রণবং তদেতদোমিতি ॥ ২ ॥

* অকার, উকার, মকারাত্মক প্রণবব্রহ্ম, অর্থাৎ ত্র্যক্ষর স্বরূপ প্রণব ব্রহ্মবাচক হয়েন ॥ ২ ॥

সকলের অগ্রে ছিলেন তিনি পুরুষবিধঃ অর্থাৎ মনুষ্যাকারে ছিলেন, তথাহি শাঙ্করীভাষ্যং [সচপুরুষবিধ। শিরঃ পাণ্যাদ্যবয়ব বিশিষ্টঃ] সেই আত্মা পুরুষবিধঃ অর্থাৎ শির হস্তপদাদি অবয়ব বিশিষ্ট, সুতরাং সর্ব্ব শাস্ত্রাভিপ্রায়ে তাহাকে সাকারভূত মানা যায়। তিনি কেবল নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার এমত নিশ্চয় করিয়া কহিতে কেহই পারেন না তবে যে সাকার না মানিয়া নিরাকারকে কেবল মান্য করে, সে পক্ষপাতী।

* জাগরিত স্থানস্থ অকার বৈশ্বানরাখ্যাদাক্ষিণাগ্নি যজুর্ব্বেদ মূর্ত্তি অন্তরীক্ষ বিষ্ণু রূপ সূর্য্যমণ্ডলবৎ দীপ্ত, উকার স্বপ্নস্থ ঋগ্বেদ মূর্ত্তি, গার্হস্থাগ্নি, পৃথিবী রূপ সোম মণ্ডল প্রতীকাশ ব্রহ্ম মূর্ত্তি, মকার সুষুপ্তিস্থ সামবেদ মূর্ত্তি স্বর্গ রূপ ঈশ্বর মূর্ত্তি আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ বহ্নিমণ্ডলান্ত, এই প্রণবাকারে অকার উকার মকার মাত্রাদিগের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঋগ্যজু সামাখ্য বেদ রূপ সত্ত্বরজস্তম গুণাদি ভেদে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্ব বেদেই প্রণব মাহাত্ম্য আছে অক্ষরের গুণ ব্যাখ্যানে নানা বেদ দেবত্রয়কে অধিষ্ঠাতা বলেন, কোন বেদে বলেন অকারে বিষ্ণু, উকারে শিব, মকারে ব্রহ্মা, কোন বেদে বলেন অকারে ব্রহ্মা উকারে বিষ্ণু, মকারে শিব। যথা শিবস্তব আহ্নিক প্রযোগে লেখেন [মকারায়নমোনমঃ] অভিধান লেখেন বিষ্ণু অকার এবং গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান কহেন [অক্ষরাণাং মকা- রোঽস্মি দ্বিপাঠে [অক্ষরাণা মকারাস্মিও] কেহ২ পাঠ করেন ইহাতে কোন বেদবাক্যই মিথ্যা নহে, শুদ্ধ ত্রিদেবকে অভেদরূপী ব্রহ্ম বলিয়া

যস্মিষ্ট্বামুচ্যতে যোগীজন্ম সংসারবন্ধনাৎ
॥ ৩ ॥

যদনুষ্ঠান করিলে যোগী অর্থাৎ প্রণবজপানুষ্ঠান অথবা * তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার অর্চ্চনা করিলে সাধক † জন্ম সংসার বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

ওঁ নমোনারায়ণায় শংখচক্রগদাধরং তস্মাদোঁনমোনারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসনং বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতীতি ॥ ৪ ॥

জানাইয়াছেন। অর্থাৎ তিন জনেই প্রণবের বাচ্য হয়েন, প্রণবোপরি অর্দ্ধমাত্রা, যাহা দৃশ্য হয়, তিনি প্রকৃতি, যথা সপ্তসতী [অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যেতি] অতএব প্রণব ব্রহ্ম, প্রণবাবলম্বনে জীবের মুক্তি যথা [ওঁকারস্যত্রয়ং রূপং শ্বেতপীতঞ্চলোহিতং। চক্ষুর্দৃষ্টিকৃতং পাপং ওঁকারং দহতেক্ষণাৎ।] প্রণবাক্ষরে রূপত্রয় অর্থাৎ শ্বেতপীত লোহিত নয়ন দৃষ্টি দ্বারা কৃত পাপকে ক্ষণমাত্রেই প্রণব দাহ করেন।

* প্রণব জপানুষ্ঠানের বিধিতে তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তির যে অর্চ্চনা করিবে তাহার প্রমাণকই উত্তর যখন, শ্রুতিতে [যস্মিষ্ট্বা] কহিয়াছেন তখন প্রণবের প্রতিপাদ্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে আজ্ঞা করা হইয়াছে, কারণ প্রণবাক্ষরের জপ ব্যতীত অর্চ্চনা নাই যেহেতু ইজ্যপদে পূজাকে কহেন, সুতরাং শিব বিষ্ণুঅর্চ্চনায় ভববন্ধনে মুক্ত হয়।

† জন্ম সংসার বন্ধন পদে, কর্ম্মতন্ত্রে বদ্ধ হইয়া জীব পুনঃ২ সংসার

প্রণব পূর্ব্বক নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রোপাসনায় বৈকুণ্ঠাখ্য ভগবল্লোক অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে, সুতরাং প্রণবের প্রতিপাদ্য শংখচক্রগদাধর নারায়ণ, সেই নারায়ণেরি অপরামূর্ত্তি প্রণব, ইহা সর্ব্ববেদ বেদান্তের মত ॥ ৪ ॥

অথ যদিদং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং তস্যয আত্মাহেমপুণ্ডরীকমধ্যে ॥ ৫ ॥

যাহাকে ব্রহ্মপুরাখ্য হৃৎ * পুণ্ডরীক অর্থাৎ হৃদয় দহর বলে, তাহাতে স্বর্ণবর্ণ পুণ্ডরীক অর্থাৎ রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম মধ্যে অবস্থিত যে আত্মা, তিনিই প্রণবাকার তৎপ্রতিপাদ্য নারায়ণ ॥ ৫ ॥

তস্মাৎকারণরূপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞানঘনং। তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎ প্রকাশো ব্রহ্মণ্যোদেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যোমধুসূদনঃ ॥৬॥

চক্রে ভ্রাম্যমান হয়, প্রণবাবলম্বনে সেই বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হইয়া যায়।

* পুণ্ডরীক পদে, হৃদয় দহর অর্থাৎ হৃদয়াকাশ সে কেমন, যেমন বংশ পর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী আকাশের ন্যায় তন্মধ্যে অনাহতাখ্যচক্র স্থিত-কাদি ঠান্তবর্ণান্বিত দ্বাদশ দল যুক্ত [হেমপুণ্ডরীক] স্বর্ণবর্ণ পদ্ম, তৎ কর্ণিকান্তর্গত আত্মা।

সেই দ্বাদশ দল সরসিরুহ কর্ণিকান্তর্গত * নিত্যবোধস্বরূপ † কারণ রূপ ‡ বিজ্ঞানঘন, শুদ্ধতড়িৎ প্রকাশের ন্যায়, দীপবৎ প্রকাশ অর্থাৎ বিধূমাগ্নিবৎ জাজ্বল্যমান ব্রহ্মণ্যদেব দেবকীপুত্র এবং সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য মধুসূদনের নিত্যাধিষ্ঠান, অতএব তদ্ধ্যায়ীর জন্ম সংসার বন্ধন থাকে না। ৬।

---

* বোধস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।

† কারণ রূপ, অর্থাৎ সকলের বীজস্বরূপ।

‡ বিজ্ঞানঘন পদে, ঘনীভূত জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের আকার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু চিচ্ছক্তি দ্বারা ঐ জ্ঞানকে ঘন করিলে একটা অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত রূপ হয়, সেই রূপকে [বিজ্ঞানঘন বলে] সুতরাং সে রূপের নাশ নাই তিনি নিত্য তাহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি, এই পৃথিবী হইতে বাষ্প উঠিয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করে, তৎকালে ঐ বাষ্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম জল বেণু এমত স্বচ্ছ যে তাহাতে দৃষ্টি ধরে না, তাহাকে ভেদ করিয়া অনায়াসে দৃষ্টি যায়, পরে বায়ু কর্ত্তৃক ঘনীভূত হইলে মেঘ রূপে প্রকাশ পায় একারণ মেঘের নাম [ঘন] সেই রূপ জ্ঞানস্বরূপের ঘনীভূত রূপকে সগুণ বলে, তাহার নাশ নাই, তদ্রূপের উপাসনায় পরিমুক্ত হয়, তিনি এক যেমন ঘৃতের তারল্য ও কাঠিন্য ফলিতার্থ তাহাতে ঘৃতস্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, তদ্রূপ আত্মার নারায়ণাদি রূপ, তাহাতে হেতুবাদের যোজনায় নরক হয়।

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষৎ প্রথমাধ্যায় সমাপ্তঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অতঊর্দ্ধং প্রত্যেকশোমর্ম্মস্থানান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্রপাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে ক্ষিপ্রং নাম মর্ম্ম মধ্যমাঙ্গুলার্দ্ধ প্রমাণং তত্রবিদ্ধস্যাক্ষেপকেন মরণং মধ্যমাঙ্গুলি মনুপূর্ব্বেণ ।৬৫। সুশ্রুতং।

অতঃপর প্রত্যেক মর্ম্মস্থান আনুপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিব, সেই সকল মর্ম্ম মধ্যে পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমাঙ্গুলি মধ্যে ক্ষিপ্র নামে মর্ম্ম, মধ্যমাঙ্গুলির অর্দ্ধের পরিমাণ স্থান, তাহাতে আঘাত হইলে আক্ষেপ দ্বারা মরণ হয়, আক্ষেপ শব্দে হস্তপদাদি তাবৎ শরীর * বিক্ষেপ করে, অর্থাৎ বিকৃতি চালনা করে, তন্নিদর্শন প্রথমতঃ পাদের মধ্যমাঙ্গুলিতে বিক্ষেপারম্ভ হইয়া সর্ব্ব শরীররকে চালনা করে॥ ৬৫॥

মধ্যেপাদতলস্য তলহৃদয়ং নাম তত্রাপি-রুজাভির্ম্মরণং। ৬৬। সুশ্রুতং।

* বিক্ষেপ পদে, বিকৃতি চালনা অর্থাৎ স্বাভাবিকের অন্যথা চালন, প্রাকৃতভাষায় (হাত পায় খেচনি ব.ল)

পাদতলের মধ্যে তলহৃদয় নামে মর্ম্ম, তাহাতে আঘাত করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া কিছু কাল পরে মরে, তাহার প্রমাণ পাদতলে আঘাৎ হইলে পাদস্ফূট পীড়া জন্মে, সেই পীড়ায় দেহের বিনাশ হয়, তাহাতে পূয জন্মে না, শুদ্ধ জলামিশ্রব অর্থাৎ রক্তও জলশ্রব দ্বারা ধাতুক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয় ॥ ৬৬ ॥

ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্ঠাদুভয়তঃ কূর্চ্চোনাম। তত্র-পাদস্য ভ্রমণ বেপনেভবতঃ ॥ গুল্‌ফসন্ধে-রুভয়তঃ কূর্চ্চশিরো নাম। তত্ররুজা-শোকৌ ॥ ৬৭ ॥ সুশ্রুতং।

ক্ষিপ্র নামক মর্ম্মের উপরি উভয় পাদের গুল্‌ফসন্ধিতে (কূর্চ্চোনামমর্ম্ম) তাহাতে পাদভ্রমণ এবং পাদকম্পন হয়। গুল্‌ফসন্ধির অধ উভয় পাদে কূর্চ্চশিরো নাম মর্ম্ম, তাহাতে আঘাত হইলে বেদনা এবং শোফ অর্থাৎ শোথ ইত্যাদি হয় ॥ ৬৭ ॥

পাদজংঘয়োঃ সন্ধানে (গুল্‌ফ) নাম, তত্ররুজা স্তব্ধপাদতা খঞ্জতা বা ॥ ৬৮ ॥ সুশ্রুতং।

পাদজংঘাদ্বয়ের সন্ধিতে (গুল্‌ফনামমর্ম্ম) তাহাতে আঘাত হইলে শুদ্ধ পাদদ্বয়ের বেদনা জন্মে এবং * স্তব্ধ অর্থাৎ

---

* স্তব্ধ পাদ নিশ্চল অর্থাৎ অবশ হইয়া যায়। যদি অতিশয় আঘাত হয় [illegible] স্বল্পাঘাতে বেদনামাত্র জন্মে।

নিশ্চল হয়, অপিবা * খঞ্জতাও জন্মিতে পারে ॥ ৬৮ ॥

পার্ষ্ণিম্প্রতি জংঘামধ্যে ইন্দ্রবস্তি নাম।
তত্রশোণিত ক্ষয়ান্মরণং ॥ ৬৯ ॥ সুশ্রুতং।

পার্ষ্ণি অর্থাৎ উভয় পাদের অধঃস্থান এবং জংঘার মধ্যে (ইন্দ্রবস্তিনামমর্ম্ম) তাহাতে আঘাত হইলে রক্ত ক্ষরণ্ হয়, সেই রক্তস্রব কোন মতে নিবারণ হয় না, সুতরাং রক্ত ক্ষয়ে মৃত্যু হয় ॥ ৬৯ ॥

জংঘোর্ব্বোঃ সন্ধানে জানুনাম তত্রখঞ্জতা।
জানুনস্তূর্দ্ধ্বমুভয়ত স্ত্র্যঙ্গুলমানীনাম তত্র
শোফাভিবৃদ্ধিঃ স্তব্ধ সক্থিতাচ ॥ ৭০ ॥

জংঘার এবং উরুর সন্ধিতে (জানুনামমর্ম্ম) অর্থাৎ আঁটু দেশবিশেষে হাঁটুও বলে তদাঘাতে খঞ্জতা অর্থাৎ খোঁড়া হয়, উভয় জানুর ঊর্দ্ধে তিন অঙ্গুলি প্রমাণে (আনীনামমর্ম্ম) তন্মর্ম্মে আঘাত করিলে শোফাতিশয় অর্থাৎ অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং সক্থি স্তব্ধ অর্থাৎ উরু অবধি পাদতল পর্য্যন্ত নিশ্চল হয় ॥ ৭০ ॥

ঊরুমধ্যে উর্ব্বীনাম তত্রশোণিতক্ষয়াৎ সক্থিশোষঃ। উর্ব্বোরূর্দ্ধ্বমধ্যে বংক্ষণ সন্ধে

---

* খঞ্জতা পাদ খোড়া হয় যদি মর্ম্মাঘাত হয়।

ঊরুমূলে লোহিতাক্ষং নাম তত্রলোহিত
ক্ষয়েন পক্ষাঘাতঃ ॥ ৭১ ॥ সুশ্রুতং।

ঊরুর মধ্যে (উর্ব্বীনামমর্ম্ম) তদাঘাতে শোণিতক্ষয় হয়, তজ্জন্য সক্থি শোষ অর্থাৎ উরু অবধি পাদতল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, উরুর উর্দ্ধে বংক্ষণ অর্থাৎ কুঁচকী সন্ধির অধঃস্থানে উরুর মূল তাহাতে * (লোহিতাক্ষনামমর্ম্ম) সে স্থানে আঘাত হইলে রক্তক্ষয় জন্য পক্ষাঘাত অর্থাৎ তদঙ্গ পতন হয় ॥ ৭১ ॥

---

* লোহিতাক্ষ নাম মর্ম্ম উরু মূলে কিন্তু কুঁচকীর সহিত যোগ আছে কারণ উভয় সন্ধিস্থান একাঙ্গুল পরিমাণ যদিস্মাৎ অজ্ঞবৈদ্য বংক্ষণ ব্রণের অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় (বাগী) বলে তৎচ্ছেদনে অস্ত্রাঘাত করে, সেই অস্ত্র যদি নিম্নে একাঙ্গুলাভ্যন্তর লোহিতাক্ষ মর্ম্মে ভেদ হয় তবে রক্তস্রব হইয়া মৃত্যু হয়, যদ্যপি সেই মর্ম্ম মূল এক কালিন ভেদ না হয় তবে পক্ষাঘাত হইয়া তদঙ্গপাত হয়, এখানে এতদবস্থায় চিকিৎসা দোষে পক্ষাঘাত উক্ত হইল স্বয়মুৎপন্ন পক্ষাঘাতের বিষয় লিখিতেছি, বলবৎ এবং দুর্ব্বল উভয় অবস্থাতেই পক্ষাঘাত হয়, দুর্ব্বলে মৃত্যু সবলে অঙ্গপতন হইয়া বাঁচে অর্থাৎ শিরোবস্থিত শুক্র পুটকের অর্দ্ধাবশোষ হইলে (শংখিনী নামে নাড়ী) কুঞ্চিতা হয়, তজ্জন্য শিরঃস্থিত বায়ু আঘূর্ণিত হইয়া অধঃউর্দ্ধ সর্ব্ব শরীরে ভ্রাম্যমান হয়, সেই বলবৎ বায়ুর বেগে যেহ অঙ্গের ভারসহ বায়ু অন্তরিত হয়, সেই অঙ্গ পতন হইয়া যায় অর্থাৎ কম্পিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন করে, তাহাতে সদ্য বা সপ্তাহে অথবা পক্ষে কি মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, এই দুর্ব্বল পক্ষাঘাতের লক্ষণ অপর বলবৎ শরীরে শ্রমাতিরিক্ত বা ক্রোধাতিরিক্ত প্রযুক্তে রক্তের উর্দ্ধগমন হইয়া শিরোবস্থিত

বংক্ষণ বৃষণয়োরন্তরে বিটপং নাম। তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতাবাভবতি। ৭২। সুশ্রুতং।

বংক্ষণ এবং বৃষণ অর্থাৎ কুঁচকী ও অণ্ডকোষ এই উভয় স্থানের মধ্যে এক নাড়ী সূক্ষ্ম তাহার নাম (বিটপনর্ম্ম) তাহাতে আঘাত হইলে নপুংসকত্ব হয় অর্থাৎ পুরুষত্ব থাকেনা যদিস্যাৎ অল্পাঘাত হয় এবং সদ্বৈদ্যকে যদি চিকিৎসা করে তবে এক কালে পুরুষত্বের হানি না হইয়া শুক্রের অল্পতা হয়॥ ৭২॥

ঐ (শংখিনী নাড়ীকে) আকৃষ্ট করে, তদাকর্ষণে উক্ত নাড়ী আঘূর্ণিতা হইয়া শিরঃস্থিত বায়ুকে বেগবান করে তাহাতে বায়ুর বেগে কম্পিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হয়, কারণ পূর্ব্বোক্ত ভারসহ বায়ু ঐ বায়ুর বেগে কিঞ্চিৎ অন্তর হয়, ফলিতার্থ তাহাতে মৃত্যু হয় না, যদি রক্তাদি স্রব বা বিবেচনাদি নানা উপায় দ্বারা বৈদ্যের চিকিৎসা প্রভাবে উর্দ্ধগত রক্তকে অধোগামী করিতে পারিলে প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্তু অঙ্গ সৌষ্ঠবের ব্যাঘাৎ জন্মিয়া ব্যঙ্গ হয়, অগস্ত্য সংহিতার মতে পক্ষাঘাত বিধি লিখিয়া ভারসহ বায়ুর প্রমাণ লিখিতেছি, সর্ব্ব শরীরের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অর্দ্ধ পরিমাণ চারিদিকে যত স্থান হয়, সেই স্থানের উপর অর্থাৎ [৬৪] তোলা প্রমাণ সেরের অর্দ্ধ সেরকে অঙ্গুলি বলে (১৭) অঙ্গুলি পরিমিত বায়ু ইহাতে সর্ব্ব শরীরে বায়ুর ভারই অতিরিক্ত সেই বায়ুতে অধঃঊর্দ্ধ শরীরের ভার বহন করিতেছে সেই বায়ু অন্তর হইলেই অঙ্গ পতন হয়, সুতরাং পক্ষাঘাত সময়ে অধঃ বায়ুর অন্তরে শরীর পতন, উর্দ্ধবায়ুর অন্তরে (ধনুষ্টঙ্কার) রোগ জন্মে।

এবমেতান্যেকাদশ সক্থি মর্ম্মাণি ব্যাখ্যা-
তানি এতেনেতর সক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ
॥ ৭৩ ॥ সুশ্রুতং।

এই প্রকার একাদশ মর্ম্ম প্রতিপদে কথিত হইল, এবং বাহুদ্বয়েও দ্বাবিংশতি মর্ম্ম ॥ ৭৩ ॥

ইত্যর্থে মর্ম্ম বোধ করিবার নিমিত্ত অনেক যত্নের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ প্রতিপাদে (১১) একাদশমর্ম্ম তাহাতে পাদদ্বয়ে (২২) দ্বাবিংশতি মর্ম্ম এই রূপ প্রতি বাহুতে (১১) মর্ম্ম বাহুদ্বয়ে (২২) মর্ম্ম ॥ ৭৩ ॥

বিশেষতস্তু যানি সকথি জানু গুল্ফ বিট-
পানি তানিবাহৌ মণিবন্ধ কূর্পর কক্ষধরাণি
॥ ৭৪ ॥ সুশ্রুতং।

বাহুপাদের বিশেষ এই যে, যে সকল পাদের অবয়ব জানু গুল্ফ বিটপ নামে মর্ম্ম, সেই সকল বাহুদ্বয়ের অবয়ব মণিন্ধ, কূর্পর, কক্ষধর মর্ম্ম নামে বিখ্যাত হয়, মণি বন্ধ পদে হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল, কূর্পর পদে, কুনুই, কক্ষধর পদে বাহুমূল অর্থাৎ বগল ॥ ৭৪ ॥

যথাবংক্ষণ বৃষণয়োরন্তরে বিটপমেকং বক্ষঃ
কক্ষয়োর্মধ্যে কক্ষধরং তস্মিন বিদ্ধে তএ-
বোপদ্রবাঃ। ৭৫। সুশ্রুতং।

যেমন বংক্ষণ অর্থাৎ কুঁচকী, বৃষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ মধ্যে বিটপ নামে মর্ম্ম তেমন বক্ষস্থলে এবং কক্ষে এক সূক্ষ্মা নাড়ী (কক্ষধর মর্ম্ম) নামে খ্যাত, তাহাতে অস্ত্রাদি ভেদ হইলে, বিটপ মর্ম্মাঘাতে যে উপদ্রব তাহাই হয় যাহা ইতঃপূর্ব্বে (৭২) শ্লোকে উক্ত করা গিয়াছে, অর্থাৎ অল্পাঘাতে শুক্রের অল্পতা, অতিশয় আঘাতে নপুংসকতা জন্মে, প্রাকৃতভাষায় (ধ্বজভঙ্গ) বলে। ৭৫।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোমাহাত প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮৪ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩২ শ্রাবণ সোমবার

গতবারের শেষঃ।

আত্মপ্রবোধোপনিষৎ।

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণরূপমেকাকারং। শোকমোহং বিনির্মুক্তং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নসীদতি॥ ৭॥

অনন্তর উপাসনা বিষয়ের দৃঢ়ত্ব জানাইয়া শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (সর্ব্বেতি)

সর্ব্বভূতস্থ * এক অদ্বিতীয় † সর্ব্ব কারণ স্বরূপ ‡ একা-

* এক অদ্বিতীয় পদে যদ্ভিন্ন অন্যভাব অর্থাৎ নারায়ণ ভিন্ন জগৎ অন্য বস্তু নহে। তদর্থে শ্রুত্যন্তরানুশাসন। যথা (একমেবা দ্বিতীয়-মিতি) সেই এক অদ্বিতীয় ইহাতে তৎসদৃশাভাব এমত তাৎপর্য্য নহে তদ্ব্যতীত বস্তুন্তরাভাব স্বরূপার্থ হয়, যথা শ্রুত্যন্তরানুশাসনং (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি) নিশ্চয় জানিহ এই সকল বিশ্বই ব্রহ্ম, ইহাতে কেহং কহেন যে (তজ্জলানীতি) পাঠে তাহাতে উৎপত্তি তাহাতে লয় এতৎ বাক্যে যে ব্রহ্মই সকল এমত হয় না, তবে তাঁহাতে উৎপত্তি তাঁহাতে লয় স্বীকার করাযায়, উত্তর যদি যাহাতে উৎপত্তি যাহাতে লয় হয়, এমত অঙ্গীকার করাযায়, তবে উৎপন্ন ও লীনবস্তু যে তদ্ভিন্ন অন্য হইতে পারে না ইহাও স্বীকার্য্য হয়, শুদ্ধ কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত রূপান্তর দেখাযায় এইমাত্র, যেমন লবণ জলে উৎপন্ন পরে জলে লয় হইযায় কিঞ্চিৎ কাল রূপান্তর, তন্নিমিত্ত লবণকে জল ব্যতীত অন্য পদার্থ বলাযায় না, সেই রূপপরব্রহ্মে উৎপন্ন ও লয় জন্য ব্রহ্মই বস্তু ভূতজগৎ রূপ অন্য নহেন।

† সর্ব্ব কারণ রূপ পদে আপনিই সকল এবং সকলের উৎপাদক অর্থাৎ কৌশল বাক্যে শ্রুতিস্বরূপ দেখাইযাছেন, যথা অন্নের কারণ বৃষ্টি, বৃষ্টির কারণ মেঘ, মেঘের কারণ ধূম, ধূমের কারণ যজ্ঞ, যজ্ঞের কারণ ঘৃত, ঘৃতের কারণ গো, গোর কারণ গোবিন্দ, ইত্যাদি কারণ সমষ্টিই তিনি, এই রূপ নারায়ণই সমস্ত কারণরূপ হয়েন ইহাতে যত কার্য্য সকল কার্য্যই সময়ানুসারে পরস্পর কার্য্যের কারণ হয়, সুতরাং কার্য্য কারণের অভেদাঙ্গীকারে এক নারায়ণকেই সর্ব্ব রূপী কহিয়াছেন।

‡ একাকার পরব্রহ্ম পদে এই ব্রহ্মাণ্ড নানা বস্তু সমষ্টিতে একরূপ আকার হইয়াছে অর্থাৎ জগদ্রূপে নারায়ণই দেদীপ্যমান।

কার পরব্রহ্ম * শোক মোহে বিনির্ম্মুক্ত † বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে সাধক অবসন্ন হয়েন না, অর্থাৎ পরম পদে অধিগমন করেন ॥ ৭ ॥

দ্বৈতাদ্বৈত মুভয়ন্তবতি মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতীতি ॥ ৮ ॥

জগৎ সর্ব্বব্যাপক নারায়ণই যে এক অদ্বিতীয় তাহার দৃঢ়ত্বে শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন। যথা (দ্বৈতাদ্বৈতমিতি)

---

* শোকমোহ বিনির্ম্মুক্ত পদে নারায়ণে শোক মোহাদি নাই অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ, শোক মোহ মায়ার কার্য্য, যাহাতে মায়া সম্বন্ধ থাকে তাহাতেই শোক মোহের অবস্থান এই হেতু শ্রুতি কহেন, [তত্রকোমোহঃকঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতীতি] যেখানে জগৎকে এক নারায়ণ রূপ দেখে সেখানে আর কি শোক, কি মোহ, অতএব নারায়ণ চিন্তকের শোকাদি উৎপন্ন হয় না, তাহাতে স্বয়ং নারায়ণে শোক মোহাদির অবস্থান কোনমতেই সম্ভাব্য নহে, তবে চিৎশক্ত্যাবেশে ভগবদবতারে যে শোক মোহাদির ভান পুরাণাদিতে বর্ণন করেন, সে শুদ্ধ খণ্ডজ্ঞানী মায়িকেরা ভ্রান্তিবশে আপনারদিগের ন্যায় দেখিয়াছে, যেমন যবার সান্নিধ্য স্ফাটিকের রক্তাভা, দর্পণে মনুষ্য রূপ, মেঘ সান্নিধ্য আকাশ রূপবান হয়, ফলিতার্থ দর্পণাদির রূপ নাই শুদ্ধ মনুষ্যাদির রূপে প্রতি বিম্বিত হইয়া রূপ বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবান মায়িক জন সান্নিধ্য থাকিয়া মায়া বিশিষ্ট কর্ম্ম করেন এমত বোধ হয়, বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন সম্বন্ধ নাই।

† বিষ্ণু শব্দে ব্যাপনশীল, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপককে বিষ্ণু বলেন।

সেই এক নারায়ণ অদ্বিতীয় যেহেতু * দ্বৈতাদ্বৈত উভয় রূপ হয়েন, যে সাধক জগদ্ব্যাপ্ত এক রূপে দেখেনতিনিই অভয় পদকে লাভ করেন, আর যাঁহারা নারায়ণ হইতে জগৎ ভিন্ন দেখেন তাঁহারা + মৃত্যু হইতে পুনঃ২ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

---

* দ্বৈতাদ্বৈত পদে দ্বিতীয় এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ জগৎ তিনি এই অদ্বৈত, আর জগৎ হইতে ভিন্ন থাকিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, ইহাকেই দ্বৈত কহে অর্থাৎ নানা রূপে বিশ্বকার্য্য প্রকাশ করেন, ইহাতে তিনিই সর্ব্বরূপী জ্ঞান করাকেই বিশিষ্টাদ্বৈত বলে। যেহেতু সগুন নির্গুণ উভয় রূপই তাঁর। যথা বেদান্তং (দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোতইতি) সগুন নির্গুণ উভয়বিধ শ্রুতি প্রমাণ প্রাপ্তে বাদরায়ণ আচার্য্য, অর্থাৎ বেদব্যাস গোস্বামী নারায়ণকে সগুন নির্গুণ উভয় রূপীই মান্য করিয়াছেন, যেহেতু পরমেশ্বর সত্য সংকল্প, যখন সাকার হইতে ইচ্ছা করেন তখন সাকার, যখন নিরাকার হইতে ইচ্ছা করেন তখন নিরাকার হয়েন, তথাহি তন্ত্রং (অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তিচাপরে মমভাবং নজানন্তিদ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং গুরুবক্ত্রাত্তুলভ্যোত নান্যথাগম কোটিভিঃ) কেহ অদ্বৈত বলে কেহ বা দ্বৈত বলে কিন্তু হে পার্ব্বতি আমার যে কি ভাব তাহা কেহ জানে না আমি দ্বৈতও নহি ও অদ্বৈতও নহি, অর্থাৎ আমি উভয় রূপই হই, শাস্ত্র কোটি দ্বারাআমাকে লাভ করিতে পারে না শুদ্ধ গুরু মুখে আমি এক লভ্য অর্থাৎ গুরু যে রূপ উপদেশ করেন আমাকে সেই রূপে প্রাপ্ত হয়।

+ মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্তি পদে নানা রূপে জগৎকে দেখিলে অর্থাৎ নারায়ন ভিন্ন অন্য রূপ জগৎ দর্শনে সংসৃতির নিবারণ নাই অর্থাৎ যমাধিকারের নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু পুনঃ২ জন্ম মরণ হয়,

হৃৎপদ্মমধ্যে সর্ব্বং তৎসর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৯ ॥

হৃদিপদ্ম মধ্যে * প্রজ্ঞানে সকল প্রতিষ্ঠিত + প্রজ্ঞানেত্র

সুতরাং জন্মিলেই মৃত্যু আছে একারণ পুনঃ২ মৃত্যু প্রাপ্তির সংবাদ করিয়াছেন, নানা রূপ উপাস্য বিষয় নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যৎ নানা রূপ দর্শন হয়, কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত সেই সকল রূপ অন্য নহে।

* প্রজ্ঞানে সকল প্রতিষ্ঠিত এতৎ প্রয়োগে প্রজ্ঞান শব্দে আত্মা আত্মাতেই সকলের অবস্থিতি অর্থাৎ আত্মার সত্ত্বাতেই সমস্ত আছে। যদিও আত্মা সর্ব্বত্রময় সর্ব্ব ব্যাপক বটেন, তথাপি তাঁহার হৃৎপদ্মে অবস্থান হয়, যথা বেদান্তং (স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ) আত্মা সর্ব্বগত হইলেও স্থানাদির ব্যপদেশ আছে অর্থাৎ বিশেষ২ স্থানে অবস্থিতি করেন। যথা বৃহদারণ্যক শ্রুত্যাদিষু। ভাষ্যে যথা [হৃদয়ে তথা সূর্য্যমণ্ডল শালগ্রামাদিষু] যেমন হৃদয়ে আত্মার স্থান, তেমন সূর্য্য মণ্ডল এবং শালগ্রামাদিও তাঁহার বাসস্থান হয়। যথা (সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণেতি) তথাচ (সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং) যিনি সহস্র মস্তক সহস্র চরণ সহস্র নয়ন বিশিষ্ট বিরাট পুরুষ আত্মা ভূমির সহিত সকল জগতকে ব্যাপিয়া আছেন, সেই ব্যাপক পুরুষ অত্যল্প পরিমাণে দশাঙ্গুল প্রমাণ জীবের হৃৎপদ্ম মধ্যেও অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং তিনি ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নও বটেন এবং অপরিচ্ছিন্নও বটেন যেহেতু সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন।

+ প্রজ্ঞানেত্র পদে জ্ঞানচক্ষু, শ্রুতি মধ্যে প্রজ্ঞানেত্র কহেন, অর্থাৎ বুদ্ধিচক্ষু কহিয়াছেন, তথাহি কোষে (প্রজ্ঞা, প্রাণগুহা, বুদ্ধিরিতি) প্রজ্ঞা, এবং প্রাণগুহাদি বুদ্ধির নাম অর্থাৎ প্রাণ স্থানের

অর্থাৎ জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা সকল অবলোকিত হয় * ইত্যর্থে বুদ্ধি রূপ চক্ষুতে আত্মারস্বরূপ অবলোকন হয় ॥ ৯ ॥

প্রজ্ঞানেত্রোলোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

এক † প্রজ্ঞান সত্ত্বায় সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠা সুতরাং প্রজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ছিত্রানুবর্ত্তিনী বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি না থাকিলে অন্ধবৎ হয়, সুতরাং প্রজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কার্য্য এক বিধায় দ্বিপাঠ হইয়াছে।

* বুদ্ধিরূপ চক্ষু দ্বারা আত্মার দর্শন হয়, এতদাশয় উক্ত করিয়াছেন, যে আত্মা শুদ্ধ নির্ম্মল বুদ্ধিতে ভাসমান হয়েন। যথা [সদাসর্ব্বগতোপ্যাত্মা নতুসর্ব্বত্রভাসতে বুদ্ধাবেবাবভাসেতস্বচ্ছেতিপ্রতিবিম্ববৎ] আত্মা সর্ব্বগত হইলেও সর্ব্বত্রে ভাসমান নহেন, কেবল নির্ম্মল বুদ্ধিতেই ভাসমান, যেমন স্বচ্ছপদার্থ মুকুরাদিতে প্রতি বিম্ব ভাসমান হয়। ইহাতে চরিতার্থ এই যে রামকৃষ্ণাদি রূপে আত্মা এই জগতীতলে মনুষ্যবৎ ক্রীড়া করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে সকল সাধকের কৃত কর্ম্মের ফলে বুদ্ধি মার্জ্জিতা হইয়া স্বচ্ছ হইয়াছে, তাঁহারদিগের চিত্তে রামকৃষ্ণের স্বরূপতা ভাসমান হয়, তাহা অচীর্ণ ব্রত ব্যক্তির জড়রূপা বুদ্ধিতে কদাপি স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। যথা [স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসোনৈবজায়তে।] অল্প পুণ্যবানদিগের কৃষ্ণাদি রূপে বিশ্বাস জন্মে না।

† প্রজ্ঞান সত্ত্বায় সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠা পদে এক আত্মার সত্ত্বাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ আছে অর্থাৎ যাবদীয় দৃষ্টজাত পদার্থ তাবতেরি অন্তর্যামী এক প্রজ্ঞান হয়েন, তদ্ব্যতীত কোন পদার্থ সুস্থির থাকে না

এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকামুৎক্রম্যামু-ষ্মিন্ স্বর্গেলোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ। ১১।

এতদ্রূপ আত্মতত্ত্ববোধ হইলে পর প্রজ্ঞান প্রভাবে * আ-ত্মার সহিত সাধক এই লোককে পরিত্যাগ করতঃ অর্থাৎ এতদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাভিলষিত সুখভোগনান্তর † স্বর্গলোকে অমৃতত্ব হয়, দৃঢ়ত্বে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন। ১১।

যত্রজ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্জ্জিতং তস্মিন্মাংধেহি। পরমামৃতেলোকে অক্ষিতে অমৃতেলোকে যক্ষিতে অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছত্যা মতত্বঞ্চ গচ্ছত্যো নমঃ। ১২।

যথা [পুষ্পেচ গন্ধং দুগ্ধমধ্যেচ সর্পির্বাপঃশৈত্য মিত্যাদি] যেমন পুষ্পেগন্ধ অর্থাৎ মকরন্দ, দুগ্ধেঘৃত, জলেশৈত্য, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি ইত্যাদি আছে, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুতে প্রজ্ঞানের অবস্থান।

* আত্মার সহিত সাধক পদে জ্ঞানাঢ্য ব্যক্তি প্রজ্ঞানঘন নারায়-ণেরস্বরূপতত্ত্ব জানিলে নারায়ণের সহিত বৈকুণ্ঠাখ্য স্বর্গলোকে অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করেন।

† স্বর্গ শব্দ দেবাবাস তাহাতে বাস করতঃ সুখানুভব করেন, অথবা, সমস্ত প্রকার সুখের নাম স্বর্গ, অর্থাৎ অখণ্ড সুখাত্মক বিষ্ণুর পরম পদ, অন্যদপি [স্বর্গে গীয়তে যন্নাম সস্বর্গঃ] স্বর্গলোকে গান করেন, যাঁহার নাম তাঁহাকে স্বর্গ বলেন। সুতরাং স্বর্গ শব্দে

অনন্তর, প্রণবস্বরূপ নারায়ণাবলম্বন মহাত্ম্যসূচক পরমা নির্বৃতিকে প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (যত্রেতি)

* প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম নারায়ণ তুমি জগতের অন্তরাত্মা তন্নাদে জগত পরিপূর্ণ হে অচিন্ত্য বিগ্রহ করুণানিধান তুমি আমাকে

নারায়ণ, যেহেতু দেবলোকে নারায়ণ নামই গেয়, অতএব নারায়ণ চিন্তক নারায়ণে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত সুখের অনুভাবক হয়েন।

* যদি বল যে প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মনারায়ণ তুমি কোথা হইতে কহ, তদুত্তর [৭] সপ্তমী শ্রুতিতে একাকার কারণরূপ ব্রহ্মনারায়ণকে কহিয়াছেন, তাহাতেই তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নরপদে জীব, জীব সমূহের নাম [নার] অয়ণ পদে আশ্রয় অর্থাৎ সর্ব্ব জীবে যাঁহার অধিবাস তাঁহার নাম নারায়ণ অথবা সর্ব্বজীব যাঁহাতে অধিবাস করে, তাঁহাকেও নারায়ণ বলে এতদুভয় ওতঃপ্রোতবসনতন্তুর ন্যায় যিনি হয়েন তাঁহাকে [একাকার] বলাযায়, অর্থাৎ বহিবন্তরস্থ ঘটাকাশবৎ সুতরাং প্রণবকে বিরাটরূপী বলেন, যথা [অকারে পৃথিবী, উকারে অন্তরীক্ষ, মকারে শির অর্দ্ধমাত্রানাদিবিন্দু] সুতরাং ওতঃ প্রোতঃ প্রণবই বহিরন্তরস্থ শব্দ ব্রহ্ম, বাহিরে যে সকল শব্দ শরীরাভ্যন্তরেও সেই শব্দ ব্যাকৃত হইয়াছে, বহিঃশব্দকে নিবস্ত করিতে পারিলে অন্তঃস্থ প্রণবধ্বনির বোধ হয়, তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষই আছে অর্থাৎ কোন রূপে কর্ণছিদ্রের অবরোধ করিলে প্রণব শব্দের শ্রবণ হয়, এবং নারায়ণই যে প্রণব তাহার প্রমাণ ভগবদ্বিরাট রূপবর্ণনে। যথা (ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ স্বর্লোকঃ কল্পিতোমূর্দ্ধা। ইতিলোকময়ঃ পুমান্) সুগম জন্য অর্থ লিখিলাম না।

সেই লোকে ধারণা করহ, যে লোকে * অনিবারিত জ্যোতি † অক্ষিত এবং অমৃত অর্থাৎ যে লোকের ক্ষয় নাই যে স্থলে মৃত্যু নাই, যাহাকে জানিলে অমৃতত্বে গমন করে অর্থাৎ এই জীব ব্রহ্মভূত হয়, অতএব নম অন্তে প্রণব মন্ত্র জপ করি ॥ ১২ ॥

আত্মপ্রবোধোপনিষদং মুহূর্ত্তমুপাসিত্বা নস পুনরাবর্ত্ততে নসপুনরাবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥

এই আত্ম ‡ প্রবোধোপনিষৎকে যে সাধক এক মুহূর্ত্ত উপাসনা করেন, সেই সাধক ভগবল্লোক বৈকুণ্ঠাখ্য পরম পদে অধিগমন করেন, আর তাঁহার ইহসংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

---

* অনিবারিত জ্যোতি পদে অজস্র জ্যোতি যে জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না অর্থাৎ তৎজ্যোতিতেই সকলের জ্যোতি।

† অক্ষিত এবং অমৃত পদে ক্ষয়াবস্থা এবং মরণাবস্থা রহিত ইত্যর্থে তল্লোকগামী জীবেরও মরণাদি অবস্থার অবসান হয়।

‡ আত্মপ্রবোধোপনিষদের উপাসনা পদে শ্রীমন্নারায়ণোপাসনা কেননা উপনিষৎ শব্দে যে গ্রন্থকে বলে এমত নহে উপনিষৎ শব্দে জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রতিপাদক সংহিতাকেও তৎসম্বন্ধে উপনিষৎ বলিয়া গ্রহণ করাযায় এখানে গ্রন্থাক্ষরের উপাসনা করিতে বলেন না জ্ঞানোপাসনাই করিতে কহিয়াছেন, সুতরাং এই সংহিতার প্রতিপাদ্য অক্ষিত, অচ্যুত, অমৃত, নারায়ণেরই উপাসনার মুখ্যতাৎপর্য্য।

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষৎ সমাপ্তাঃ।

এই সকল উপনিষদ দৃষ্টে তন্ত্রবক্তা ভগবান্ মহাদেব, পুরাণেতিহাসবক্তা ভগবান বেদব্যাস, মহাকাব্য প্রকাশক বাল্মিক এবং * মন্বাদি সংহিতাকারকেরা প্রণব পূর্ব্বক নমোন্ত অষ্টাক্ষর নারায়ণের মহামন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নারায়ণই যে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা অচিন্তনীয় অবাঙ্মন-সোগোচর অতীন্দ্রিয় নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব সদসদাত্মক কারণ রূপ সকলের সম্ভজনীয়মান্য করিয়াছেন এবং জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ সূর্য্যসিদ্ধান্ত গর্গাদিরা গ্রহসংস্থা বর্ণনে এক নারা-য়ণকেই আদি কারণ ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহাতে আধু-নিক শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য না থাকাতে শ্রুতিকে অনাদর করাযায় না, কারণ যখন শিব, ব্যাস, বাল্মিকাদি ঋষিরা এতৎ শ্রুতি প্রমাণ গ্রহণ করিযাছেন, তখন শাঙ্করীভাষ্য না থাকায় হানি কি। ইহা পাঠকদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই মান্য কি এই সকল মহাকবি দিগের বাক্যই মান্য হয়। যথা (নারায়ণ পরাবেদা নারা-য়ণ পরাক্ষরা নারায়ণ পরামুক্তি র্নারায়ণ পরাগতিঃ) তথাহি (আপোনারাইতি প্রোক্তা আপোবৈনরসূনবঃ তাযদস্যাযণ মিত্যাদি) তথাচ (একো নারায়ণঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ পুরুষঃ পরঃ)

* মন্বাদি সংহিতাকার পদে [মন্বত্রি বিষ্ণুহারীতা যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরা যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী পরাশর ব্যাস শংখ লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ] মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা।

এবং মহাভারতে যুধিষ্ঠিরদেবকে বকরূপী ধর্ম্ম প্রশ্ন করেন যে জগতে অদ্ভুত কি, তাহাতে রাজার উত্তর, যথা (নারায়ণেতি শব্দোস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী। তথাপি নরকে মূঢাঃ পচন্তীতি কিমদ্ভূতং) নারায়ণ এই শব্দটিও আছে, এবং মনুষ্যদিগের বাক্যও বশ বটে, তথাপি যে মূঢেরা নরকে বাস করে, ইহা কি অদ্ভূতের বিষয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ শব্দোচ্চারণ করে তাহার নরক দর্শন হয় না অতএব শ্রুতি প্রমাণের প্রতি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য কারণ মান্য করাযায় না, তবে যাহারা নৈকৃতিক শঠ প্রবঞ্চক পাষণ্ড ধর্ম্মবিলোপক পামর তাহারাই হেতুবাদ কুশলতায় কুতূহল হইয়া বেদবাক্যে উহ করিয়া পরব্রহ্ম নারায়ণের রূপের নিন্দায় প্রবর্ত্ত হয়, তাহারদের সে গতিলাভ হয় না, যে গতি ব্রহ্মানুশীলন দ্বারা যোগী পরমহংসেরা লাভ করিয়া থাকেন, মধুর রসান্বিত ভগন্নামে রুচি কি এতাদৃক্ ব্যক্তির হইতে পারে ? যজ্ঞীয় হবিরাস্বাদন কি, কুক্কুরের রসনায় হয়, না, নিম্বফলাস্বাদক কাক রসনায় চূতাঙ্কুরের রসাস্বাদন করা সম্ভব, হা, ইহাও কি পরিবেদনা হয় না যে সতত উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত বিহারী কাক, সে কি হংসবৎ মানসসরোবরে পদ্মষণ্ড মধ্যে বিহরণে সুখী হয়, তদ্রূপ নিরন্তর যাহারদিগের রসনা যবন ম্লেচ্ছাদির উচ্ছিষ্ট রসাস্বাদনে অপবিত্রা হইয়াছে, তারদিগের সে রসনায় কি ভগবন্নামোচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে, যাহারা নিয়ত পামর ম্লেচ্ছাদির সংসর্গে চিত্তকে ধাবমান করিতেছে, তাহারদিগের অপবিত্র চিত্তে কি, ভগবদ্রূপের প্রকাশ হয় ?

তাহার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, সকলেই অনুভব করুন যে যাহারা নিয়ত ভগবন্নাম জপের দ্বেষ করে, তাহারদিগের গতি তাদৃকীই হয়, যাদৃক ৺রামমোহন রায়াদির গতি লাভ হইয়াছে। অর্থাৎ চিরকাল গঙ্গা-বিষ্ণু রাম নারায়ণাদির বিদ্বেষ করাতে পরণামে ভগবদ্রুষ্টে যে দেশে তন্নামাদির সম্বন্ধ নাই তদ্দেশেই যম-দূত কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ ভগবৎ পাদবিহরণ স্থল পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে পাছে জন্মান্তরে পবিত্র যোনিতে উৎপন্ন হইয়া পবিত্র দেহ হয়, অতএব উৎকট কর্ম্মের ফল ইহজন্মেই ফলে। যথা (ত্রিভি-র্ব্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃপক্ষৈ স্ত্রিভি-র্দিনৈ রত্যুৎকটেঃপাপ পুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে) তিনবৎসরে কি, তিন মাসে বা, তিন পক্ষে, কি তিন দিনে অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহজন্মেই ভোগ হয়, একারণ সাধু সন্ধর্ম্মিষ্ঠ জনগণকে সাবধান করাযাইতেছে, যে কদাপি বেদবাক্য কি পুরাণাদি ঋষিবাক্যে বিতণ্ডা করিয়া পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মোপাসনার ব্যাঘাত করিহ না তাহাতে শাস্ত্রের হানি নাই শুদ্ধ শাস্ত্রো-দিত ফল ভোগে আপনারাই অবসন্ন হইবে।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোনাহাট প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি র্বন্দিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয ত্বং মনোমে।

১৮৫ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫ ১২৬০ সাল ১৫ ভাদ্র মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যের উক্তিমতে ধর্ম্ম প্রশংসা শ্রবণে নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন, হে মহাত্মন্ আপনকার বাক্যে বিশ্বাস করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাবদিগের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনুষ্য সংসর্গে ভ্রাম্যমানা হইয়াছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষযক বিতণ্ডা এক্ষণকারকালে

প্রায়ই হইয়া থাকে, তাঁহাতে বর্ত্তমান ভূপতি ইংলণ্ডীয় ম্লেচ্ছজাতি অতিসুচতুর, তাহারা হিন্দুধর্ম্মকে তিরস্কার করে এবং বিবিধ বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া এতদ্দেশীয় বালক-গণকে শিক্ষা করাইয়া বেদাদি শাস্ত্রকে হেয়ত্বে পরিগ্রহ করাইতেছে, ফলেও তাহারদিগের দ্বারা শিক্ষিত বালকেরা হেতুবাদে নিপুণতা প্রযুক্ত বৈদিকধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে, সুতরাং প্রগাঢ় ভূপতিদিগের মতের অন্যথাচরণ করিতে পারি না, বিশেষতঃ আমারদিগের শিক্ষা তাহার দিগের দ্বারাই হয়, অপিচ ইহাও মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যাহারা স্ববুদ্ধ্যনুসারে অভাবনীয় কল কৌশলের সৃষ্টি করিয়া নানোপকার দর্শাইতেছে, তাহারা যে ধর্ম্ম বিষয়ের সূক্ষ্মানু সন্ধান না করিয়াছে এমত অনুভব হয় না, সুতরাং তাহার-দিগের মতেমত দিয়া চলিলেই একালে সুসভ্য পদ বাচ-নিকে লাভ হয়, বস্তুতস্তু ধর্ম্মের বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষই বা কি, যে তাহাতে সকল ধর্ম্মহইতে বৈদিক ধর্ম্মকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করাযায়, সকলেই আপনধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠরূপে মান্য করে, যখন, ইংলণ্ডীয়েরা বর্ত্তমানকালে শৌর্য্যবীর্য্য প্রভাবে অন্যান্য সকল ধর্ম্মিষ্ঠগণকে পরাভব করিয়া এই ধরণীকে করতলস্থা করিয়াছে, তখন তাহারদিগেরই ধর্ম্ম যে বলবৎ ইহা সহস্রবার অঙ্গীকার করি, ইহাতে আমার-দিগের শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাহারদিগের অসভ্যতার আর কি উদাহরণ দিবেন, অতএব অস্মদুক্ত এতৎ প্রশ্নের স্বরূপো-

ত্তর প্রদানে শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ ইহারদিগের আধুনিকতা বা ধর্ম্ম বহিষ্কৃতত্বের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংস পরিব্রাজকের উত্তর। হে বৎস, তোমার এই প্রশ্ন যদিও বিদ্বানেরদের মনোগত নাহউক তথাপি আমি গ্রহণ করতঃ সদুত্তর প্রদানে বাধিত হইলাম; কেননা, যাহার যেমন বুদ্ধি সে ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অনুসারে বাগ্বিস্তার করে, তোমারা চিরকাল যে সংসর্গ করিয়াছ, সেই মতই আচার বিচার পরাক্রম ধর্ম্মকর্ম্ম আহার বিহারাদিতে প্রবৃত্ত, ফলিতার্থ সন্মার্গে বুদ্ধিকে বেগবতী করিলে সৎকার্য্য; অসন্মার্গে বেগবতী করিলে সেই বুদ্ধি দ্বারা অসৎকার্য্যের প্রবৃত্তিকে জন্মায় অর্থাৎ (খর্জ্জূরবীজ বপনে খর্জ্জূর বৃক্ষোৎপত্তি হয়, তৎ সেবায় খর্জ্জূর বৃক্ষের নিকটে আম্রফল যাচিঞা করিলে কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে) তদ্রূপ ম্লেচ্ছ সংসর্গ জাততদ্ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিধায় বৈদিকধর্ম্ম প্রবৃত্তি লাভের কদাচ সম্ভাবনা থাকে না? না থাকুক্ কিন্তু প্রাচীন, কি আধুনিক, সার কি অসার তদ্বিবেচনা বুদ্ধিসত্বে অবশ্যই হইতে পারে, হিন্দু সন্তান হইয়া ম্লেচ্ছ সংসর্গে কুপ্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতে পান ভোজনাদিতে তুল্য ক্ষমতা হয়, কিন্তু ম্লেচ্ছবৎরূপ সম্পদ শৌর্য্যাদি কদাপি জন্মিবে না সুতরাং বিচক্ষণেরা দৃঢ় বিশ্বাসে পূর্ব্বপুরুষানুচরিত পথেই অভিগমন করেন, তাহার এক আখ্যায়িকা কহি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করহ।

এক বন মধ্যে কুক্কুরী প্রসূতা ছিল, দৈবাৎ গর্ব্ববতী এক

সিংহপত্নী ক্ষুধাতুরা হইয়া ঐ কুঃকুরীকে গ্রাস করে, তাহাতে স্তন্যার্থী হইয়া অভিনব শ্বানসাবক রোরুদ্যমান্ হওয়াতে সিংহপত্নী তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া সঙ্গে লইয়া স্ববাসে গমন করিল, ঐ শ্বানসাবক আত্ম মাতাকে বিস্মৃত হইয়া সিংহস্ত্রীকেই মাতৃসম্বোধন করে, পরে কিয়ৎকালানন্তর সিংহীএকপুত্র প্রসব হয়, সিংহী বিবেচনা করিল যে মৎকার্য্যে সিংহপুত্র এ কুঃকুর সাবক, পাছে মৎপুত্র কর্ত্তৃক হিংসিত হয়, ইত্যভিপ্রায়ে স্বপুত্রকে শিক্ষা দিল যে হে বৎস তুমি কনিষ্ঠ, এই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, উহার আজ্ঞামত চলিহ। কুঃকুরসাবকও আপনাকে কুঃকুর বলিয়া জানে না, একদা সিংহসাবক শ্বানপুত্রকে কহিল যে (দাদা) আজি দুই ভাই চল স্বীকার করিয়া আনি, তথাস্তু বলিয়া দুই জনে নিবিড় বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, শৃগালাদি সন্দর্শনে কুঃকুরসাবক ধাবমান হয়, কিন্তু সিংহসাবক শুন্ধ হস্তী সন্দর্শনে স্বীয়বেগের আহরণ করে, সেখানে কুঃকুর পুত্র কোন মতেই অগ্রসার হইতে পারে না, সিংহসাবক অনায়াসেই প্রখরতর করাগ্র প্রহারে প্রকাণ্ড করিমুণ্ডকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্দৃষ্টে শ্বানসাবক ক্ষুব্ধমনা হইয়া এক দিবস সিংহীর নিকটে আসিয়া কহিতেছে (হে মাতঃ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনায়াসেই হস্তী মস্তককে নিরস্ত করে, আমিই বা না পারি কেন। তদুত্তরে সিংহী কুঃকুরসাবককে বোধ দিতেছেন, যে হে পুত্র (ভবান্

যত্রকুলেজাত করীতত্র নহনাত্তে ইত্যাদি) বাপুহর তুমি যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, সে কুলে হস্তী বধ করিতে পারে না, অতএব যে ব্যক্তি যে কুলে জন্মিবে, তাহার উচিত হয় যে সেই কুলোচিত কর্ম্ম করে, নচেৎ হাস্যাস্পদ ভাজন হইতে হয়, ইহাতে সিংহ কুঃকুর দৃষ্টান্ত প্রদানে এমত মনে করিহ না যে ম্লেচ্ছজাতীয় হইতে আমরা হীন, শুদ্ধ কুলাচার বর্ণনের সাদৃশ্যমাত্র, ফলিতার্থ ম্লেচ্ছজাতীয়েরা ধর্ম্মাদি বহিষ্কৃত তাহার প্রমাণ দিতে বাধিত হইলাম, অদৌ যবন ম্লেচ্ছজাতির উৎপাদক (রাজাপৃষধ্র) তাহারা প্রথম সত্যেজন্মে কিন্তু বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত ছিল না, পরে ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠশাপে বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত হয়, এবং সগররাজা তাহারদিগের বেশবৈপরিত্য করিয়াছেন, সেই সকল ম্লেচ্ছের রাজদ্রোহে উপপ্লব হইয়াযায় তন্মধ্যে আর ম্লেচ্ছযবনের নামও ছিল না, অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপরযুগাবসানে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ রাজার সময় আনুমানিক (৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর হইবেক যবন ম্লেচ্ছের পুনরুৎপত্তি হয়, ইহারা পিশাচেরপুত্র তৎকালে তাহারদিগের নাম (বাহীক) অর্থাৎ বহি ও ইক, ইহারদিগেরপুত্র, মতান্তরে বহি ও ইক পিশাচদ্বয়কে (অদভ্র ও উব) বলে, অতএব তোমার হিতবোধার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বাহীক) অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদির রূপগুণ ব্যবহার বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, হে বৎস, বেদোদিত ধর্ম্ম হইতে যে অন্য ধর্ম্ম হেয় তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট বোধ

হইতেছে, অর্থাৎ কর্ণপর্ব্বে মদ্রেশ্বর শল্যপ্রতি কর্ণবাক্যে উল্লেখিত হইয়াছে। যেহেতু সমস্ত ম্লেচ্ছরাজ্যের করভোক্তা শল্যরাজা, একারণ শল্যকে ম্লেচ্ছরাজা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, আর মদ্রাধীন জন্য প্রসঙ্গত ম্লেচ্ছদেশকে মদ্র বলিয়া মদ্রেশ্বরকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। যথা

বহিশ্চ নামহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ তয়োরপত্যং বাহীকানৈষাসৃষ্টিপ্রজাপতেঃ তেকথং বিহিতানধর্ম্মান জ্ঞাস্যন্তি হীনযোনয়ঃ। কর্ণপর্ব্বং।

বহি আর ইক, এই দুই পিশাচ বিপাশা নামে নদীতে বাস করিত অর্থাৎ বহিপুরুষ ইক তাহার স্ত্রী, বিপাশানদীতে বাস করিত ইত্যর্থে বিপাশা নামে কোন বিশেষ নদী ছিল তত্তীরস্থ উপবনে বাস করিত, তাহারদিগের যে সন্তান হইল সেই সন্তানদিগের নাম বাহীক, ইহারা বিধাতার সৃষ্ট নহে, তাহারা বিহিতধর্ম্ম অর্থাৎ বেদোদিত ধর্ম্ম কিরূপে জানিতে পারে, যেহেতু হীন যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল যদ্যপি বাহীক জাতিরা প্রজাপতি বিধাতার সৃষ্ট নহে এবং পিশাচপুত্র বলিয়া তাহারদিগের সম্বন্ধে বিহিত ধর্ম্ম নাই, তবে পিশাচ জাতিকেও দ্বিতীয় বিধাতা বলা সম্ভব হইল।

পরমহংসের উক্তি। যদিও বিধাতার সৃষ্টি বাহীক জাতি না হউক্ তথাপি ব্রহ্মার সৃষ্টির অন্তর নহে, যেহেতু উক্ত পিশাচদ্বয়ের স্রষ্টা বিধাতা হয়েন, ব্রহ্মার মনের কথা যাহা থাকুক্ কিন্তু প্রকাশিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় যবন ম্লেচ্ছাদির সৃষ্টি করেন নাই, সুতরাং পিশাচোৎপন্ন নিমিত্ত বিধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত বলিয়া বাহীক জাতিকে উক্ত করিয়াছেন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। যদি পিশাচাপত্য বাহীক জাতিকে শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন করুন, কিন্তু বাহীক জাতীই যে ম্লেচ্ছ যবন তাহার প্রমাণ কি, পুরাবৃত্তানু সন্ধায়িরা কহেন, যে পৃষধ্রুরাজার পুত্রেরা বশিষ্ঠশাপে যবনত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সগররাজা তাহারদিগের বেশ বিপর্য্যয় করতঃ নানা বন গিরিগহ্বর দ্বীপান্তরে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি কহিলেন যে পিশাচাপত্য বাহীক জাতীরা ম্লেচ্ছও যবন হয় ইহাতে অনেক গোলোযোগ উপস্থিত হইল, ইহার মিমাংশা করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসোক্তি। বাপুরে তুমি যে প্রশ্ন করিলে ইহা সর্ব্বদাই ভবদ্বিধ ব্যক্তিরদিগের সন্দেহের বিষয় বটে, যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রাভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞ, অতএব তোমার চিত্তস্থ সন্দেহাপ নয়নার্থ বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ। বাহীক জাতিই এক্ষণে ম্লেচ্ছ যবনাদিরূপে প্রথিত, পূর্ব্বজাত পৃষধ্রু রাজার পুত্রেরা যে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারদিগের

সমস্ত বিনাশ হইয়াগিয়াছিল, অবশিষ্ট দেশ বিশেষে যে কিঞ্চিৎ আছে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া কহিব প্রথমতঃ সগররাজা প্রায় নাশকরেন, অবশিষ্ট যাহারা, তাহারাও সগর-দত্ত স্থানে বাস করিয়া কিছু দিন পরে মারীভয়ে অর্থাৎ প্রবল হিন্দুরাজাদিগের হস্তে প্রায় বিনষ্ট হয় তৎকালাবধি তদ্দেশ শূন্য হইয়া অরণ্যভূত ছিল, কেবল বহি আর ইক এই দুই পিশাচই সকলস্থানে ভ্রমণ করিতঃ কিন্তু ইহারদিগের নিশ্চিত বাস বিপাশাতীরে ছিল, বহুকাল অবসান হইলে পরে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপরাজার সময় অনুমান এক্ষণ হইতে (৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর হইবে * ঐ বহি ও ইক হইতে

* এক্ষণে যাবনিক পুস্তক বাইবেল দৃষ্টে অনুমান করাযায়, যে বহি ও ইক এই দুই পিশাচকেই যবন ম্লেচ্ছেরা [আদম ও ইব বলিয়া থাকে] যেহেতু তৎকালে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য কোন ভাগেই দর্শন করে নাই, সুতরাং আদম আর ইবকে আদিমনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ধৃত করিয়াছে, ফলিতার্থ তাহারদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা নাট, তৎকালে দেশদর্শন বিষয়ে তাহারদের অজ্ঞতা যাহা হউক্ কিন্তু সে সময়ে যে অন্যান্য দেশ ছিল তাহার প্রমাণ ঐ বাইবেল পুস্তক, যখন আদমের পুত্র কইন ও হাবেল দুই ভ্রাতায় বিরোধ করিয়া এক ভ্রাতাকে নষ্ট করে, তখন অন্য ভ্রাতা পলায়ন পর হইয়া দেশা-ন্তরে লুক্কায়িত হইয়াছিল এমত উক্তি আছে, অপর দ্বাপরযুগের শেষে যে আদম জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ বাইবেল দৃষ্টে পরমায়ু সংখ্যায় প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ দ্বাপরযুগের মনুষ্যেরা সহস্রবৎ সরজীবিত থাকিত, আদম ইবও নয় শত কিয়ৎ বৎসর জীবিত ছিল

পুনঃ ম্লেচ্ছযবনের উৎপত্তি হয়, তাহারদিগেরই নাম বাহীক হইল, ক্রমে তাহারদিগের পুত্র পৌত্রাদিতে ভারতবর্ষের একাংশ পরিপূর্ণ হয়, এক্ষণে বাহীকেরাই ম্লেচ্ছ তাহার প্রমাণ দিতেছি, অর্থাৎ তাহারদিগের রূপগুণ ব্যবহার আচার বিচারের বর্ণনাতেই অনুভব করিতে পারিবে। যথা (দেবাকানিনিকাবাদে) দেববাক্য বিপর্য্যয় করিয়া বাক্য সর্জ্জন করে, ইত্যর্থে সংস্কৃত ভাষার বিপর্য্যয় করিয়া সংস্কৃতার্থে ধর্ম্মেরও বিপরীত করিয়াছে, তাহারদের বাক্য বিকৃতাকারে উচ্চারিত হয়, (বাহিকাকস্য কাহিবা) বাহীকের সহিত কাহার প্রীতি নাই, অর্থাৎ ইহারা কাহারও নহে শুদ্ধস্বার্থ সাধন তৎপর (দেবানৈষাঞ্চবেদাঞ্চ যজ্ঞায়তনমেবচ) বাহীকদিগের দেবনাই, বেদ নাই যজ্ঞাদি কিছুমাত্র নাই, শুদ্ধ দাসবৎ সর্ব্বত্রেই সকলের অন্ন ভোজনে সুখী হয়।

মিত্রধ্রুক্ মদ্রকোনিত্যং যোনোদ্বেষ্টিনম-

ইহাও সম্ভব, যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্ট বেদশাস্ত্র এবং শাস্ত্রাধ্যায়ী সভ্যের দর্শনাভাব প্রযুক্ত সর্পবিচ্ছেদ বর্জ্জিত পশুবৎ ভ্রমণ করিত, কালে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির সমাগমনে জ্ঞানাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হিতাহিত বোধ জন্মিল, সেই প্রস্তাবকেই বাইবেলে, [সর্পরূপী সয়তান বলিয়া থাকিবে] অর্থাৎ পিশাচের জ্ঞান কোন কালেই নাই, অনুমান করি, বিপ্র শাপাভিষিক্ত নহুষরাজা সর্পরূপী বনেবাস করিতেন, তাঁহার সন্দর্শনেই পিশাচদ্বয়ের জ্ঞান লাভ হয়।

দ্রকঃ। মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তিক্ষুদ্রবাক্যে নরাধমে॥ কর্ণপর্ব্বং।

মদ্ররাজ্যধীন বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি দেশকে মদ্রক কহিয়াছেন, শুদ্ধ তদধিপতি শল্য রাজাকে তিরস্কার করিয়াছেন এইমাত্র অর্থাৎ যে রাজ্যের করগ্রহণ যে রাজা করে, সে রাজা সেই দেশের পাপপুণ্য উভয়েরি ভোক্তা হয়, অতএব মদ্রাধীনে ম্লেচ্ছদেশেকেও মদ্র বলে, সেই ম্লেচ্ছদেশজাত জন সকল মিত্রধ্রুক অর্থাৎ যাহার সঙ্গে মিত্রতা করে পুনর্ব্বার তাহারি অহিত করণে প্রস্তুত হয়, তাহারদের দেশে সঙ্গতকার্য্য নাই অর্থাৎ সৌহার্দ্দ নাই অথবা শাস্ত্র বিহিতকার্য্য নাই, সকলেই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্রবাক্য অর্থাৎ অসত্য বাদী, নারাধম, যে ব্যক্তি পরদ্বেষ না করে তাহাকে বাহিক বলে না, ইত্যর্থে ম্লেচ্ছের স্বভাবই এই যে সাধুই হউক্ বা অসাধুই হউক্ কিন্তু সজ্জনের দ্বেষকরাই তাহারদিগের স্বভাব।

দুরাত্মা মদ্রকোনিত্যং নিত্যমানতিকো নৃজুঃ। যাদবন্তং হিদৌরাত্ম্যং মদ্রকেষ্বিতি নশ্রুতং। কর্ণপর্ব্বং।

মদ্রাধীন বাহীক দেশজাত মনুষ্যেরা অতিদুরাত্মা, নষ্টশীল, কুটিল দুরাচার, যত দৌরাত্ম আছে তাহার সকল

দৌরাত্ম্যই বাহীকদেশে অবস্থিত হয়, ইহারা কদাপি শর-লান্তঃকরণ নহে, সুতরাং তাহারদের দ্বারা সকলেরি অনিষ্ট হইতে পারে।

বয়স্যাভ্যাগতাশ্চান্যেদাসীদাসঞ্চ সঙ্গতং।
পুংভির্বিশ্রানার্য্যস্ত্বজ্ঞাতাজ্ঞাতা স্বয়েচ্ছয়া॥
কর্ণপর্ব্বং।

সখা কি অভ্যাগত দাসীদাস সকলেরি সহিত পান ভোজনের বাধা নাই এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ তাহাতে এমত বিবেচনা নাই যে পরিচিত কি অপরিচিত সকলেরি সহিত স্ত্রীজাতিরা স্বেচ্ছাবশতঃ বিহারে রত হয়, এমত বাহিকদেশ ব্যবহার সুতরাং তাহারদের ধর্ম্ম কি।

যেষাং গৃহেষ্বশিষ্টানাং শক্তুমৎস্যাশিনা-স্তথা। পীত্বাসীধুং সগোমাংসং ক্রন্দি-ন্তিচ হসন্তিচ॥ কর্ণপর্ব্বং।

এবম্ভূত অশিষ্ট অর্থাৎ অসভ্য ম্লেচ্ছজাতি (শক্তুমৎ-স্যাশী) মৎস্যচূর্ণ ভক্ষণশীল অর্থাৎ বহুকালীয় শুষ্ক মৎ-স্যকে চূর্ণ করিয়া যাহারা আহাব করে, অপিচ মৎস্যশক্তু-পদে, মৎস্যের আচারকে কহিয়াছেন। এবং যাহারা বন্যমধু অর্থাৎ ফলোদ্ভব মদ্যের সহিত গোমাংস ভক্ষণ

করত স্ত্রীপুরুষে একত্রিত হইয়া মত্ততা প্রযুক্ত কখন হাস্য কখন ক্রন্দন, কদাপি নৃত্য, কদাপি গান করে তাহারদিগের ধর্ম্মকে যদ্যপি সত্যধর্ম্ম বলাযায়, তবে আর অধর্ম্মের লক্ষণ কি। অপিচ

গায়ন্তিচাপ্যবদ্ধানি প্রবর্ত্তন্তেচকামতঃ।
কামপ্রলাপিনো ন্যোন্যং তেষুধর্ম্মঃ কথং ভবেৎ॥ কর্ণপর্ব্বং।

যাহারা স্বভাবতঃ অশিষ্ট সর্ব্বদা মদ্যমাংসাশী ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবর্ত্ত বৈধবৈধ বিচার শূন্য, মত্ততা প্রযুক্ত অসম্বদ্ধ কুৎসিত বাক্যে গীতাদি গায়, সকলেই পরস্পর কামপ্রলাপী অর্থাৎ আত্মাভিপ্রায় ভিন্ন কোন আলাপ করে না তাহারদিগের ধর্ম্ম কি। (মদ্রকেশ্বরলিপ্তেষু প্রখ্যাতশুভকর্ম্মসু নাপিবৈরং নসৌহার্দ্দং মদ্রকেষু সমাচরেৎ) হে মদ্রকেশ্বর প্রসিদ্ধ শুভকর্ম্ম হীন যে বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ, তদ্দেশজাত ব্যক্তিদিগের সহিত বৈর বা মৈত্রতা কিছুই কর্ত্তব্য নয় অতএব তুমি সেই দেশের রাজা তোমার ধর্ম্ম কিরূপে সাধুদিগের গ্রহণীয় হয়, তথাহি পাপদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছা ধর্ম্মাণামবিচক্ষণা ইতি) অতএব পাপদেশোদ্ভব ম্লেচ্ছজাতি ইহারা সমস্ত ধর্ম্ম বিষযে অবিচক্ষণ সুতরাং ম্লেচ্ছজাতিরা যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহা কোনমতেই সত্যধর্ম্ম নহে।

অথ মহোপনিষৎ।

ওঁ অথাতো মহোপনিষদমিদমেব বেদতদাহুরেকোহনারায়ণ আসীৎ॥ ১॥

অনন্তর প্রণবপূর্ব্বক * মহোপনিষৎ এই, ইঁহাকে জানহ সেই মহোপনিষদকে নারায়ণ বলেন, অর্থাৎ পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা নির্ব্বিকার সকলের সম্ভজনীয় † সেই এক নারায়ণই সকলের অগ্রে ছিলেন॥ ১॥

---

* উপনিষৎ শব্দে জ্ঞান, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা নারায়ণ, একারণ নারায়ণের নাম মহোপনিষৎ ইহার প্রমাণ মহাভারতীয় দ্রোণ পর্ব্বে ভূরিশ্রবা বধে ভগবান্ বেদব্যাস গোস্বামী ধৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ যৎকালে ভূরিশ্রবা সাত্যকির কেশ বামহস্তে ধৃত করিয়া প্রসারিত দক্ষিণহস্তে খড়্গ লইয়া সাত্যকির মস্তক ছেদনের উদ্‌যোগ করেন, তৎকালে অর্জ্জুন শাণিত শর দ্বারা তাঁার দক্ষিণ হস্ত ছেদ করিয়াছেন, ছিন্নহস্ত হইয়া ভূরিশ্রবা জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগযুক্ত মৌনাবলম্বী হইয়া মহোপনিষদকে ধ্যান করিয়াছিলেন। যথা (ধ্যাত্বামহোপনিষদং য়োগযুক্তো ভবন্মুনিরিতি) ইত্যর্থে মহোপনিষদ যে নারায়ণ, তাঁহার ধ্যানে যুক্ত হইয়াছিলেন এবং মহোপনিষৎ নারায়ণ প্রতিপাদক সংহিতাকেও মহোপনিষৎ বলেন।

† সেই নারায়ণই এক সকলের অগ্রে ছিলেন, অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বাগ্রে থাকেন, যথা (আত্মাবাইদমগ্র আসীৎনান্যং কঞ্চন মিষদিতি) তথাচ একের বিশেষণ (সদেবমগ্র আসীদেকবাদ্বিতীয়মিতি) জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনি এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ তদ্ভিন্ন বস্তুস্ত

নব্রহ্মা নঙ্গশানোনাপোনাগ্নাযোমৌনইমে-দ্যাবা পৃথিবীননক্ষত্রাণি নসূর্য্যঃ সএকাকী নরমেত॥ ২॥

যৎকালে কেবল নারায়ণমাত্র ছিলেন তৎকালেব্রহ্মা কি শিব ছিলেননা, এবং জল অগ্নি বায়ু পৃথিবী আকাশ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি কিছুমাত্র ছিল না, কেবল একমাত্র নারায়ণ, তিনি তৎসময়ে * একাকী থাকিতে সুখী হইলেন না॥ ২॥

তস্যধ্যানান্তস্থস্য যজ্ঞোস্তোমমুচ্যতে॥ ৩॥

ভগবান্ নারায়ণের মনধ্যানস্থ হইলে মনে হইতে যজ্ঞ ও স্তোম উক্ত হইল অর্থাৎ যজ্ঞ শব্দে অগ্নিষ্টোম দর্শপৌর্ণমা-সাদি, স্তোম শব্দে স্তুতি, অর্থাৎ ব্রহ্মেরস্বরূপ লক্ষণাবৃত্তি॥৩॥

তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দ্দশাজায়ন্তএকাকন্যেতি॥ ৪॥

মাত্র ছিল না ইহা শ্রুত্যন্তরেও অনুশাসন করিয়াছেন, সুতরাং শ্রুত্য-ভিপ্রায়ের এক বাক্যতা প্রযুক্ত নারায়ণই সকলের অগ্রে ছিলেন।

* ইহা শ্রুত্যন্তরে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকাদিতে কহিয়াছেন। যথা (সএকাকীনরমেত) তথাহি (সোহকাময়ত অহংবহুস্যাং প্রজায়েয়েতি) আত্মা একাকী থাকিতে সুখী না হইয়া কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেন আমি অনেক হইব সুতরাং তৎকালে নারায়ণ অনেক হইবার সংকল্পে ধ্যানস্থ হইলেন।

সেই যজ্ঞ স্তোম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ, আর একাকন্যা জন্মিল, তাহার বিস্তার শ্রবণ করহ ॥ ৪ ।

দশেন্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজোদ্বাদশ-মহঙ্কারস্ত্রয়োদশং প্রাণশ্চতুর্দ্দশ আত্মা পঞ্চ-দশীবুদ্ধিরিতি ॥ ৫ ॥

* ইন্দ্রিয় দশ, মন এক, তেজ দ্বাদশ, অহঙ্কার ত্রিয়োদশ, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ আর একাকন্যা বুদ্ধি, এতৎ সমষ্টি পঞ্চ-দশ লক্ষণাক্রান্ত আত্মা হইলেন ॥ ৬ ॥

ভূতানিপঞ্চ তন্মাত্রাণিপঞ্চ মহাভূতানি স-একঃ পঞ্চবিংশতিঃ পুরুষস্তৎপুরুষস্তং পু-রুষং ॥ ৬ ॥

পঞ্চভূত, তন্মাত্র পঞ্চ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তন্মাত্র গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ মহাভূত সেই এক নারায়ণ হয়েন, উপরিউক্ত পঞ্চদশের সহিত পঞ্চ-বিংশতি রূপ নারায়ণ, ইহাকেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পুরুষ, সেই পুরুষ ইত্যর্থে (তৎপুরুষ তং পুরুষং) উক্ত করাতে তত্ত্ব মস্যার্থ নিষ্পাদিত হইয়াছে,

---

* ইন্দ্রিয় দশ পদে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ এই দশেন্দ্রিয়।

অর্থাৎ * তংপুরুষ পরমাত্মা তৎপুরুষো জীবঃ অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা, যে আত্মা সেই জীবঃ সুতরাং পরমাত্মাই এতজ্জগদ্রূপে বিস্তৃত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

পুরুষে পুরুষোনিবেশ্যো নাস্যপ্রধান সংবঁৎসরাজায়ন্তে সংবৎসরাদবিজায়ন্তইতি ॥ ৭ ॥

+ পুরুষে পুরুষ নিবিষ্ট হইয়া এই সমস্ত জগতের সজ্জন করেন, যদিও জীবে আত্মাতে অভেদ ব্যাখ্যা ক ়েন্ তথাপি আত্মার নিকট জীবের প্রধানতা নহে, অনন্তর সংবৎসরাদি সময়রূপে আত্মার বিস্তৃতি হয়, সংবৎসর হইতে সকল সময় হইল ॥ ৭ ॥

ইতি মহোপনিষদি ১ অধ্যায়ঃ।

---

* তংপুরুষং শব্দে নারায়ণাখ্য আত্মা, তৎপুরুষ পদে শিবাখ্য জীব, যেহেতু শিবের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিতে, তৎপুরুষ, সদ্যজাত, অঘোর বামদেব নাম উল্লেখিত হয, সুতবাং তৎপুরুষ শব্দে শিবকে ক হয়াছেন, অন্যদপি (যএজীবস্তত্রশিবইতি শাসনান্তরং) এবম প জীবাত্মার অভেদার্থে হরিহর.ক অভেদরূপে বর্ণন ক.রন। যথা (অভেদঃ শিব রামযোঃ)

+ পুরুষ শব্দে জীব আর পুরুষ আত্মা অর্থাৎ জীব শব্দে মনুষ্যাদি পব, বস্তুত মনুষ্যে প্রবিষ্ট হইযা মনুষ্য দ্বারা জগতের উৎপাদক হয়েন।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্বয় মুদ্রিতা হইযা পাতুরিয়াঘাটাব শ্রীযুত বাবু শিবচবণ কাবক্ষবমাব বাটী হইতে বন্টন হয।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোণাহাট প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার

গতবারের শেষঃ।

অথ মহোপনিষৎ।

অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোহন্যৎকামোমন-সাধ্যায়ত ॥ ১ ॥

ভুতাদি ইন্দ্রিয়কাল সৃষ্ট্যনন্তর নারায়ণ পুনঃকামনা করিলেন, তদর্থে শ্রুতি সংবাদ করেন। যথা (অথ পুনরিতি) অনন্তর জগদাত্মাস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিকার নারায়ণ

স্বমনে অন্যৎকামনা করতঃ ধ্যান করিলেন, অর্থাৎ আমি এতদ্ভিন্ন অন্য সৃষ্টি করিব ॥ ১ ॥

তস্যধ্যানান্তস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোজায়ত ॥ ২ ॥

অনন্তর ধ্যানান্তস্থ ভগবান্ নারায়ণের ললাট ফলক হইতে * এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, সেই পুরুষ সাক্ষান্নারায়ণ রূপ ত্রিলোচন ত্রিশূলপাণি ॥ ২ ॥

বিভ্রংশ্রীসত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপোবৈরাগ্যং মন ঐশ্বর্য্যং সপ্রণব ব্যাহৃতয় ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্বাঙ্গিরসঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসিতান্যঙ্গে-শাশ্বতানি ॥ ৩ ॥

সেই উৎপন্ন পুরুষের অঙ্গে বিভূষণস্বরূপ † সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপ, বৈরাগ্য, মনঐশ্বর্য্য, প্রণব পূর্ব্বক ব্যাহৃতি এবং শাশ্বত

* নারায়ণ হইতে এই পুরুষ পুত্রবৎ জন্মগ্রহণ করিলেন এমত অভিপ্রায়ে শ্রুতি কহেন না, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন নারায়ণই এইরূপে প্রকাশ হয়েন যদি বল ব্রহ্মের রূপান্তর হওয়া শ্রুতি বিরুদ্ধঃ উত্তর, ইহাতে শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় না, অনন্তশক্তিক পরমেশ্বর এক হইয়াও অনেক হইয়াছেন। যথা শ্রুতিঃ [সএকধাদ্বিধাত্রিধাসপ্তধেত্যাদি] সেই এক কার্য্যানুরোধে এক, দুই, তিন, সপ্তাদি বিভাগে বিভাগিত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত তাঁহারস্বরূপের নাশ নাই।

† সত্যাদি ভূষণ পদে [সত্য] মিথ্যার উপরতি [ব্রহ্মচর্য্য] নিয়ম বিশেষঃ [তপঃ] কলাকাষ্ঠাদিরূপে ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা শরীর শোষণ

ঋগ্‌যজুঃ সাম, অথর্ব্বাঙ্গিরসাদি সকল ছন্দ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ বেদান্তস্মৃত্যাদি সংহিতা সকল বিভূষণ অর্থাৎ জ্ঞানঘন বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপের নাম শিব তাঁহার প্রাকৃত শরীর নহে, শাশ্বত জগদ্রূপে ভাসমান্ একারণ শিবকে জ্ঞানপ্রদাতা কহিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামোমন সাধ্যায়ত ॥ ৪ ॥

অনন্তর নারায়ণাখ্য পরমপুরুষ অন্যৎ সৃষ্টি করিতে মনে কামনা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ॥ ৪ ॥

তস্যধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ স্বেদোঽপতৎ তাইমাঃ প্রততস্ত আপঃ তাসুতেজো হিরণ্ময়মণ্ডং ততোব্রহ্মাচতুর্মুখোঽজায়ত ॥ ৫ ॥

ধ্যানস্থ ভগবান্ নারায়ণের কামনামাত্র পুনর্ব্বার তাঁহার

[বৈরাগ্য] বিরাগ [ঐশ্বর্য্য] অনিমাদিসিদ্ধিঃ [প্রণবপূর্ব্বক ব্যাহৃতি] ভূর্ভুবস্বঃ ইত্যাদি অর্থাৎ বিরাট [ষড়ঙ্গবেদাদি] ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, চতুর্ব্বেদ [বেদাঙ্গ] শিক্ষা পদার্থবিদ্যা [কল্প] শিল্পবিদ্যা [ব্যাকরণ] শব্দশাস্ত্র [নিরুক্ত] বেদার্থ বোধিকাবিদ্যা যাস্কাদি ঋষি প্রণীত (ছন্দঃ) গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ, উষ্ণীক, বৃহতী, অনুষ্টুভাদি, (জ্যোতিষ) খগোলবিদ্যা।

* ললাট হইতে স্বেদবিন্দুপাত হয়, তাহাতে কারণ রূপ জল উৎপন্ন হইল, সেই জলে নারায়ণ স্বকীয় তেজরূপ বীজ বপন করাতে স্বর্ণবর্ণ এক অণ্ড উৎপন্ন হয়, সেই অণ্ড মধ্যে ভগবান্ চতুর্মুখ আদিদেব ব্রহ্মারূপে উৎপন্ন হইলেন ॥৫॥

সোঽধ্যায়ত পূর্ব্বামুখোভূত্বা ভূরিতিব্যাহৃতি র্গায়ত্রং ছন্দঋগে্বদঃ ॥ ৬ ॥

সেই ব্রহ্মা পূর্ব্ব মুখ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, (যে আমি কে কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইলাম) অতএব এতচ্চিন্তা মাত্র, ভূব্যাহৃতি, গায়ত্রচ্ছন্দ, ঋগ্বেদ ঐ পূর্ব্ব মুখ হইতে উৎপন্ন হইল ॥ ৬ ॥

পশ্চিমামুখোভূত্বা ভুবইতি ব্যাহৃতিস্ত্রৈষ্টুভং ছন্দোযজুর্ব্বেদঃ ॥ ৭ ॥

* ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দুপাতে জল জন্মিল, ইহাতে ভগবানকে শরীরী মান্য করিযাছেন। অন্যদপি এই সকল শ্রুতির ভাষ্য প্রাপ্ত না হওয়া যাউক, কিন্তু মূলবেদ বাক্য তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু আদিপুরুষ মনুর প্রমাণে এই শ্রুতিকে বলবতী বোধ হইতেছে কেন-না ভৃগুপ্রোক্তা মনু সংহিতাতে লিখিযাছেন। যথা (অপএব সসর্জ্জাদৌতাসুবীজমবাসৃজৎ তদণ্ড মভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমঃপ্রভঃ। তস্মিন্ জজ্ঞেস্বয়ং ব্রহ্মেত্যাদি) আদৌভগবান্ জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বকীয় তেজস্বরূপবীজ বপন করাতে সূর্য্যের তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট এক স্বর্ণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয়, সেই অণ্ড মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ ব্রহ্মারূপে জন্মিলেন।

পুনরপি ব্রহ্মা পশ্চিমমুখ হইয়া চিন্তা করিবামাত্র, ভুব ব্যাহৃতি, ত্রিষ্টুভছন্দ, যজুর্ব্বেদের উৎপত্তি হয় ॥ ৭ ॥

উত্তরামুখোভূত্বা স্বরিতি ব্যাহৃতি র্জাগতং ছন্দঃ সামবেদঃ ॥ ৮ ॥

তদনন্তর উত্তরমুখে চিন্তা করিতেং তন্মুখ হইতে স্বঃব্যাহৃতি, জগতিছন্দ, সামবেদ সমুদ্ভূত হইল ॥ ৮ ॥

দক্ষিণামুখোভূত্বা জনইতিব্যাহৃত্যনুষ্টুভং ছন্দোঽথর্ব্ববেদঃ ॥ ৯ ॥

* পুনর্ব্বার দক্ষিণামুখ হইয়া চিন্তা করিবামাত্র সেই মুখ হইতে জনব্যাহৃতি, অনুষ্টুভছন্দ, অথর্ব্ববেদের উৎপত্তি হয় ॥ ৯ ॥

---

* এই অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি চারিবেদ ব্রহ্মার চারি মুখে হইতে উৎপত্তি হয়, এবং অগ্নিও ব্রহ্মার মুখে উৎপন্ন ব্রাহ্মণও মুখে জন্মেন একারণ বেদব্রাহ্মণ অগ্নিকে এক রূপ মান্য করাযায়, এবং এক স্থান জাত প্রযুক্ত বেদাগ্নিকার্য্যে ব্রাহ্মণেরি অধিকার, অগ্রজন্মা অগ্নি ও বেদ একারণ ব্রাহ্মণের গুরু বেদ এবং অগ্নি হইলেন, আর ক্ষত্রাদি জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ণের গুরু যেহেতু সকলের অগ্রে উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাতে ব্রাহ্মণাদি জাতিকে কার্য্য দেখিয়া কল্পনা করিয়াছেন এমত নহে ইহা। ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গাদি হইতে জন্মিয়াছেন তন্নিমিত্তই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, নচেৎ ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মযাজন করিলেই যে সকলকে ব্রাহ্মণ বলিবে এমত

সহস্রশীর্ষং দেবং সহস্রাক্ষং বিশ্বসম্ভবং বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিং বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতে ॥ ১০ ॥

সকলের আদি সেই নারায়ণ ইহা শ্রুতিসংবাদ করিয়াছেন। যথা (সহস্রশীর্ষমিত্যাদি)

সহস্রশীর্ষ, দেব, অর্থাৎ স্বভাসায়দেদীপ্যমান্ সহস্রাক্ষ, বিশ্বসম্ভব অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং বিশ্ব হইতে তিনি পরম নিত্য অথচ বিশ্বরূপী নারায়ণ সেই হরিতে এই বিশ্ব অবস্থিতি করে, অতএব আদি পুরুষ নারায়ণাখ্য আত্মা রূপে, বিশ্বকে উপভোগ করেন ॥ ১০ ॥

ইত্যর্থে নারায়ণ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, নারায়ণে স্থিতি, নারায়ণে লয়, এবং নারায়ণ বিশ্বরূপী ইহাতে কোন আপত্তি নাই। যথা শ্রুতিঃ (সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মেতি (যতোইমানি ভূতানিজায়ন্তে যত্রজাতাজীবন্তি যৎপ্রতিযন্তীতি) যিনি এই

বিধি নাই, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়শরীরে সকল বেদই পাঠ করিতেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত কতই বা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণবৎ তেজঃ প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

বিশ্বরূপী, যাহাতে উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি, যাহাতে লয়, তিনিই নারায়ণ ॥ ১০ ॥

কদং বিশ্বেশ্বরং সমুদ্রেকং বিশ্বরূপিণং। পদ্মকোষ প্রতীকাশং লম্বত্যাকাশ বিদ্যা-কোষ সমন্বিতং হৃদয়ঞ্চাপ্যধোমুখং ॥ ১১ ॥

* উদ্রিক্ত এক পুরুষ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপী অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপী তথাপি তিনি জীবের † হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। সেই হৃদয় দহরের লক্ষণ কহিতেছেন, পদ্মকোষের ন্যায়

---

* উদ্রিক্ত পদে সকলের আধার অথচ আধেয় রূপে সংস্থিত অর্থাৎ তিনি সকলের অতিরিক্ত তাঁহার সাদৃশ্য দেওযাযায় না। ইত্যর্থে সকলের বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা মন্তব্য নহেন, সুতরাং তিনি কখন কোনরূপ কখন বা কোন কার্য্য করেন, তাহা কেহই জানিতে পারে না একারণ উদ্রিক্ত পুরুষ অবাংমনসোগোচর বলিয়া অতীন্দ্রিয় রূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন, নচেৎ এককালিন তাঁহার রূপাদি নাই ইহা বেদের তাৎপর্য্য নহে।

† সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, ইহাতেই আধার আধেয় রূপে এক নারায়ণকেই কহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ আছে ইত্যর্থে তিনি সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন, তিনি সকলের হৃদয়ে অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধ দশাঙ্গুলাভ্যন্তরে অনাহতাখ্য চক্রে অব-স্থিত এতৎ বাক্যে ব্যাপ্যরূপে পরিচ্ছিন্ন বর্ণন করা হইল। যথা (সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্যা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলং) তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ, সকল ভূমিকে ব্যাপিয়াও নাভির উপরি দশাঙ্গুল স্থানে অবস্থিতি করেন।

অর্থাৎ উৎফুল্ল পদ্মের কর্ণিকাকায় বিদ্যাকোষ সমন্বিত অ-র্থাৎ * জ্ঞানময়কোষ সংযুক্ত অধোমুখ হৃদয়পদ্ম ॥ ১১ ॥

সন্তত্যৈশীৎকরাভিশ্চ তস্যমধ্যে মহানর্চ্চি র্বিশ্বার্চ্চি র্বিশ্বতোমুখং ॥ ১২ ॥

উপরিউক্ত হৃদয় স্থানে অত্যন্ত আশ্চর্য্যকার্য্যের উদয় অর্থাৎ যে খানে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি প্রভৃতির এককালে সমান প্রতি-ভাপায়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (সন্তত্যৈইতি)

† চন্দ্রের সুধায় অবিরত হৃদয়পদ্ম অভিষিক্ত হইতেছে, এবং ‡ প্রখর সূর্য্যের তীব্র কিরণ দ্বারা নিরন্তর হৃৎপদ্মকে প্রফুল্ল করিতেছে ॥ বৈশ্বানরাখ্য বিশ্বার্চ্চি বিশ্বতঃমুখ মহান্ অগ্নি জাজ্জ্বল্যমান এবং ভূত হৃদয় সরসিরুহ কর্ণিকার মধ্যে অদ্ভূত স্থান ॥ ১২ ॥

---

* জ্ঞানময়কোষ পদে পঞ্চকোষের মধ্যে চতুর্থ কোষকে জ্ঞানময় কোষ বলেন, অর্থাৎ প্রাণময় কোষ হৃৎপদ্ম বিজ্ঞানময় কোষের সহিতযুক্ত সুতরাং হৃৎপদ্মকে ইষ্টদেবতার পীঠ বলিয়া সকল শাস্ত্রে ধৃত করেন, হৃদয়ে আত্মার স্ফূর্ত্তি হইলেই চরম আনন্দময় কোষের সম্পত্তি লাভ হয়।

† চন্দ্রের সুধায় অভিষিক্ত পদে চন্দ্রনাম্নী ঈড়া নাড়ী সমস্ত রসে প্লাবন করেন।

‡ সূর্য্য পদে পিঙ্গলা নাড়ী শোণিত বহন করতঃ হৃদিস্থ রক্তস্থলকে পুষ্টি করিতেছেন।

॥ বৈশ্বানরাখ্য অগ্নি পদে সুসুম্না নাড়ী বিধূমাগ্নিবৎ অর্চ্চিষ্মতী অর্থাৎ মহাদীপ্তিমতী তন্মধ্যস্থিত অনাহতাখ্য প্রধান চক্র।

তস্যমধ্যে বহ্নিশিখায়োর্দ্ধ্বব্যবস্থিতা। তস্যৈশিখায়ে মধ্যে পুরুষঃ পরমানন্দ পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

সেই পরমানন্দধাম হৃদয় * বৈশ্বানারাখ্যাগ্নির যে শিখা ঊর্দ্ধ্বভাগে গমন করিয়া সংস্থিতা হইয়াছে সেই শিখার মধ্যে পরমপুরুষ পরমানন্দময়, পরমাত্মা অবস্থিতি করেন ॥ ১৩ ॥

সব্রহ্মা সঈশানঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ স্বরাট্ ॥ ১৪ ॥

উপরিউক্ত ব্রহ্মপুরস্থিত পরমপুরুষ যাঁহাকে পরমাত্মা নারায়ণ বলিয়া সর্ব্ববেদে উক্ত করেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ঈশান অর্থাৎ শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর অর্থাৎ নিত্যসত্য, তিনিই পরম পবিত্র তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বভাসাতে ভাসিত ॥ ১৪ ॥

যইদং মহোপনিষদং ব্রাহ্মণোঽধীতে অ-

---

* বৈশ্বানরাখ্যাগ্নি পদে মহান অস্থিমর্তী সুসুম্না নাড়ী ঊর্দ্ধনাল যাহাকে আনন্দময় কোষ বলে অর্থাৎ শিবঃস্থিতাধোগ্রথ কমলকর্ণিকাতে সংলগ্ন হইয়াছে, তৎকর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশ দলাভ্যন্তরে অষ্টদলান্বিত ব্রহ্মাসন মহাপদ্মে পরাৎপর পরমানন্দময় জ্ঞানস্বরূপ পরমপুরুষ পরমাত্মার নিত্যাধিষ্ঠান।

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়োভবতি। অনুপনীত উপনীতোভবতি॥ ১৫॥

যে ব্রাহ্মণ এই মহোপনিষদকে নিত্য অধ্যযন করেন, তিনি অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয় হয়েন অর্থাৎ বৈদিক কার্য্যের অননুষ্ঠানেও অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়েন, এবং যে ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন না হইযা থাকে এই উপনিষদ অধ্যয়নে সেই ব্রাহ্মণ বালক উপনীতের ন্যায় ক্ষমতাকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৫॥

সবায়ু পুতোভবতি। সসূর্য্যপুতোভবতি। সসোমপূতোভবতি। সসত্যপুতোভবতি। সর্ব্বৈর্দেবৈর্জ্ঞাতোভবতি। সসর্ব্বৈর্বেদৈরনুধ্যাতোভবতি। সসর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতোভবতি। তেনসর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টংভবতি॥ ১৬॥

যিনি এই বেদের শিরোভাগ মহোপনিদষকে অধ্যযন করেন, তিনি বায়ু কর্ত্তৃক পবিত্র এবং সূর্য্য, চন্দ্র সত্যপুত হয়েন, অপিচ সকল দেবতারা তাঁহাকে জানেন, তিনি সর্ব্ব-বেদাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হয়েন এবং সর্ব্ব তীর্থস্নানের ফল আর সদক্ষিণ সমস্ত যজ্ঞের ফল সম্প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৬॥

গায়ত্র্যা ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তীতি-হাসপুরাণানাং রুদ্রাণানাং শতসহস্রাণি জপ্তানিভবন্তি। প্রণবানামযুতং জপ্তং ভবত্যা চক্ষুষঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাত্যাসপ্তমাৎপুরুষ যুগাৎ পুনাতি ॥ ১৭ ॥

এই মহোপনিষদ অধ্যয়নে ষষ্টিসহস্র গায়ত্রী জপ, সকল ইতিহাস পুরাণপাঠের আর রুদ্রগীতাদি শতসহস্র জপের ফল প্রাপ্ত হয়েন, এবং অযুত প্রণব জপেব ফল প্রাপ্ত হয়েন, আচক্ষুষঃ অর্থাৎ চক্ষুর বিষয়ভূত পাতকমাত্রই নাশ পায়, অপিবা যুগযুগান্তর কৃতপাতক হইতে তাহার সহিত তাহার দ্বিসপ্তপুরুষ পবিত্র হয় ॥ ১৭ ॥

ইত্যাহ ভগবান্ হিরণ্যগর্ব্ভো জাপ্যেনামৃ-তত্বং গচ্ছতীতি অমৃতত্বং গচ্ছতীতি ॥ ১৮ ॥

ইহা ভগবান্ হিরণ্যগর্ব্ভ অর্থাৎ বেদবক্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কহেন যে মহোপনিষদ অধ্যায়ন করিলে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অমরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ইতি মহোপনিষৎ সমাপ্তা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাসায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোমাহাট প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮৭ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ আশ্বিন শুক্রবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ব্রহ্মণ্ ধর্ম্মবহিস্কৃত ম্লেচ্ছদেশ আপনি যে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যবন ম্লেচ্ছজাতি সমষ্টির ব্যবহার কথন হইল, কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে ইহার মধ্যে কে যবন, কে ম্লেচ্ছ, আর যবনাদির কি ব্যবহার ম্লেচ্ছেরই বা ব্যবহার কি।

পরমহংসোক্তি। হে পুত্র, যবন ও ম্লেচ্ছ এক জাতি তাহার বিশেষ কিছুমাত্র নাই, অর্থাৎ যবনকেই ম্লেচ্ছ বলে, কালভেদে ঐ যবনজাতিই নানাসংজ্ঞায় বিভক্ত, ফলিতার্থ ভেদনাই, সময়েং একং জন যবন বলিষ্ঠ হইয়া আপনার মত চালাইবার নিমিত্ত দলবদ্ধ করিয়া একং যুথ হইয়া পৃথক্‌ং সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ দেখাই, যখন সকল ম্লেচ্ছ ও সকল যবনেরাই এক আদমকে মনুষ্যোৎপাদক বলিয়া জানে তখন আদমসন্তান হইয়া তাহারদিগের ভিন্নং সংজ্ঞার বিষয় কি, শুদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দেশেং বাসের নিমিত্ত পৃথক্‌ং আচার ব্যবহার রীতিনীতির ঘটনা হইয়াছে, যবনদেশীয় একং মহানুব্যক্তি যথা ইব্রাহীম, মূষা, মহম্মদ প্রভৃতিরা স্বকপোলকল্পিত একং মতস্থাপনা করিয়া একং দেশে বাস করতঃ পৃথক্ জাতিরূপে খ্যাত হইয়াছে, মূষা ইব্রাহীমের মতে হিবরু প্রভৃতিরা অবস্থিত, মহম্মদের কল্পিত মতস্থ ব্যক্তিরা মাহম্মদীয়ান্ অর্থাৎ (মুসল্‌মান) নামে খ্যাত, এক্ষণে সেই মুসল্‌মানদিগকেই সর্ব্বসাধারণে যবন বলিয়া থাকে, ফলিতার্থ এক জাতিই তাহাতে বিশেষনাই, কিঞ্চিৎবিশেষ এই যে পূর্ব্ব যবনাপেক্ষা মহাম্মদীয়ান্ যবনেরা আহার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ নিয়ম বদ্ধ করিয়াছে, পূর্ব্ব যবনেরদিগের তন্নিয়মাভাব, তন্নিমিত্তই তাহারদিগকে ম্লেচ্ছ বলে।

ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। যদ্যপি ম্লেচ্ছ যবন এক জাতিই

হয বিশেষ না থাকে তবে তাহারদিগের বাস স্থানের নিরূপণ কোথায, আর সেই দেশেরই বা নাম কি।

পরমহংসোক্তি। হে বৎস, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ এই যজ্ঞিয় দেশের অন্তরে যে দেশ তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলে, সেই ম্লেচ্ছ দেশের নাম বাহীকদেশ, ঐ বাহীক দেশের এক নাম (আবট্ট) প্রাচীন ম্লেচ্ছারা (আবর্ত্ত) বলিত, এক্ষণ বহুবাজ পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাহাকেই (আরব) বলে, ঐ আরবের অধীন সমস্ত ম্লেচ্ছদেশ একারণ সমস্ত যাবনিক দেশই আবট্ট নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ মরণানন্তর যাহারদিগের পৃথিবী তলে গর্ত্ত করিয়া গতি করে, তাহারদিগের নাম আবট্ট, অতএব আবট্ট জাতির বাস জন্য দেশেরও নাম আবট্ট, অর্থাৎ (অবট শব্দে গর্ত্ত) গর্ত্তেগতি হয় এপ্রযুক্ত আবট্ট নাম হইয়াছে, ফলিতার্থ গর্ত্তেগতি যত জাতির হয়, সেই সকল জাতিকেই ম্লেচ্ছ বলাযায়।

ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল সনাতন ধর্ম্মের অধিষ্ঠিত যজ্ঞিয় দেশ কাহাকে বলি, আর তাহার অন্তর ম্লেচ্ছদেশই বা কাহার নাম, শুশ্রূষু ব্যক্তির সম্বন্ধে কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসোক্তি। হে পুত্র, শ্রবণ করহ (যত্রদেশেমৃগঃ কৃষ্ণস্তত্রধর্ম্মঃ সনাতনঃ) যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ আছে সেই দেশের ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্মঃ। তথাহি (সরস্বতী দৃশদ্বত্যো-র্দেব নদ্যোর্যদন্তরং। তংজ্ঞেয়ং যজ্ঞিয়ং দেশং ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃপরং) সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দেবনদীদ্বযের মধ্য-

বর্ত্তী দেশের নাম যজ্ঞিয়দেশ অনন্তর ম্লেচ্ছদেশ, তন্মধ্যে এই আকাংক্ষা রহিল যে কেবল সরস্বতী ও দৃশদ্বতী সীমা-বন্ধের কারণ নহেন ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ যজ্ঞিয় দেশের মধ্যে উত্তম, অনন্তর বৈদিক দেশের সীমাবন্ধ করিয়াছেন। যথা (পূর্ব্বে কিরাতাযস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ অন্ধ্রাদক্ষিণতোজ্ঞেয়া স্তুরুষ্কাস্ত্বপিচোত্তবে।) পূর্ব্বে কিরাত অর্থাৎ ব্রহ্মাদিদেশ, পশ্চিমে যবন, অর্থাৎ আবর্ত্ত দেশ, দক্ষিণে অন্ধ্র, উত্তরে তুরস্ক, ইহার মধ্যদেশ যজ্ঞিয়, সুতরাং সিন্ধুনদীর পরপার ম্লেচ্ছদেশ, একারণ হিন্দুস্থানের সংসর্গচ্ছেদ হইয়াছে, তৎসান্নিধ্য প্রযুক্ত * অপগণ, আবর্ত্ত, শূদ্র, আভীরাদি দেশকে যবনদেশ বলে, তদতিরিক্ত + ক্রৌঞ্চ, ইন্দুদ্বীপ লৌকিক কুহক স্ূর্য্যারিক তুরুষ্কাদি দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলে, তাহার প্রমাণ বিশেষ করিয়া কহিতেছি। যথা

বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়াচ বহিষ্কৃতা সরস্বত্যা যমুনয়াকুরুক্ষেত্রেণ চাপিবা পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেন্তরস্থিতাঃ। তান্

---

* অপগণ পদে, আফগান, অর্থাৎ কাবুল, আবর্ত্ত পদে আরব, শূদ্র পদে মক্কা, আভীর পদে মদীনা।

+ ক্রৌঞ্চ পদে, জরমেন, ইন্দুদ্বীপ পদে, ইংলণ্ড, লৌকিক পদে, জুদেশ অর্থাৎ ইহুদীর দেশ, কুহক পদে, ফ্রান্স দেশ, স্ূর্য্যারিক পদে, এফরিকা, তুরস্ক পদে, তুরকী, ইদানীং টরকী বলে।

ধর্ম্ম বাহ্যান্ শুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥　　কর্ণপর্ব্বং।

* হিমালয় এবং গঙ্গা সরস্বতী, যমুনা, কুরুক্ষেত্র এই পঞ্চ মহাতীর্থের বাহির, এবং ষষ্ঠ সিন্ধুনদীর পরপারে যাহারদিগের বাস এমত বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতিরা ধর্ম্মের বহিষ্কৃত, সর্ব্বদা অশুচী তাহারদিগের সহিত ধার্ম্মিকেরা আলাপ কি সংসর্গ করেন না, তাহারা সর্ব্বতঃ প্রকারে পরিবর্জ্জনীয়।

ইত্যর্থে আবট্টদেশ অর্থাৎ বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদেশে কদাপি ধর্ম্ম নাই, তাহারদিগকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া বিচক্ষণেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদিও কদাচিৎ ম্লেচ্ছ মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক রূপে কি ধর্ম্মযাজন করিতে দেখাযায়, সে শুদ্ধলোক প্রতারণামাত্র, তাহার সহিত কোন ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই, স্বভাবতঃ ম্লেচ্ছজাতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, প্রতারক, পাষণ্ড, স্বার্থসাধন তৎপর, নৈকৃতিক, হৈতুক অর্থাৎ হেতুবাদ কুশল, যাহাকে পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী বলে, সর্ব্বদাহিংসক, অর্থাৎ যতহিংস্র পৃথিবীতলে আছে, সে সকলের হইতে

* হিমালয় হইতে বাহির পদে, হিমের অন্তর নহে যেহেতু হিমকেন্দ্র নিবাসী ম্লেচ্ছ, শুদ্ধ হিমালয়ের যে ভাগে পুণ্যতীর্থের অবস্থান তৎস্থান হইতে পরিত্যজ্য আর গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কুরুক্ষেত্র হইতে এক কালেই পরিত্যাজ্য।

ম্লেচ্ছজাতীয়েরা প্রগাঢ় হিংস্র, অতএব ইহারদিগের সহিত ধার্ম্মিকের প্রীতি হইতে পারে না, এই আবর্ত্তদেশ সিন্ধুনদীর পরপারে নদীপর্ব্বত সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি স্থানকে বলে, অর্থাৎ যাহারা গর্ত্তে গতি করে তাহারদিগেরই নাম আবর্ত্ত ইহাতে ইরাণ, তুরাণ, কাবুল, আরব, মক্কা, মদীনা, এফরিকা, জ্ফ্রান্স, পোর্ত্তুগীষ, গ্রীক, রোম, জরমেন, ইংলণ্ড, রুসিয়া প্রভৃতিদেশকে বাহীকাখ্য আবর্ত্তদেশ বলে, তন্মধ্যে আর্য্যম্লেচ্ছ, ও জার্ত্তিকম্লেচ্ছ এই দুই ভাগেভুক্ত আর্য্যম্লেচ্ছ পদে মহাম্মদীযান্ তদন্যৎ জার্ত্তিকম্লেচ্ছ, এসকলেরই রাজাশল্য এবং গান্ধাররাজা শকুনি, একারণ এই দুই দেশকেও ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিক বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ আপনার উক্তিমত ম্লেচ্ছজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত জ্ঞান হইল, এবং ব্যবহার রীতিচরিত্রও দেখিতেছি, কিন্তু ইহারদিগের রূপগুণ ব্যবহার আহার বিহার পরিচ্ছদাদি কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসোক্তি। রে বৎস, শ্রবণ করহ * আর্য্য ও † জার্ত্তিক এই দুই ম্লেচ্ছেরদের বিভাগার্থ মধ্যস্থানে দেশ

---

* আর্য্যম্লেচ্ছ, মহাম্মদীয়যবন, এক্ষণে যাহারদিগকে মুসলমান বলে।

† জার্ত্তিকম্লেচ্ছ তাহারদিগের প্রাচীন মতাবলম্বীযবন, অর্থাৎ হিবরু প্রভৃতি ইত্যর্থে তদন্তঃপাতি গ্রীকাদি জাতিকেও ধৃত করিয়াছেন।

বিভক্তা এক বটবৃক্ষ আছে তাহার নাম গোবর্দ্ধনবট। যথা (গোবর্দ্ধনো নাম বটো ম্লেচ্ছদেশান্তরস্থিত ইত্যাদি) অর্থাৎ গোবর্দ্ধন বটের দক্ষিণপার্শ্বস্থ আর্য্যম্লেচ্ছদেশ, উত্তর পার্শ্বস্থ জার্ত্তিকদেশ, এক্ষণে জার্ত্তিকের পরিভ্রষ্টে জু, দেশ কহে, এতদ্বয় জাতির মধ্যে আর্য্যম্লেচ্ছ জার্ত্তিকম্লেচ্ছ হইতে কিঞ্চিৎ আচারবান্, জার্ত্তিকজাতীয়েরা সংপূর্ণ অনাচারী। যথা

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নভা।
জার্ত্তিকা নামবাহীকা স্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতং ॥ ২১ ॥　　কর্ণপর্ব্বং।

ম্লেচ্ছদিগের প্রথম প্রধান নগবের নাম (শাকল) নিম্নভা নামে নদী ছিল, এক্ষণে সেই নগরের এবং নদীর কি নাম তাহা কহিতে পবাযায না, কারণ বহুবাজাব পবিবর্ত্তনে অনেকানেক দেশ নগর নদনদী পর্ব্বতাদির নামের পরিবর্ত্ত হইয়াছে, অনুভব করি তুরষ্কদেশীয় ভূমধ্যসাগরকেই (নিম্নভা) বলিযাছেন, এবং তাহারই প্রধান নগরের নাম শাকল ছিল, নচেৎ এক্ষণে গ্রীকাদিদেশেব নগর নাম থাকিবার সম্ভব নহে, যেহেতু তৎকালে তদ্দেশের উৎপত্তিই ছিল না, অর্থাৎ ইউরোপাদিদেশ শুদ্ধ বন ছিল কেবল তুরুষ্ক দেশস্থ বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ, ইহারাই সভ্যছিল, কিন্তু অন্যান্য সকল ম্লেচ্ছ হইতে তাহারদিগের স্বভাব অত্যন্ত

নিন্দিত তাহা ক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করহ। ফলিতার্থ সকল ম্লেচ্ছই * পিশাচপুত্র হয়।

ধানাগৌডাসবং পীত্বাগোমাংসংলশুনৈঃ সহ। অপূপশক্তুব্যাট্যালামশিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ॥ হসন্তিগান্তিনৃত্যন্তি স্ত্রিয়োমত্তা বিবাসসঃ অনাবৃতা মৈথুনিন্যঃকামচারাশ্চ সর্ব্বশঃ। কর্ণপর্ব্বং।

জার্ত্তিক.খ্য বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতিয়েরা, পৌষ্টিক এবং গৌড় আর ফলোদ্ভব মদ্যপান করতঃ এবং লশুন পলাণ্ডুর সহিত গোমাংস, আর পাদস্পৃষ্ঠ পিষ্টক যাহার অপূপসংজ্ঞা অর্থাৎ পিষ্টকের মধ্যে গণ্য নহে, প্রাকৃত ভাষায় এক্ষণে (পাঁওরুটি বলে) আর শক্তুবাট্যাল অর্থাৎ শুষ্ক মৎস্য মাংসচূর্ণ, এবং আসব সংযুক্ত সংযিক্তচূর্ণ, এক্ষণে ম্লেচ্ছভাষায় তাহাকে (জেলি বলে) তাহাই আহার করে, এতাদৃক্ শীল বর্জ্জিত অর্থাৎ অসভ্য, সেই ম্লেচ্ছদেশের স্ত্রীলোকেরা মদ্যপানে মত্তা হইয়া কখন হাস্য কখন নৃত্য করে, এবং

---

* পিশাচপুত্র পদে আদম ইবেবপুত্র, এই দুই জাতি যবন অর্থাৎ আর্য্য ও জার্ত্তিক ম্লেচ্ছ এক্ষণে যবনম্লেচ্ছের মধ্যে নানা মত জাতি হইযাছে, ফলে ব্যবহার একিমত, কেবল পরিচ্ছদ ব্যবসাযাদি এবং কল্পিত উপাসনার বিধিই অনেক মত করিয়া থাকে।

বিবস্ত্রা হয়, আর সকলেই কামচারী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ যখন যাহাতে মন যায় তাহাই করে, এবং * অনাবৃত মৈথুনী, অর্থাৎ রতিকার্য্যের আবরণ নাই।

বাসাংস্যুৎসৃজ্যনৃত্যন্তি স্ত্রিয়োযামদ্যমোহিতাঃ। মৈথুনে সংযতাশ্চাপি যথা কামচরা স্তথা। তাসাং বিভ্রষ্টলজ্জানাং নির্লজ্জানাং ততস্ততঃ। তাসাং পুত্রঃ কথং ধর্ম্মং বাহীকো বক্তুমর্হতি॥ কর্ণপর্ব্বং।

যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মদ্যপানে মোহিতা হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ সকলে নৃত্য করে, এবং কেবল মৈথুনধর্ম্মে আবদ্ধ অর্থাৎ কামচারী, বিবাহ বন্ধনবাক্যে স্বীকার তদ্ব্যতীত পাতিব্রত্যাদি আর কোন ধর্ম্ম বন্ধন নাই, শুদ্ধ কামেন্দ্রিয়ের পুষ্টিকারিণী নচেৎ যাহাকে পতি বলে, তাহার মৃত্যু হইলে কি আর অন্যের সহিত বিবাহ করিতে পারিত সুতরাং কামচারিণী বিভ্রষ্ট লজ্জা, অর্থাৎ নির্লজ্জারা নির্লজ্জপুরুষের সহিত ইতস্তত ভ্রমণ করে † এবম্ভূতা ম্লেচ্ছ-

---

* অনাবৃত মৈথুনী পদে আবরণ শূন্যা অন্যদপি অবাধিতা অর্থাৎ সকলের সহিতই শৃঙ্গারাশক্তা হয় তাহাতে পাতিব্রত্যানুরোধেরবাধা নাই।

† এবম্ভূতা স্বৈরচারিণী স্ত্রীকে বেশ্যা বলাই সম্মত, তাহারদিগের গর্ব্ভজাত পুত্রের ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কি, সুতরাং কার্ত্তিকম্লেচ্ছ অতিসুনিন্দিত।

স্ত্রীর পুত্র হইয়া বাহীকেরা কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ করিতে যোগ্য হয়।

গৌর্য্যোবৃহত্যো নির্হ্রীকা মদ্রিকা কম্বলা-
বৃতাঃ। ঘস্মরা নষ্টশৌচাশ্চ প্রায়ইত্যনু-
শুশ্রুমঃ॥ কর্ণপর্ব্বং।

মদ্রিকা অর্থাৎ * বাহীক স্ত্রীগণেরা (নির্হ্রীক) নির্লজ্জা † আচার ভ্রষ্টা ‡ লোমজবস্ত্র পরিধায়িণী ॥ প্রায়ই ঘস্মরা অর্থাৎ স্বৈরচারিণী এবং ¶ বৃহতীগৌরী ইহা শ্রুত হওয়াযায়, অপর আরও তাহারদিগের আচার কহিতেছি শ্রবণ করহ।

---

* বাহীকস্ত্রী পদে, ম্লেচ্ছস্ত্রী।

† আচারভ্রষ্টা পদে, পাতিব্রত্যাচার বর্জ্জিতা।

‡ লোমজবস্ত্র পরিধানা পদে, কম্বলবনাতাদি নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র, ইহাতে স্ত্রীমাত্রকে উপলক্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ মাত্রই কম্বলাবৃত।

॥ প্রায়ই ঘস্মরা বলাতে সকলে নহে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পতিমরণানন্তর কেহহ পত্যন্তরের পরিগ্রহ করে না, যে বোধ হইতেছে, ইহা ধর্ম্মবন্ধন নহে শুদ্ধ লৌকিক প্রথায় আবদ্ধ হইয়া মনের বেগকে সহ্য করিয়া ক্ষান্ত থাকে, অর্থাৎ ম্লেচ্ছদিগের রাজাভিমানী ব্যক্তির স্ত্রী পতি মরিলে অন্য পতি করে না, একারণ প্রায় শব্দ উক্ত হইয়াছে।

¶ বৃহতীগৌরী পদে, শ্বেতবর্ণা, ইহাও স্ত্রী শব্দ উপলক্ষণ স্ত্রীপুরুষ মাত্রই ধবলবর্ণ হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ গৌরবর্ণ পীতবর্ণকে বলে। যথা

নগরাগার বপ্রেষু বহির্মাল্যানুলেপনাঃ।
আহুরন্যোন্যভুক্তানি প্রক্রুবাণা মদোৎ-
কটাঃ।　　কর্ণপর্ব্বং।

বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশের বিশেষ পর্ব্ব কি, যাত্রা মহোৎ-সবাদি নাই, কেবল নিমন্ত্রিত হইয়া কখনং একত্রে ভোজ-নাদি করে, তাহাতে মদ্যমাংসাদি ভোজনে সুতীপ্ত হইয়া পরস্পর স্ত্রীপুরুষে নৃত্যগীতাদি করে এবং আহারে উৎ-সিষ্টজ্ঞান নাই, সকলেই সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরে, তাহার বাধানাই, উন্মত্তহইয়া সকলেই সকলকে আহ্বান করে, আর যাত্রা মহোৎসবের মধ্যে বৎসরে বৎসরে নগরের বাহিরে অর্থাৎ দুর্গের মুরুচাতে ও নগরে গৃহ সকলের বহির্দ্বারে মাল্যানুলেপন করে * সেই উৎসবকেই ম্লেচ্ছেরা বড় বলিয়া মান্য করে, এতবামাত্র অপিচ (মত্তাশ্চগীতৈ র্বিবিধৈঃ

(পীতো গৌরো হরিদ্রাভইতি) হরিদ্রার আভাকে পীত ও গৌর বলে, বৃহত্তীগৌরী। যথা (কর্পূরোধবলোগৌর ইত্যাদি) অর্থাৎ কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণকে বৃহত্তগৌর বলে।

* এক্ষণেও বৎসরের মধ্যে ম্লেচ্ছদিগের প্রাচীন পার্ব্বণ পৌষ মাসে হইয়া থাকে ইহা দেখাযায় অর্থাৎ এই পর্ব্ব তাহারদিগের বৎসর সমাপ্তিতে বৃদ্ধিদিবার দিবসে হয়, অধুনা তাহার পূর্ব্বে আরও এক পর্ব্ব ক্রাইষ্টের উপলক্ষে করে, তাহাতেও আমোদ আহার বিহার হয়, এবং বহির্দ্বারেও মাল্যমণ্ডিত করে।

খরোষ্ট্র নিনদোপমৈঃ) এবং মত্তহইয়া গর্দ্দভ উষ্ট্রন্যায় বিস্বরে গীতাদি গায় অর্থাৎ সংগীতমাত্র জানে না।

আবট্টানাম বাহীকা নতেষ্বার্য্যোদ্ব্যহংবসেৎ। পাপদেশোদ্ভবাম্লেচ্ছা ধর্ম্মাণামবিচক্ষণাঃ। অতস্তেষাং সমাচারং সংবাসাদ্বিদিতোময়া॥ কর্ণপর্ব্বং।

পাপদেশোদ্ভব আবট্ট নামা বাহীক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আর্ত্তিকম্লেচ্ছ ইহারদিগের সহিত সাধু সঙ্কর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য ব্যক্তিরা * দুই দিবসও বাস করিবেকনা অর্থাৎ সম্ভাষণাদি করিবেক না, যেহেতু ইহারা অবিচক্ষণ সর্ব্বতঃপ্রকারে ধর্ম্মবর্জ্জিত, ম্লেচ্ছদিগের আচারবিচার ব্যবহার সম্বাস দ্বারা আমি সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলাম।

অনন্তর ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল যদ্যপি ম্লেচ্ছ সঙ্গে বাস করাই নিষিদ্ধ তবে কর্ণপ্রতি দেশদর্শী ব্রাহ্মণ, বা কর্ণ কিরূপে কহিয়াছিলেন, যে আমি ম্লেচ্ছদিগের সং-

---

* ম্লেচ্ছের সহিত দুই দিবস বাস করিবেক না, ইহা ইঙ্গিতমাত্র ফলে ক্ষণমাত্রও বাসও সম্ভাষণ করিবেক না। যথা (নস্থাতব্যং নগন্তব্যং ক্ষণমপ্যসতাসহ পযোপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে) ক্ষণমাত্র যাবে না থাকিবেক না অসতের সহিত যেহেতু অসৎসঙ্গ সদ্ব্যক্তিও অসৎ রূপে প্রতিভাপায়, যেমন শুণ্ডীর হস্তে দুগ্ধভাণ্ড থাকিলেও সুরাভাণ্ড বলিয়া খ্যাত হয়।

বাসে বিদিত হইয়াছি) ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে ইঁহারা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া তাহারদিগের সহিত বাস করতঃ সংবাদাবগত হইয়াছিলেন, অতএব আমার চিত্তস্থ এই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহার নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসোক্তিঃ। হে বৎস, এসন্দেহ তোমার অবশ্যই হইতে পারে, তাহার নিরাস করিতেছি শ্রবণ করহ। কোন্ এক বাহীক কুরুজাঙ্গলে অর্থাৎ কুরুরাজধানী হস্তিনায় আসিয়াছিল তাহার মুখে তদ্দেশীয় ব্যবহার জ্ঞাত হইয় ছি-লেন, সেই যবন শিল্পবিদ্যায় নিপুণ তাহার নাম তৎকালে (পুরোচন) ছিল, যে ব্যক্তি বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করি-য়াছিল, সেই পুরোচন অনেক দিবস এতদ্দেশে থাকিয়া স্বদেশের নিমিত্ত এবং আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বিলাপ করিয়া কহিয়াছিল। যথা

তাসাং কিলাবদৃপ্তানাং নিবাসং কুরুজা-ঙ্গলে। কশ্চিদ্বাহীক দুষ্টানাং নাতিহৃষ্ট মনাজগৌ॥　　কর্ণপর্ব্বং।

কুরুরাজধানীতে থাকিয়া স্বনিবাসকে স্মরণ করতঃ এবং বৃহতীগৌরী স্ত্রীগণের সহিত যেরূপ আমোদ করিতঃ এতৎ চিন্তায় বিষন্নচেতা হইয়া বলবৎ কামিনী বিরহে অহৃষ্টমনা দুষ্ট ম্লেচ্ছজাতির মধ্যে কোন ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পুরোচন কহিয়া-ছিল। যথা

সানূনং বৃহতীগৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী।
মামনুস্মরতীত্যাহ বাহীকং কুরুবাসিনং॥

ঐ ম্লেচ্ছ খেদ করিয়া কহিয়াছে যে কুরুরাজধানীতে আমি বহুকাল বাস করিতেছি কিন্তু আমাকে চিরপ্রবাসী জানিয়া আমার সেই বৃহতী গৌরী প্রমোদা সূক্ষ্মকম্বলবা-সিনী অর্থাৎ বনতাদি নির্ম্মিত বস্ত্রধারিনী অবশ্যই অনুস্মরণ করতঃ বিরহে তাপযুক্তা হইতেছে, ইহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদিবিদীর্ণ হইয়াযায়। অতএব হে পুত্র, তোমার প্রশ্নের উত্তরে কর্ণাদির ম্লেচ্ছ সংবাসের যে আপত্তি ছিল তাহার খণ্ডন করিলাম অনন্তর যাহা সন্দেহ থাকে তাহা প্রশ্ন করহ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অষ্ট্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্বয মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিযাঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় লোনাহাট প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

১৮৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩০ আশ্বিন শনিবার

অথ অথর্ব্ববেদীয়া নারায়ণোপনিষৎ।

পূর্ব্বপত্রে মহোপনিষৎ প্রকটনদ্বারা পাঠকবর্গকে বিজ্ঞাত করাগিয়াছে, যে এই সকল শ্রুতি যথার্থ বেদের শিরোভাগ ইহার প্রতি কোন আপত্তি অনায়ন করা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রেই প্রমাণ্য করিয়াছেন, অত্রপত্রে অথর্ব্ববেদীয়া নারায়ণশ্রুতি প্রকাশ করিতেছি। যথা

ওঁ পুরুষোহবৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজা-সৃজেয়েতি॥ ১॥

আদিপুরুষ নারায়ণ কামনা কবিলেন, যে আমি প্রজা সর্জ্জন করিব।

ইত্যর্থে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে নারায়ণ পরব্রহ্ম, কেননা ঐতরেয় শ্রুতিতে সংবাদ আছে। যথা (সোহকামযত প্রজাসৃজেয়েতি) সকলের অগ্রে বিদ্যমান যে আত্মা তিনি কামনা বরিলেন, আমি প্রজা সর্জ্জন করিব, অতএব উভয় শ্রুতির এক বাক্যতা প্রযুক্ত নারায়ণই পবব্রহ্ম নিশ্চয় হইয়াছে, যদি বল ঐতরেয শ্রুতিতে প্রজা সৃষ্টি প্রতি আত্মার কামনা, এশ্রুতিতে নারায়ণের কামনা দেখিতে পাওয়াযায, ইহাতে অনেক আপত্তি উপস্থিত হয়, যেহেতু আত্মা নির্গুণ সর্ব্বব্যাপক, নাবায়ণ সগুন ব্যাপ্য সুতরাং ব্যাপ্যব্যাপকের একতা কিরূপে হইতে পারে। উত্তর যাবৎভ্রান্তি থাকে তাবৎ এইরূপই উপলব্ধি হয়, কলিতার্থ নাবারণই নির্গুণ নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা, তদ্ভিন্ন অন্য এক জনকে সগুণ বলিয়া শ্রুতি সংবাদ কবেন না, যখন শ্রুতিতে আত্মাকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের এক কর্ত্তা মান্য করিয়াছেন, তখন তাহার শরীরীত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যথা শতদূষণ্যাং (কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীর সিদ্ধিঃ স্বতন্ত্রবজাতা ঘটস্যকর্ত্তা খলুকুম্ভকারঃ কর্ত্তাশরীরী নচনাশরীরী) পরমেশ্বরের যখন কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাযায়, তখন তাঁহার শরীরীত্ব আপনিই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটকর্ত্তা কুম্ভকার শরীরী, সে অশরীরী নহে, সেই রূপ বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাকে শরীরী প্রতিপন্ন করাযায়

এমত বিবেচনা করিহ না, যে নির্গুণ কহিলেই তিনি একালীন নিঃশরীর, শরীর সত্ত্বেও নির্গুণতা থাকে, অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া শরীর ধর্ম্মে লিপ্ত না হইলেই নির্গুণ বলে, এবং নিঃশরীরকেও নির্গুণ বলাযায়, ইহাতেও যদি এরূপ আপত্তি কর, যে শরীর ধারণ করিলে শরীরধর্ম্মে নির্লিপ্ত হওয়া সঙ্গত হয় না, যেহেতু বলীয়সী মায়া বল-পূর্ব্বক দেহীকে আকৃষ্ট করেন, উত্তর দেহধারীমাত্রকেই আকৃষ্ট করিতে মায়ার ক্ষমতা বটে, কেবল ঈশ্বর রূপের নিকট সে ক্ষমতা নাই, যেহেতু তিনি স্বেচ্ছাময় মায়ার বশ নহেন, তাঁহার নির্লিপ্তের দৃষ্টান্ত যথা কঠোপনিষদি (সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকৈকচক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নলিপ্যতে লোকদুঃখেনবাহ্য) যদ্রূপ সূর্য্যদেব সর্ব্বলোকের এক চক্ষুস্বরূপ, চাক্ষুষবাহ্যদোষে লিপ্ত নহেন, অর্থাৎ করবিস্তার করতঃ শুভাশুভঃ সমস্ত বস্তুস্পর্শ করিয়াও অপবিত্র নহেন, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের পরমাত্মা এক, তিনি দেহাপন্ন হইয়া লোকবৎ বাহ্য দুঃখে লিপ্তনহেন, অর্থাৎ হস্ত পদাদি সমস্ত অবয়ব সত্ত্বেও তাহাতে লিপ্ত নহেন, সুতরাং তিনি অপ্রাকৃত শরীরী গুণবৎকর্ম্ম করিয়াও নির্গুণ, দেহ ধারণ করিয়াও নিত্য, তাঁহার অস্মদাদিরমত পাঞ্চ-ভৌতিক নশ্বর দেহ নহে, শুদ্ধ চিদ্ঘন অর্থাৎ জ্ঞানময় দেহ, একারণ তাঁহাকে (সচ্চিদানন্দ বলে) তিনি কখন সাকার, কখন নিরাকার, অর্থাৎ সৃষ্টি করণেচ্ছায় সাকার তদন্যথায়

নিরাকার, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ঐতরেয়াদিশ্রুতিতে দোষ পড়ে, যেহেতু তাঁহার সৃষ্টি করিবার কামনা আছে, কামনা সংকল্প, অর্থাৎ মানস, সুতরাং দেহবান না হইলে সংকল্প হইতে পারে না, এতন্নিমিত্ত তাঁহার শরীর সত্ত্বেও নির্গুণ ব্যাখ্যা করাযায়, সেই রূপকেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ বলিয়া বেদে উক্ত করেন ॥ ১ ॥

নারায়ণাদ্ব্রহ্মাজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রোজায়তে। নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বে দেবাজায়ন্তে ॥ ২ ॥

নারায়ণ হইতে * প্রথমতঃ ব্রহ্মার উৎপত্তি, নারায়ণ হইতে ইন্দ্রের উৎপত্তি, নারায়ণ হইতে দ্বাদশাদিত্য রুদ্র বসু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

---

* নারায়ণ হইতে প্রথম ব্রহ্মার উৎপত্তি ইহা মণ্ডূক শ্রুতিতে সংবাদ আছে। যথা (ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তেতি) ব্রহ্মা সকল দেবতার প্রথমে উৎপন্ন, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। যদি বল, শ্রুতিতে নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তিবিধায়, তাঁহার (অজ) ও (স্বয়ম্ভূ) নামের বৈফল্য হয়, অর্থাৎ (নজাতঃ অজঃ) যিনি জন্মান না তাঁহার নাম অজঃ আর (স্বয়ম্ভবিষ্যতীতি স্বয়ম্ভূঃ) স্বয়ং উৎপন্ন যিনি তাঁহার নামস্বয়ম্ভূঃ, উত্তর, স্বয়ং শব্দে স্বজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে বলেন সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্নবিধায় স্বয়ম্ভূ বলাযায়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ, যেহেতু অভিধানে নারায়ণকেই প্রথমাক্ষর অকার রূপে ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং অ শব্দে নারায়ণ, যাঁহা হইতে জন্ম,

সর্ব্বাণিচভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে॥ ৩॥

সমস্ত জীবমাত্রই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন, নারায়ণে সংস্থিতি করিয়া নারায়ণেই লয় পায়॥ ৩॥

অথ নিত্যোদেব একোনারায়ণোব্রহ্মা নারায়ণোরুদ্রঃ। নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারায়ণোবসবোঽশ্বিনৌচ নারায়ণঃ সর্ব্বেশ্বরঃ॥ ৪॥

নারায়ণ এক, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নারায়ণহইতে সকলে জন্মিলেন যেশব্দ উল্লেখিত হইয়াছে, তদর্থে নারায়ণই সকল রূপ ধারণ করিলেন ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়, তন্নিমিত্ত অত্রশ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন। যথা (অথেতি)

একারণ ব্রহ্মাকে অজ বলা যায়। এই প্রমাণে নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি পুরাণেতিহাসাদিতে বর্ণন করিয়াছেন। ফলিতার্থ এক নারায়ণই কামনানুসারে আপনিই ব্রহ্মাদি নানা রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন।

* ইত্যর্থে শ্রুত্যন্তরানুশাসন। যথা (যতঃ কাভূতানি জীবন্তি যৎপ্রতিযন্তীতি) যাহাতে জন্ম যাহাতে জীবিত যাহাতে লয়, তিনি এক, ইত্যভিপ্রায়ে নারায়ণই পরমপদ পুরাণে কহেন (ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা [illegible]

* নিত্যসত্য স্বপ্রকাশ এক নারায়ণ, সেই নারায়ণই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, বসু, অশ্বিনীকুমার এবং নারায়ণই সমস্ত ঋষি রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণোদিশশ্চ নারায়ণোঽধশ্চ। নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণোঽন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং ॥ ৮ ॥

নারায়ণই কাল, দিক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ, এবং নারায়ণই অন্তর্ব্বহি অতএব এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই নারায়ণ, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে ইহা সকলই নারায়ণ জানিহ ॥ ৮ ॥

প্রবেশ করেন, বেদান্ত দর্শনেও [কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণসহাতঃ পরমভিধানাৎ] কার্য্যাত্যয়ে অর্থাৎ প্রলয়ে কার্য্যাধ্যক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত সকলে পরমাত্মায়লীন হয়।

* নারায়ণই সর্ব্বরূপী হয়েন, এই শ্রুতির অভিপ্রায় তাবৎ শাস্ত্রই বিভূতি যোগ বর্ণন করেন। বিশেষতঃ এখানেতিহাস মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বস্থ জ্ঞান প্রতিপাদক ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ বিভূতি যোগ দশমাধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন যে হে অর্জ্জুন আমি চন্দ্র সূর্য্য ব্রহ্মা রুদ্র অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রাদি সমস্ত রূপই হই বিস্তর আর কি কহিব, আমিই একাংশে সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছি অর্থাৎ এমত মনে করিহ না, যে আমা হইতে জগৎভিন্ন আমিই এক অদ্বিতীয়।

অর্থাৎ এরূপ নারায়ণ স্ফূর্ত্তি যাহার হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞ সেই পবিত্র সেই ব্যক্তিই তাহাকে প্রাপ্ত হয়, নারায়ণ ব্যতীত জগতে কোন বস্তু নাই, এই নারায়ণোপনিষৎ মহা সংহিতা, অথর্ব্ববেদের শিরোভাগ ইঁহার অধ্যয়নে জীব অচিরাৎ ব্রহ্মভূত হয়।

ইতি অথর্ব্ববেদীয়া নারায়ণোপনিষদি ১ অধ্যায়ঃ।

অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্ব্বকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধোঽদ্বিতীয়ো নদ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিদ্য এবং বেদ ॥ ১ ॥

অনন্তর এতদুপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নারায়ণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ করিতেছেন তদর্থে শ্রুতিঃ। যথা (অথেতি)

বিজ্ঞানঘন এক নারায়ণই নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত * নিষ্কল + নিরাখ্যাত ‖ নির্ব্বিকল্প ‡ নিরঞ্জন ¶ শুদ্ধ § অদ্বিতীয় তাঁহার দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, যে সাধক এই রূপ নারায়ণের তত্ত্ব কে জানেন, তিনিই পরিমুক্ত হয়েন, ইহা উত্তরাশ্রুতির আকাঙ্ক্ষায় কহিয়াছেন ॥ ১ ॥

---

* নিষ্কল পদে, কলারহিত অর্থাৎ কলা শব্দে খণ্ড, সেই খণ্ডরহিত, তিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার কোন মতে অংশ করাযায়

রুদ্রং সসারথিং কৃত্বা মনঃ প্রগ্রহবান্ পুমান্। প্রযাতি পরমং স্থানং বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়ং॥ ২॥

যে সাধক উপরিউক্ত নারায়ণকে জানেন, তিনি তৎপ্রাপ্ত্যে।

না ইহাতে যদি বল, যে পুরাণাদিতে অবতার বিষয়ে তাঁহার অংশ মান্য করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতিতে তাঁহার অংশ মান্য করেন না সুতরাং শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যে পুরাণাদির বর্ণনাকে মিথ্যাবলাই সঙ্গত, উত্তর, পুরাণাদির বর্ণনা মিথ্যা নহে, তাহাতে অখণ্ডাদ্বিতীয় ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবতারাদিকে যে বর্ণন করেন। সে ঘটাকাশাদিবৎ অর্থাৎ মহাকাশের যদ্রূপ ঘটমধ্যে অবস্থিতি তদ্রূপ, বস্তুতঃ আকাশের খণ্ড হয় না পূর্ণই থাকেন, অন্যদপি দীপবৎ অর্থাৎ এক দীপ হইতে বহুদীপের উৎপত্তি, কিন্তু সকল দীপেরি পূর্ণ ক্ষমতা, তথাহি (পূর্ণাৎপূর্ণমিদং) (পূর্ণমেবাবশিষ্যতে) পূর্ণ হইতে জগতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণই অবশেষে থাকেন, অতএব তিনি নিষ্কল নিতাপূর্ণ, যাঁহাকে অংশ বলিতেছ তিনিও পূর্ণ অন্যদপি (নিষ্কলং) পদে, মায়াতীত অর্থাৎ মায়াকে কলা বলে, সুতরাং মায়াতীত বস্তুকে নিষ্কল বলিয়া উক্ত করেন।

† নিরাখ্যাত পদে, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ কহিতে পারা যায় না।

‡ নির্ব্বিকল্প পদে, বিকল্প শূন্য, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

‖ নিরঞ্জন পদে, অতিগুহ্য, যাবৎ চিত্তের গোল থাকে, তাবৎ তাহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না।

¶ শুদ্ধ পদে, নির্ম্মল।

§ অদ্বিতীয় পদে, দ্বিতীয়াভাব।

এই শরীরকে * রথজ্ঞানে রুদ্র অর্থাৎ জ্ঞান প্রদাতা শিবকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ প্রর্থাৎ মনকে রজ্জু করতঃ অব্যয় তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন ॥ ২ ॥

এতদ্বৈনারায়ণস্যোপনিষদং ॥ ৩ ॥

এই নারায়ণের উপনিষৎ অর্থাৎ নারায়ণেরস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক সংহিতা, ইহার নাম ও নারায়ণোপনিষৎ। ইহাঁকে অধ্যয়ন করিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহা উত্তরাশ্রুতি দৃষ্টে ব্যাখ্যা করাযায় ॥ ৩ ॥

যোহবৈনারায়ণোপনিষদ মধীতে সসর্ব্বেভ্যোঘোরেভ্যোবিমুক্তোভবতি ॥ ৪ ॥

যে সাধক এই নারায়ণোপনিষদকে নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল † ঘোর হইতে পরিমুক্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

---

* রথরূপে শরীর বর্ণন করা এশ্রুতিতে স্পষ্ট নাই, কিন্তু রুদ্রকে সারথি করিবে এতদ্বাক্যে রথের পরিগ্রহ হইল, নচেৎ রথ নাথাকিলে সারথির প্রয়োজন কি, প্রগ্রহ অর্থাৎ রশ্মি যাহাকে প্রাকৃতভাষায় রাস বলে, সুতরাং অশ্ব রজ্জুর উক্তিতেই অশ্ব প্রাপ্ত হওযাগেল, তন্নিমিত্ত রথারম্ভের বর্ণনার আবশ্যক, শরীর রূপ রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মন অশ্বরজ্জু, রুদ্র সারথি পরম পদান্বেষী জীবকে রথি করিয়া তৎপদে গমন করেন, যিনি নারায়ণের স্বরূপতত্ত্ব জানেন।

† ঘোর শব্দে, আপৎ অথবা ঘোরের নাম পাতক, পাতক সংখ্যায় মহাপাতক, উপপাতক অতিপাতক, এই ত্রিবিধ পাতকই বিনষ্ট হয়,

সর্ব্বাংশ্চলোকানাপ্নোতি ব্রহ্মত্বঞ্চগত্বাঽমৃত-ত্বঞ্চগচ্ছতি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণোপনিষদধ্যাপক, সেই ব্যক্তি * সর্ব্বলোককে প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্বে গমন করেন ॥ ৫ ॥

ওমিত্যগ্রেব্যাহরেন্নমইতি দ্বিতীয়ং নারা-য়ণায়েতি পশ্চাদোমিত্যেকাক্ষরং নমইতি দ্বেঽক্ষরে নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণ্যেত দ্বৈতৎ ॥ ৬ ॥

এবং ত্রিতাপকেও ঘোর বলে, এতদধ্যয়নে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ত্রিবিধতাপের, অপনয়ন হয়।

* সর্ব্ব লোক পদে, বিরাটরূপ প্রাপ্ত হয়েন, অথবা সুখকর সমস্ত স্বর্গস্থানে সুখভোগ করিয়া পরিণামে ব্রহ্মত্ব গমন করতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন ইত্যর্থে, বিরাটরূপী অর্থাৎ মন্বাদিরূপ সৃষ্টি করিয়া, কার্য্যব্রহ্ম ব্রহ্মাবরূপকে গ্রহণ করতঃ অখিলবিশ্বের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পায়েন, অনন্তর অমৃত্ব অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মকে লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়েন, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইল যে সত্যাখ্য ব্রহ্মার বাস প্রাপ্তিকে অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলে না, যেহেতু ব্রহ্মা অমৃত নহেন, পরিমিত কালে অবশেষ হয়েন, অবশেষ পদে, পরব্রহ্মেলীন হয়েন, নচেৎ অস্মদাদির প্রাকৃত দেহবৎ তাঁহার পঞ্চত্ব হয় না।

অগ্রে প্রণব পরে নমঃ শেষে নারায়ণায় পদবিন্যাসে নারায়ণের অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র। অথবা, প্রণবপূর্ব্বক নারায়ণায় নমঃ এরূপই বা হউক, এতদুভয় মতেই অষ্টাক্ষর মন্ত্র। তৎ-পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে নমঃবর্জ্জিত শুদ্ধ প্রণবপূর্ব্বক নারায়ণায় উচ্চারণে পঞ্চাক্ষরে অষ্টাক্ষর জপের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অধিকার ভেদে অঙ্গীকার করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এই নারায়ণ মহামন্ত্র জপই তৎপ্রাপণের হেতু এতদ্ভিন্নান্য কারণাভাব, যাঁহারা ব্রহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করেন তাঁহারদিগের এতন্মন্ত্রই অবলম্বন করিতে হয়, ব্রহ্মধর্ম্মী পদে দণ্ডী পরমহংস ইঁহারা সকলবাক্যের উপরতি করিয়া অহরহ শুদ্ধ নারায়ণায় নমঃ এই শব্দকেই উচ্চারণ করেন ॥ ৬ ॥

নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদং যোহবৈনারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেত্যনপব্রুবঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্নারায়ণের এই অষ্টাক্ষরাদি মহামন্ত্র, যে সাধক নারায়ণের অষ্টাক্ষর পদ মহামন্ত্রকে নিত্য জপ করেন, আর অন্য কোন শব্দ ব্যাহরণ না করেন, তাঁহার উত্তরাশ্রুত্যানুসারে ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৭ ॥

সর্ব্বমায়ুরেতিবায়স্পোষং গৌপত্যং বিন্দতে প্রাজাপত্যতততোহমৃতত্ব মশ্নুতে ততোমৃতত্ব মশ্নুতে ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

নারায়ণমন্ত্র জাপকের ইচ্ছামৃত্যু হয়, খেচরত্ব বায়ুস্পর্শ গতি অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালাদি লোকে গতি হয়, এবং গৌপত্য অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরত্ব হয়, অপিচ প্রাজাপত্য অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য করণক্ষম হয়, অনন্তর অমরণধর্ম্ম প্রাপ্তে সর্ব্ব-পাশে পরিমুক্ত হয়, সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

বিশেষতস্তু মণিবন্ধে কুণ্ঠতা কূর্পরাখ্যে-কুনিঃ কক্ষধরে পক্ষাঘাতঃ। এবমেতানি চতুশ্চত্বারিংশচ্ছাখাসু মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৭৬ ॥ সুশ্রুতং।

বিশেষতঃ উপরিউক্ত মর্ম্মাঘাতে যে লক্ষ। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া কহিতেছি, মণিবন্ধের মর্ম্মা-ঘাতে কুণ্ঠতা অর্থাৎ হস্ত সঙ্কোচ হয়, কূর্পর মর্ম্মাঘাতে কুনিরোগ জন্মে। কক্ষধর মর্ম্মাঘাতে পক্ষাঘাত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে বক্ষস্থল এবং কক্ষে কক্ষধর মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয়, তদা-ঘাতে শুক্রাল্প বা নপুংসকত্ব কহিয়া এখানে পুনর্ব্বার কক্ষধরাঘাতে পক্ষাঘাত রোগ উক্ত করেন, তাহার কারণ

পূর্ব্বোক্ত (৭১) শ্লোকে যে মর্ম্মকে লোহিতাক্ষ কহিয়াছেন সেই মর্ম্মের সহিত কক্ষধর মর্ম্মের যোগ আছে, যদিক্রমে সুচিকিৎসায় দ্রব্যৌষধি দ্বারা তাহাদিগের মিলনের অ-ন্তর হয় তবে পক্ষাঘাত না হইয়া কেবল ক্ষীণ শুক্র বা নপুংসকত্ব জন্মে, আর কুচিকিৎসা হইলে ক্রমে উভয় মর্ম্ম যোগে লোহিতাক্ষ মর্ম্মাঘাত ন্যায় শোণিতক্ষয় হইয়া * পক্ষা-ঘাত হয় এই (৪০) চত্বারিশৎ সাখা মর্ম্ম কহিলাম ॥ ৭৬ ॥

অতঊর্দ্ধমুদরোরসোর্মর্ম্মস্থানান্যনু ব্যাখ্যা-স্যামঃ। তত্রবাতবর্চ্চো নিরসনং স্থূলান্ত্র প্রতিবন্ধং গুদং নাম মর্ম্ম তত্র সদ্যো মরণং ॥ ৭৭ ॥ সুশ্রুতং।

* পক্ষাঘাত রোগের উৎপত্তি প্রকার [৭১] শ্লোকের নোটে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষীণশুক্র হইয়া যে পক্ষাঘাত হয় তাহাতে রক্ষা নাই, রক্তের উষ্ণতায় যে পক্ষাঘাত হয়, তাহাতে রক্তস্রব বা এবং তৈলাদির বিবেচনাদিতে কদাচিৎ প্রাণ রক্ষা পায় কিন্তু ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকৃতাকার অঙ্গ হইয়া থাকে। আরও বিশেষ কহিতেছি, যদিস্মাৎ আপনি ভাবসহ বায়ু সঞ্চালন নিমিত্ত উক্ত রোগ জন্মে তবে বাঁচাও না বাঁচাব বিষয়ে বৈদ্যেরা সাহস করিতে পারেন না, চিকিৎসা নীতিমত করিলে কদাচিৎ আরোগ্যও হয়, আর অস্ত্রাদি আঘাতে যে পক্ষাঘাত জন্মে তাহাতে রক্ষা কদাচিৎ পায় না, কেবল অল্পাঘাত হইলেই ব্যঙ্গ হইয়া যায়।

অতঃপর উদর এবং বক্ষস্থলের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব বায়ুর এবং বিষ্ঠার নির্গম স্থান স্থূলান্ত্রে অর্থাৎ উদর স্থিতা স্থূলা নাড়ী, প্রাকৃতভাষায় (আঁতড়ি বলে) তাহাতে প্রতিবন্ধ গুহ্যদ্বার তত্রস্থিতা সূক্ষ্মা নাড়ী, তাহার নাম * (গুদ) নামক মর্ম্ম, সেই মর্ম্মে আঘাত হইলে বা আঘাত করিলে সদ্য মরণ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়॥ ৭৭॥

---

* গুদ নামক মর্ম্ম পদে গুহ্যদ্বারের সূক্ষ্মা নাড়ী, সেই নাড়ীতে ভেদ হইলে মল এবং বায়ুর প্রতিবন্ধকতার ব্যাঘাৎ জন্মিয়া অনায়াসে মল মূত্র নির্গত হইয়া তাহার সহিত অপানবায়ুর সমস্ত অংশ ক্ষয়পা। সুতরাং তৎক্ষণে প্রাণবায়ুকে আর কোন বায়ুতে আকর্ষণ করিতে পারে না, তৎপ্রযুক্ত প্রাণবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত ভাগে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয়, এই স্থান শরীরস্থ মেরু দণ্ডের [২] বাঙ্গুলিরনিম্নে কিঞ্চিৎ-ন্যূনাঘাতে, বা, তন্নাড়ী সম্পর্কে ব্রণ গোটাদি জন্মিলে [ভগন্দর] রোগ জন্মে, সেই রোগ প্রাণহারক, বহুযত্নে কিঞ্চিদ্‌যাপ্য হয়।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোমাহাচ প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৯ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন১২৬০সাল ১৫ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ॥

অথ সন্দেহনিরসনং

গতমাসীয় পত্রে আর্য্যম্লেচ্ছ এবং জাতিক ম্লেচ্ছের রূপ গুণ ব্যবহার বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে অত্রপত্রে তদ্‌লক্ষে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী পরমহংসকে প্রশ্ন করিতেছেন, যথা।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। [হেভগবন, আপনার আজ্ঞা মত ম্লেচ্ছ ব্যবহার সুন্দররূপে বিদিত হইলাম কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিল, এই যে আবট শব্দে ম্লেচ্ছকেবলে; অর্থাৎ অবট শব্দে গর্ত্ত গর্ত্তমধ্যে যজ্জাতির গতিকরে, সে সকল জাতিকে ম্লেচ্ছবলে; ইহাতে হিন্দুজাতিরও মধ্যে উদাসীন বৈষ্ণবের মধ্যে কোনং ব্যক্তিকেও মৃত্তিকাতলে গর্ত্ত করিয়া পোথিতকরে, একণে তাহা সমাজ বলিয়া বৈষ্ণবেরা মান্যকরিয়াথাকেন. আপনার উক্তিমত সেই সমাজস্থ ব্যক্তিকেও কি ম্লেচ্ছবলা সঙ্গত হইবে। অতএব এতৎ সন্দেহাপনয়ন করিতে আজ্ঞাহয় ॥]

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন তোমার সম্বন্ধে এতৎ প্রশ্ন অবশ্যকরণীয়বটে অতএব তবহৃদিস্থ সংশয় চ্ছেদনার্থ আমি যাহা কহি তাহা শ্রবণকরহ। বৈদিক এবং ম্লেচ্ছজাতীয় সমষ্টি ব্যবহার বর্ণনে যথাশাস্ত্র সৎকারের বিষয় কহিয়াছি, কিন্তু আশ্রমান্তরের ব্যাখ্যা করা যায়নাই, অর্থাৎ গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক এইচত্তরাশ্রমের মধ্যে কেবল ভিক্ষুকাশ্রমস্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকেই অগ্নিতে দাহনাকরিয়া শ্রোতজলে বিসর্জ্জনকরিয়া থাকে তদন্যথা মৃত্তিকাতলে কদাপি পোথিতকরেনা ইদানীন্তন যে সকল উদাসীন বৈষ্ণব তাঁহারদিগকে ভিক্ষুকাশ্রমী বলে, কিন্তু তাঁহারদিগের মৃতদেহকে কেহই জলে বিসর্জ্জন করেন না, প্রায়ই অনেককেদাহ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে সম্ভ্রান্ত মহান্তদিগকে যে সমাজস্থ করেন, তাহাতে হিন্দু হইতে বহিষ্কৃত বলা যাইবেক না, তাহার কারণানুসন্ধান করিলেই সন্দেহ দূর

হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহারদিগের সম্যক শরীরকে পোথিত না করিয়া জলাগ্নিদ্বারা মৃতদেহের উপরম করতঃ তৎস্মরণার্থে পরিচ্ছদাদিউপকরণের কিঞ্চিৎ আহরণ দ্বারা ভূমিতলে সংস্থাপন করতঃ তদুপরি তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণে তুলসীবৃক্ষরোপণ করিয়া থাকে তাহাকেই সমাজ বলে, এবং বৎসরের২ তন্মৃত দিবসোল্লেখে সমাজ সন্নিহিত ঈশ্বরের ভোগরাগাদিয় বৈষ্ণবাদিকে ভোজনকরায় এতা বন্মামাত্র, ইহাতে তাঁহারদিগকে আবউ বলাযায়না, তাহার আধুনিক প্রমাণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মৃত হরিদাস ঠাকুরকে সমুদ্রতীরে দাহকরিয়া তদ্ব্যবহার্য্য মাল্যোপকরণ কন্থাদিকে সমাজস্থকরিয়াছিলেন, অতএব এতদ্বিষয়ের যে সন্দেহকর, সে নিরর্থক॥

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। অনন্তর ভাক্তজ্ঞানী পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাত্মন্। আপনার আজ্ঞামত মেচ্ছাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল, যেহেতু আপনি ম্লেচ্ছাদিজাতিকে যে দস্যুবলিয়া উল্লেখকরিলেন, সে কোন্ শাস্ত্রমত, দস্যুশব্দে মহা হিংস্র অর্থাৎ তস্করবৃত্ত্যুপজীবী, প্রাকৃতভাষায় (ডাকাইতকে) বলে; ॥

উত্তর পরমহংসোক্তি। অরে বৎস, ইহাতে সন্দেহ করিহনা, সর্ব্বশাস্ত্রেই ম্লেচ্ছকে দস্যুবলিয়া উক্তকরিয়াছেন যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে কলিবর্ণনে, (দস্যুপ্রায়েষু রাজসু) প্রায় সকল স্থানেই দস্যুরাজা হইবেক, অতএব কলিতে যে ম্লেচ্ছরাজা হইবেক ইহাও সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে, সুতরাং এতদভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছকেই দস্যুবলাযায়,

বিশেষতঃ বেদার্থ বৃংহিতমনুসংহিতাতে ম্লেচ্ছজাতিকে দস্যুবলিয়া স্পষ্টই কহিয়াছেন। যথা।

মুখ বাহূরু পজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বেতে দস্যবঃস্মৃতাঃ॥ ৪৫। মনু ১০ অং

ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে উৎপন্ন যে সকল জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদিজাতি হইতে বাহির যে জাতি তাহারদিগকে আর্য্য এবং জার্ত্তিক ম্লেচ্ছ বলে, অতএব তাহারদিগকে দস্যুবলিয়া জানিহ॥ অর্থাৎ দস্যুশব্দে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত।

ইত্যর্থে কর্ণপর্ব্বোক্ত আর্য্য ও জার্ত্তিক ম্লেচ্ছ, যাহারা পিশাচপুত্র বাহীকজাতি তাহারাই ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির বাহির, সুতরাং আর্য্য ও জার্ত্তিক ম্লেচ্ছদিগকে ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরবলিয়া ধৃতকরিয়াছেন, (যথা) (বহিশ্চনাম-হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ। তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষাসৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।) বহি আর হীক এই দুই পিশাচ বিপাশা নদীরতীরে উপবনে বাসকরিত তাহারদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে (বাহীক) বলিয়া ধৃতকরিয়াছেন, ফলিতার্থ ইহারা ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির বাহির, তদর্থে ব্রহ্মার সৃষ্টি নহে বলিয়া ভারতে বর্ণন করিয়াছেন, কেননা বাহীকেরা সতত পর নিন্দকারি একারণ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত দস্যুবলিয়া মনুসংহিতাতে কহিয়াছেন, যদিবল বাহীক জাতীর উৎপত্তি (৬০০০) সহস্র বৎসরের মধ্যে মনুসংহিতা

বহুকাল হইয়াছে, তাহাতে বাহ্লিক জাতির বিষয় থাকিবার সম্ভবনহে। উত্তর, ইহাতে সন্দেহ কি, সর্ব্বজ্ঞ মনু সাক্ষাৎ ভগবদবতার, ভবিষ্যৎজ্ঞানে অনাগত বিষয় সমূহকেও বিদ্যমান রূপে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, যখন পুরাণকর্ত্তাদিগের কৃত ভবিষ্যৎ কলিবর্ণনার ফল এক্ষণে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন সর্ব্বজ্ঞ মনুর বাক্য বিফল কদাপি নহে, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনু কহিয়াছিলেন, যে চারি জাতির বাহির যে জাতি হইবে তাহারা ম্লেচ্ছ, ধর্ম্মবহিষ্কৃত দস্যু শব্দে পরিচিত হইবে। সেইবাক্য বিদ্যমান বৈবস্বত মন্বন্তরের (২৮) অষ্টাবিংশতি মহাযুগে দ্বাপরের শেষে চন্দ্রবংশীয় প্রতাপ রাজার সময়ে তুরস্কদেশে বহি ও ইক এতৎদ্বয় পিশাচ হইতে বাহীকাখ্য জাতির উৎপত্তি হওয়াতে সফল হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান আর্য্য ও আর্য্যেতর ম্লেচ্ছ জাতিরা চারিজাতির বাহির বিধাতার সৃষ্টিনহে।।

ভাক্তৃতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন) হেব্রুক্ষন্। যদ্যপি ষট্সহস্রবৎসর গতহইল আদম্ ও ইবের পুত্রেরাই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছহয়; তবে সকল শাস্ত্রেই যে সূর্য্যবংশীয় পৃষধ্র রাজার পুত্র বশিষ্ঠশাপে যবন হয়, এবং বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র আর চন্দ্রবংশীয় যযাতি রাজার পুত্রেরা যে যবন ম্লেচ্ছহয়, তাহারদিগের বংশ কোথায়, এবং যে সকল ম্লেচ্ছ বাসস্থান কহিলেন, সেইসকল স্থান পৃষধ্র রাজার পুত্রেরাই রচনা করিয়াছিল; যেহেতু পুরাবৃত্তে অবগত হওয়াযায়, যে সগর রাজা যবন ম্লেচ্ছের বেশ বৈপরীত্য করতঃ ঐসকল স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, আপনি যাহা কহিলেন তাহাতে অনেক গোলযোগ বোধহয়, সুতরাং সন্দিহান ব্যক্তির চিত্তস্থ এতৎ সন্দেহ নিরাস করিতে আজ্ঞাহয়।।

উত্তর, পরমহংসোক্তিঃ। রে পুত্র, এতৎ সন্দেহ নিরর্থক্য, সকল শাস্ত্রেই এমীমাংসা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণকরহ। পূর্ব্বে বশিষ্ঠশাপে বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র গোবধজন্য অপরাধে বশিষ্ঠশাপে যবন হয় ফলিতার্থ বশিষ্ঠঋষি তদবধি যবন শব্দের সৃষ্টিকরিলেন, তখন শাপ ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান যবন হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত নহে অর্থাৎ তাবৎকর্ম্মই বেদদৃষ্টে করিতঃ সুতরাং তাহারা অগ্নি সূর্য্য গঙ্গা ব্রাহ্মণ দেবতা গাবির অর্চ্চনা করিতঃ কেবল নামে যবন ছিল, তাহাদিগের সহিত হৈহয় দেশজ তালজঙ্ঘাদি ক্ষত্রিয়েরা মিলিতছিল, পরে বহুকালানন্তর সগররাজার পিতা বাহুকরাজাকে তাহারা বিনাশ করিয়া অযোধ্যায় রাজাহয়, বাহুকের স্ত্রী ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রমে লুক্কায়িতা হইয়া সগরকে প্রসব হইয়াছিলেন, সগর রাজা ঔর্ব্বের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহাবলিষ্ঠ হইয়া এবং ঔর্ব্বসৃষ্ট * অগ্ন্যস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বাহুবলে সপ্তদ্বীপকে অধিকৃত করিয়াছিলেন।

---

* ঔর্ব্বসৃষ্ট অগ্ন্যস্ত্র পদে তবর শতঘ্নী অর্থাৎ বন্দুক, ও কামান, ঔর্ব্বাগ্নির নাম (বারুদ) তদুৎপত্তিদ্রব্যযোগে হয়, অর্থাৎ (দগ্ধেধ-শোরকাক্ষেব পার্ব্বত্যোবীর্য্যমেবচ। একীকৃত্যাংশ ভাগেন ক্রমাজ্জ্বা স ভবেদিতি॥ দারুণো হুতভুক তেন দহতে সলিলাদিকং॥ ইতি নীতি চিন্তামণৌ॥) কয়লা, শোরা, গন্ধক ক্রমাংশ হ্রস যোগে একত্র করতঃ চূর্ণীকৃত করিয়া সুরাভাবনায় শোষণকরিয়া ঔর্ব্বাগ্নি প্রস্তুত করিবে, সেই দারুণ দ্রব্য বহ্নিযোগে অনিবার্য্য হয় এবং জলকে দগ্ধ করে অর্থাৎ জলেও নির্ব্বাণ হয়না॥

অনন্তর, সগররাজা মহাক্রোধে পিতৃশত্রু যবনাদিকে ভালজংঘের সহিত প্রায় বিনষ্ট করেন্‌ অবশিষ্ট কয়েকজন ভীতিযুক্ত হইয়া বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়, বশিষ্ঠ সগর রাজাকে যবন বধে নিরস্তকরিয়া, তাহারদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিতকরিলেন, অর্থাৎ ধর্ম্মবহিষ্কৃতকরিলেন, সুতরাং ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তিই মৃতপ্রায়, তদবধিতাহারা বেদোদিত কর্ম্মেবৈমুখ কেবল অগ্নি সূর্য্য গঙ্গাকে মান্যকরে॥ যথা

পৃষধ্র হিংসয়িত্বাত্‌ গুরোর্গা মাপ্ত কল্মষঃ। শাপাৎ শূদ্রত্ব মাপন্নঃ চ্যবনস্য মহাত্মনঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং।

কল্পভেদে বশিষ্ঠের একনাম চ্যবন, সেই বশিষ্ঠ সূর্য্য বংশের কুলগুরু, তাঁহার গোবধকরিয়া তদপরাধে বশিষ্ঠ শাপে যবনত্ব প্রাপ্তহয়েন, সেইকালাবধি যবন শব্দের উৎপত্তিহয়, পূর্ব্বেছিলনা॥ অনন্তর সগর রাজা তদ্বংশ জাত যবন সকলের প্রায় বিনাশ করতঃ অবশিষ্ট কয়েক জনকে রাখিয়া তাহারদিগের ধর্ম্মবিনষ্ট করিলেন। যথা

সগরস্তু প্রতিজ্ঞাস্তু গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ। ধর্ম্মংজঘান তেষাংবৈ বৈষম্যত্বঞ্চকারহ॥ ব্রহ্মাণ্ডং।

মহারাজা সগর গুরুবাক্য শ্রবণে যবন বধে নিবৃত্ত হইয়া বৈদিক জাতির সহিত অন্তরকরতঃ তাহারদিগের বিষম ধর্ম্মস্থাপনা করিয়া বৈদিকধর্ম্ম নষ্টকরিলেন, এবং যবন

চিহ্নসূচক অন্যমত বেশভূষাদি করিয়াদিলেন, । অপর স্থানান্তর করনার্থে বনোপবনে ও গিরিগহ্বরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলেন। অপর তৎকালে চারিজাতি যবন বলিয়া সংজ্ঞাকরতঃ চিহ্নসূচক বেশান্তর করিলেন। যথা

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোমুণ্ডান শকান্
প্রলম্বকেশান্ পারদান্। পহ্লবাংশ্চ
শ্মশ্রুধারিণঃ॥ বিষ্ণুপুরাণং।

যবনকে মুণ্ডিত মস্তক, শককে অমুণ্ড অর্থাৎ কর্ণো-পরি কিঞ্চিৎ কেশবিশিষ্ট, পারদকে লম্বকেশ, পহ্লবকে শ্মশ্রুধারী অর্থাৎ গোপদাড়ি বিশিষ্ট করিলেন॥ ইহার-দিগের বাসস্থানের নাম কাম্বোজ এক্ষণে যাহাকে আরব বলে। অপর শকদেশ ইদানীংতুরকীনামে খ্যাত, অন্যৎ পারদ, তাহাকেই চীনবলে, তদন্যৎ পহ্লব, তাহার এক নাম অপগণ ইদানীং আফগান অথবা কাবুল বলে॥ (চক্রেচ বিবিধান বেশান্ বস্ত্রৈর্নানা বিধৈরপি) এবং বিবিধপ্রকার বেশভূষা ও নানাবিধ বস্ত্র অপিচ চেলখণ্ড বহুসংযোগে শূচীবিদ্ধ করিয়া মুক্তকচ্ছ করিয়াদিলেন॥

এই চারিজাতি যবনের পুত্র পৌত্রে অরণ্য ভূমিপ্রায় পরিপূর্ণ হইল, ক্রমে সগর রাজা সিন্ধুনদীর পরপারে পর্ব্বতপ্রান্তে ও নিবিড়কাননে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে সংস্থা-পিত করিয়া প্রত্যাগমন পথে প্রতীহার রাখিলেন, তদবধি আর তাহারা পুনর্ব্বার আসিয়া হিন্দুজাতির সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া, সদারাপত্যে দ্বীপদ্বীপা

হয়ে গুরুশাস্ত্র ধর্ম্মকর্ম্ম রহিত পশুবৎ বাস করিল, কেবল বৈদিক দিগের ন্যায় অগ্নি সূর্য্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিতেলাগিল।।

কালে মরুত্ত রাজার বংশে দম নামে মহারাজা জন্মিয়া দ্বিতীয় সগরেরন্যায় সমস্ত যবনকে বিনষ্টকরিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে অন্যান্য যবন দেশ সকলকে শূন্য করিয়া কেবল খশদেশে কতকগুলিনাকে রাখিলেন যা-হাকে পারসীক দেশ বলে, আর তালজঙ্ঘের বংশকে (মিশ্রদেশে) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সহিত যবনেরা মিশ্রিত যেস্থানেহইয়াছিল সেই স্থানকে সকলে মিশ্রবলে, ইদানীং মিশরনামে খ্যাত হইয়াছে, ইংলণ্ডীয়েরা, ইজিপ্ট বলেন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল যযাতির পুত্র তুর্ব্বস, প্রভৃতির পুত্রেরা এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা যে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারদিগের বংশ কোথায় আছে, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়।

পরমহংসোক্তিঃ) যযাতিপুত্র এবং বিশ্বামিত্র পুত্র যে যবন হয়) তাহারা কিরাত বিশেষঃ চীনদেশাদিতে অবস্থিতি করিয়াছে, শুদ্ধ ম্লেচ্ছবদাচার নিমিত্ত ম্লেচ্ছ বলাযায়,– ফলিতার্থ ইহারা ব্রহ্মসৃষ্ট চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে গণ্য কেবল বিপ্রাদির অভিশাপে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারদিগকে পিশাচপুত্র বাহ্লীকাখ্যম্লেচ্ছ বলিয়া খ্যাত

কর যায়ন', অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত আর্য্য ও জার্হিক ম্লেচ্ছ সংজ্ঞায় উক্ত নহে। খশ দেশীয় অর্থাৎ ইরাণাদি দেশস্থ যবনেরা এক্ষণে পারসীক নামে খ্যাত, ইহারদি-গের বংশে কালযবনাদির উৎপত্তি হয়।

অর্থাৎ মিশর দেশীয় যবন এবং পারসীকেরা পৃথিবীর সৃষ্টি (৬০০০) সহস্রবৎসর বলেন, আর আদম ও ইবের পুত্র বলিয়া আপনারদিগের উৎপত্তি স্বীকার করেন, সুতরাং তাহারা বর্ত্তমান ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় বি-ধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত নহে। ইহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ ক্ষত্রিয় সন্তান অভিশাপে যবন হয়, ফলে ইহারা চারি জাতির বাহির নহে॥

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্ উহাতে বিশিষ্ট বোধ হইল যে আর্য্যিক ও অন্য ম্লেচ্ছ হইতেও ইহারাই প্রাচীন যবন, তবে যে ইংলণ্ডীয়েরা স্বজাতিকে প্রাচীন জাতি বলেন সে কেবল তাঁহারদের যবন শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন এই উপলব্ধি হয়, যাহা হউক যে সকল দেশে এই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছেরা বাস করিতেছে ঐ সকল দেশের নাম পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, সুতরাং লিপি-অনুসারে দেশ সকলকে অতিপ্রাচীন বলিতে হয় তাহাতে বাস করিতেছে যে সকল বাহীকাখ্য যবন ম্লেচ্ছ তাহারদিগকে প্রাচীন যবন না বলিবার কারণ কি।। যথা তুরস্ক, পটচ্চর খশ, নর্ম্মোনাশ, অপবাহ, পাণ্ডুর, চর্ম্মখণ্ড, লৌকিক, তথার, পৌরব, তুহিকাদ, তাম্বক, কলকালক, কম্মদিকাকুহক, কাশিবল, ভারবচ্ছ, ক্রেপ্ত, সৈনিক, শত্রুক, ইন্দুনীপ, ভারত, অর্ব্বুদ, বর্ব্বর ইত্যাদি অধুনা

ইহুদিনামে) তুরকী, রোম ইরাণ মদীনা, মক্কা, কাবুল সমরকন্দ, ফ্রান্স, পোর্শিয়া, সাইবিরিয়া, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, এমেরিকা, আফ্রিকা, জরমেন, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, বোগদাদ, ইত্যাদি স্থানস্থ লোকেরা অনুমান যে প্রাচীন বলা যায়।।

উত্তর, পরমহংসোক্তি) রে বৎস শ্রবণকর, ঐতদ্দেশ সকল প্রাচীন বটে, প্রাচীন যবনেরাও যে বাসকরিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু এক্ষণে বাস করিতেছে বলিয়া যে আসা ও জার্ম্মিকেরা প্রাচীন হইবে ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু দমরাজা দ্বারা প্রাচীন যবনেরা বিনষ্ট হইলেপর এই সকল দেশ প্রায় অরণ্যভূত হয়, সুতরাং অরণ্যভূত জনশূন্য স্থানে পিশাচেরা বাস করে, অতএব বহিঃ ও উক এই পিশাচদ্বয়ে বাসকরিয়াছিল, তাহারদিগের সন্তানেরা ক্রমে বৃদ্ধিদশা প্রাপ্ত বনবনান্তরে বাসকরতঃ পুনর্ব্বার নগরবৎ ক্রম করিয়াছে, সুতরাং যে যেখানে বাস করিল সে সেই দেশের নামে খ্যাতি পাইয়া পৃথক জাতি রূপে পরিচিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ইহারা প্রাচীন নত, জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা, তাহার এক দৃষ্টান্ত, পৃথু রাজার বংশে একজন তুরুষ্কনামে খ্যাত ছিল, সেই নগর নির্ম্মাণ করাতে নগরের নাম তুরুষ্ক হইল, পরে তাহার বংশের নাশ হইয়া বহুকাল পরে জার্ম্মিক অর্থাৎ জঙ্গালিরা বাসকরাতে তাহারা ও তুরকী বলিয়া বিখ্যাত হইল, ইদানীন্তন মাহাম্মদীয়েরা জজাতিক উৎখাত করিয়া বাসকরাতে তাহারাও তুরকী নামে খ্যাত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিহ যে বৈদিক জাতি অত্যন্ত প্রাচীন

কেহই নহেন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মই ঈশ্বরপ্রণীত, এতদ্ধর্ম্ম যাজন করিলেই চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়॥

অথ অথর্ব্ববেদীয়া অমৃতবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ মনোহি দ্বিবিধংপ্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধ মেবচ। অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতং॥ ১॥

জীবসম্বন্ধে * মনদুইপ্রকার হয়, এক অশুদ্ধ অপর শুদ্ধহয়, অর্থাৎ †কামনাযুক্ত অশুদ্ধ, আরকামনা বর্জ্জিত শুদ্ধহয়॥ ১॥

---

* মন দুইপ্রকার বলাতে মনের অবয়ব দুইপ্রকার এমত নহে, অর্থাৎ মন একইহয়, শুদ্ধ কার্য্যানুসারে দুইপ্রকার করিয়া কহিয়াছেন, ফলিতার্থ সংকল্প ও বিকল্পাত্মকহয়, কামনাযুক্তের নাম সংকল্প, আর কামনা বর্জ্জিতের নাম বিকল্প॥

† কামনা পদে ফলাভিসন্ধান, তদ্বর্জ্জিত নিষ্কাম, ইহাতেই কামনাযুক্ত মনকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন, অর্থাৎ ফলভোগেচ্ছা হাতে সংসারবন্ধে পরিমুক্ত হয়না, সুতরাং পুনঃ২ যাতায়াতে জনন মরণরূপ যন্ত্রণার অনুভব করিতে হয়, এ কারণ তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া উক্তকরিয়াছেন, অন্যৎ ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মেরনাম নিষ্কাম, তাহাতে সংসার বন্ধনের ছেদন হয়, অর্থাৎ যাতায়াত নিবর্ত্ত হয়, এতন্নিমিত্ত তাহাকে শুদ্ধকহেন॥

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

অন্যান্যশ্রীমা সমাপ্তা॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

১৯২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ বুধবার

গতবারের শেষঃ।

অথ অমৃতবিন্দুউপনিষৎ।

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তোনির্বিষয়ং স্মৃতং॥ ২

ইহ নিশ্চয় জানিহ যে মনুষ্যদিগের এক মনই বন্ধ

মোক্ষের কারণ হইয়াছে, অর্থাৎ* বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের কারণ, অপর বিষয়ানুরাগ শূন্য মন মোক্ষের কারণ হয়। ২॥

যতো নির্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥ ৩॥

যে হেতু নির্বিষয়াযুক্ত মন যাহার, তাহারই মুক্তি হয়, এ কারণ সর্ব্বদা মুমুক্ষু ব্যক্তিরা অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সর্ব্বদা মনকে বিষয় হইতে অন্তর করিবেন, ॥ ৩॥

নিরস্ত বিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনোহৃদি।
যদা যাত্যাত্ম নোভাবং তদা তৎ পরমং পদং॥ ৪॥

যৎকালে জীবের বিষয়াসক্তি (১) নিরস্ত হইয়া হৃদয়ে

---

* বিষয়পদে সংসারানুরক্তকা, অথবা, ইন্দ্রিয়াধীনতা যেহেতু ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী হইলে সংসারে মমতা জন্মে অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হয়, ইন্দ্রিয় জিত হইলেই জীবের মুক্তি, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা হইলে আর কোন রূপে সংসার বিষয়ে আসক্ত হয় না। সুতরাং অহংত্বম্ বলিবার হইয়া আর কিছুতেই মমতা থাকে না, সুতরাং অহংকর্ত্তা, অহংসুখী ইত্যাকার জ্ঞানের অবসরে পরব্রহ্ম অবস্থিত হয়॥

(১) বিষয়াসক্তি নিরস্তপদে ইন্দ্রিয় সংযম নিস্পৃহ বৃত্তিহীন

মন সম্যক নিরুদ্ধ হইবে, এবং * সর্ব্বত্রে আত্মভাবের উদয় হইবে, তৎকালেই জীব স্বীয় বিষ্ণ্বাখ্য পরম পদকে প্রাপ্ত করিবেন ॥ ৪ ॥

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদিগতং ক্ষয়ং। এতজ্জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ শেষোন্যায়শ্চ বিস্তরঃ ॥ ৫ ॥

যাবৎ হৃদিগতক্ষয় অর্থাৎ হৃদয় দহরাশয়ে চিদঘন পরমাত্মাতে মনঃ সংলগ্ন হইবে, তাবৎ এই বোধ করিবে, যে এই জ্ঞান এই ধ্যান, এতদ্ভিন্ন জ্ঞেয় কি ধ্যেয় নাই। অর্থাৎ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই সকলের শেষ, নচেৎ এতদ্বিষয়ের তর্ক করিলে বিস্তর তর্ক হয়, তাহাতে তৎপদলাভ হইতে পারেনা ॥ ৫ ॥

নৈবচিন্ত্যং নচাচিন্ত্যং নচিন্ত্যং চিন্ত্যমেবতৎ। পক্ষপাত বিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৬ ॥

---

* সর্ব্বত্রে আত্মভাবের উদয়পক্ষে, আত্মবৎ সর্ব্বজীবকে দর্শন করিবে, অথবা সর্ব্বত্রে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি বা আত্মস্ফূর্ত্তি [illegible], অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়মিতি, এক আত্মব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, ইহাকেই আত্মভাবোদয় বলে, শাস্ত্রান্তরেপি, (সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি) অর্থাৎ সকলই বিষ্ণুময় ইত্যাকার জ্ঞান

পরমাত্মা * চিন্ত্য নহেন, এবং ; অচিন্ত্যও নহেন, অপর ।। চিন্তাকরিলেও লভ্যনহেন, এবং (।) চিন্তা দ্বারাই লাভ করাযায়, যখন জীবের মনে [। পক্ষপাত রহিত হইবে তখনই ব্রহ্মতা সম্পন্ন হইবে ॥ ৬॥

অথ মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

---

* পরমাত্মা চিন্ত্য নহেন, ইত্যর্থে তাঁহারস্বরূপ চিন্তাকরা যায়না, যেহেতু তিনি অবাঙ্মনসোগোচর।

; অচিন্ত্যও নহেন, ইত্যর্থে, তিনি সর্ব্বরূপী হেতু চিন্তনীয়,।

।। চিন্তাকরিলেও লভ্যনহেন, ইত্যর্থে, বিশ্বকার্য্যদর্শনে তৎসত্বার প্রতীতিহয়, কিন্তু প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেনা; সুতরাং শুদ্ধতিনিআছেন এইচিন্তায় লভ্যনহেন।

(।) চিন্তাদ্বারাই লাভ করাযায় ইত্যর্থে, সদ্গুরূপদিষ্ট হইয়া যোগ সমাধিদ্বারা চিন্তাকরিলেই লভ্যহয়েন।

[। পক্ষপাত রহিত বলাতেই, পূর্ব্বার্দ্ধশ্রুতির এরূপ অর্থ নিষ্ক্রান্ত হয়, যে যিনি চিন্ত্য নহেন অর্থাৎ উপাস্যনহেন, এনি উপাস্য, ইহারই উপাসনা কর্ত্তব্য ইহার উপাসনা কর্ত্তব্য নহে, এরূপ পক্ষপাতির ব্রহ্মপ্রাপ্তি দূরেগিয়া নরকই লাভহয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষীর সর্ব্বত্রে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি, সকলই উপাস্য অর্থাৎ যে উপাসনা করুক পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল উপাসনাতেই ব্রহ্মোপাসনা হয়, নচেৎ রামকৃষ্ণ হরি শিব শক্ত্যাদির উপাসনা নিরর্থক, এরূপ বাক্য কহিলে পক্ষপাতাধীনতা প্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়না

অল্পমাংস শোণিতাভ্যন্তরতঃ কট্যাং মূত্রাশয়ো বস্তির্নাম তত্রাপি সদ্যো মরণং ॥ ৭৮ ॥ সুশ্রুতং ॥

কটিতে অল্পমাংস শোণিত তন্মধ্যে * মূত্রাশয় বস্তি নামে মর্ম্ম তাহাতে আঘাত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ॥ ৭৮ ॥

অশ্মরী ব্রণাদৃতেঅত্রাপ্যুভয়তোভিন্নেন জীবত্যেক ভিন্নে মূত্রস্রাবী ব্রণোভবতি সতু যত্নেনোপক্রান্ত রোহতি ॥ ৭৯ ॥ সুশ্রুতং ॥

মূত্রাশয়ে কি মূত্রনির্গম দ্বারে * অশ্মরী রোগ জন্মে, তাহাকে অস্ত্রদ্বারা চ্ছেদ করিতে হয়, নচেৎ মৃত্যু ঘটনা হইতে পারে কিন্তু তৎস্থানে অস্ত্রাঘাত করাও বিষম, যেহেতু তৎস্থান অতি সংকীর্ণ, এবং চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং সুশিক্ষিত সাবধানী এবং স্থিরহস্ত সমাহিত চিত্ত বৈদ্যের কর্ম্ম, নচেৎ অশ্মরী রোগ ভিন্ন বস্তিমর্ম্মের উভয় পার্শ্ব ভেদ হইলে প্রাণনাশ হয়, যদ্যপি একপার্শ্ব ভেদহয়

---

* মূত্রাশয় পদে মূত্রাশয় অর্থাৎ মূত্র থাকিবার স্থান, সে অতি সংকীর্ণ সে স্থানে মাংস অল্প এবং শোণিতও অল্প, সুতরাং তৎস্থানে আঘাত হইলেই কেটৎ মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়।

* অশ্মরী রোগ পদে প্রাকৃত ভাষায় পাথরি রোগ বলে।

তবে, মূত্রস্রাব বিশিষ্ট রোগ। জন্মে, সে রোগ বহু যত্নে চিকিৎসনীয় হইলে আরোগ্য হইতে পারে, নচেৎ কিঞ্চিৎ কালান্তরে মৃত্যু হয়॥ ৭৯॥

পক্বামাশয়য়োর্ম্মধ্যে শিরা প্রভবা নাভির্নাম তত্রাপি সদ্যএব মরণং॥ ৮০ সুশ্রুতং॥

পক্বাশয় এবং আমাশয় এতদুভয় মধ্যে শিরা প্রভব নাভি নামে মর্ম্ম, তাহাতে আঘাত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তৎক্ষণ মাত্রেই মৃত্যু হয়, তৎক্ষণপদে তদ্ধ্যাৎ মাত্রেই পঞ্চত্বকে পায়॥ ৮০॥

স্তনয়োর্ম্মধ্যমধিষ্ঠানোরস্যামাশয়দ্বারং সত্ত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নাম তত্রাপি সদ্যএব মরণং॥ ৮১॥ সুশ্রুতং

স্তনদ্বয়ের মধ্যে (১) হৃদয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানে (হৃদয়) নাম মর্ম্ম, তাহাতে সংযুক্ত (২) আমাশয় দ্বার, ..

॥ মূত্রস্রাব রোগপদে বহুমূত্র অর্থাৎ অবারিত মূত্রস্রাব হয়। তদ্রোগের শান্ত্যর্থে শোধিত পারদ মিশ্রজলের ছোপ দিলে ক্ষত শুদ্ধি হইয়া আরোগ্যতাকে জন্মায়, ছোপ পদে প্রাকৃত ভাষায় (পিচকারী বলে)॥ তাহাতে সুশোধিত পারদ না হইলে, রক্ত দুষ্টাদি জন্মে, তজ্জন্যে ক্ষতাঙ্গাদি নানা রোগের উৎপত্তি হয়॥ একারণ যত্নসাধ্য কহিয়াছেন॥

(১) হৃদয়ে অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠান বায়ুস্থান, অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় কলিজা বলে।

(২) আমাশয় দ্বারপদে, উদরস্থ নাভি মণ্ডলে যে আমাশয় স্থান সেই নাড়ী প্রবাহের দ্বার হৃদয়ে॥

* সত্ত্বরজস্তম অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাহাতে আঘাত হইলে সদ্যই মৃত্যু অর্থাৎ তৎক্ষণমাত্রেই মৃত্যু হয়॥ ৮১॥

স্তনয়োরধস্তাৎ দ্ব্যঙ্গুলে মুভয়তঃ স্তনমূলে নাম মর্ম্মণী তত্র কফপূর্ণ কোষ্ঠতয়া কাস শ্বাসাভ্যাঞ্চ ম্রিয়তে॥ ৮২॥

উভয় স্তনের অধোভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে (স্তনমূল) নাম মর্ম্ম, তৎস্থানে কফপূর্ণ কোষ্ঠ যুক্ত সেই মর্ম্মে আঘাত করিলে॥ শ্বাস কাস দ্বারা মৃত্যু হয়॥ ৮২॥

---

* সত্ত্বরজস্তমা অধিষ্ঠান পদে অবস্থান অর্থাৎ মায়া গুণ সত্ত্ব রজস্তম, তৎসংযুক্ত আরোপাধি বিশিষ্ট পবন আবস্থান, অর্থাৎ বায়ু পিত্ত, কফ স্থান সুতরাং তদাঘাতে দেহাত্মাভিমানি দেহের উপপ্লব হওয়া সত্ত্বা লোকের হানিস্থানের বন্ধন ছিন্ন হইলে লোকের নিঃসারণ হয়॥

॥ শ্বাসকাস দ্বারা মৃত্যু হয়, ইত্যর্থে, তন্মর্ম্মাঘাতে তৎক্ষণাৎ কাসোপপীড়িত হইয়া শ্বাসকে আনয়ন করে, অর্থাৎ কফ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ কফ প্রাণ স্থানে আগত হয়, সুতরাং প্রাণের উদ্ধান নিমিত্তপ্রযুক্ত কফের উৎক্রমণ হয়, এবং বায়ু সঞ্চারিণী নাড়ীর ছিদ্রকে ক্রমে মুক্তবন্ধ করে অবরোধ করিতে থাকে তদবধি সে নিম্নস্থ অপানবায়ুর সহিত প্রাণ বায়ুর সংযোগাভাব হয় তৎপরে বায়ু সম্বন্ধাভাবে অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে আকৃষ্ট করিতে না পারিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হই॥ যায়। উর্দ্ধগামী প্রাণবায়ু অবরোধিত হওয়ায় ক্রমে মুখ নাসিকা দ্বার দিয়া ক্রমে বহির্গত হয় আর দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেনা, অতএব শ্বাসকাস দ্বারা মৃত্যুর সঞ্চার দিয়াছেন॥

স্তনচূচুকয়োরূর্দ্ধং দ্ব্যঙ্গুলমুভয়তঃ স্তন রোহিতৌনাম । তত্রলোহিত পূর্ণকোষ্ঠ তয়া কাস শ্বাসাভ্যাঞ্চ ম্রিয়তে ॥ ৮৩ ॥

উভয় স্তনের চূচুকের উর্দ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত (স্তনরোহিত) নাম মর্ম্ম, তাহাতে রক্ত পূর্ণ কোষ্ঠ প্রযুক্ত তৎস্থানাঘাতে রক্তকোষ্ঠ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতেও কাসদ্বারাশ্বাসকে আনয়ন করে, অর্থাৎ যদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত কফদ্বারা হয়, এখানে রক্ত দ্বারাই তদ্রূপাবস্থা ঘটিয়ামরে বিশেষ এই তাহাতে কফ বমন, এমর্ম্মাঘাতে রক্তবাম্য দ্বারা মৃত্যুহয় ॥ ৮৩ ॥

অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বোপরিভাগয়োরপলাপৌ নাম । তত্ররক্তেন পূযভাবং গতেন মরণং ॥ ৮৪ ॥

অংসকূট অর্থাৎ স্কন্ধদেশের অধপার্শ্বদেশের উপরি ভাগে একং অঙ্গুলি প্রমাণে (অপলাপ) নামে মর্ম্ম, সেই মর্ম্মের সহিত রক্তকোষ্ঠের সহিত যোগ থাকাপ্রযুক্ত তাহাতে অঘাত করিলে ঐ রক্ত শ্লেষ্মাযোগে পূযভাবে আপন্নহয়, সুতরাং ক্রমে পূযহইয়া কোষ্ঠহইতে রক্তক্ষয় পাইয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই মৃত্যুহয়, সে পূযের নিবারণ করিতে ঔষধিদ্বারা কোন বৈদ্যই পারেন না। সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসা কঠিন সাধ্য ॥ ৮৪ ॥

কিন্তু, এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় বিদ্বান চিকিৎসকদিগের সুসাধ্য হইয়াছে, যেহেতু চিকিৎসা দোষে মৃত্যু হইলেও

রাজার অনুরোধে তাহারদিগকে কেহ দোষী করিতে পারেনা, সুতরাং তাহাঁরা মরাবাচাঁরবিচার পূর্ব্বেনা করিয়াই রোগীরদেহে অস্ত্র চালনা করেন, সাহসআছে মরিলে আমারদের হানি নাই, বাচিলে প্রশংসা পাইব, এরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম বিচার শূন্য স্থলে অস্ত্র চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হইবার বাধানাই, তথাপি হিন্দু চিকিৎসকেরা সাহস করেন না, যেহেতু এরূপ চিকিৎসায় লৌকিকে দোষী না হউক, পারত্রিকে অবৈধ প্রাণিহত্যার ফলভোগ করিতে হয়, যাহারা পরকাল না মানে পশুবৎ ব্যবহারী তাহারাই এতৎ চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হয়। ইহা নিশ্চয় জানিহ দিব্যবস্ত্র পরিধানে এবং যানবাহন আরোহনেও প্রণালীশুদ্ধ বাক্য কহিতে পারিলেই পশুত্ব মোচন হয়না, পশুত্ব মোচনের কারণ ধর্ম্মজ্ঞান ॥ ৮৪ ॥

উভয়ত্রোরসো নাড্যৌ বাতবহে অপস্তম্ভৌ নাম, তত্রবাতপূর্ণ কোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ মরণং ॥ ৮৫ ॥ সুশ্রুতং ॥

বক্ষস্থলের দুইপার্শ্বে বাতবহা নামে দুইনাড়ী আছে, সেই নাড়ীদ্বয়ের সন্ধিতে (অপস্তম্ভ) নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে বায়ুপূর্ণ কোষ্ঠপ্রযুক্ত তদাঘাতেও * শ্বাস কাস দ্বারা মৃত্যু হয় ॥ ৮৫ ॥

* শ্বাস কাস দ্বারা মৃত্যু হয় ইত্যর্থে তন্মর্ম্মাঘাতে বায়ুকোষ্ঠ ছিন্ন হইয়া বায়ুর নিঃসরণ হয়, ক্রমে তাহাতে পিত্তের সঞ্চার হইতে থাকে, সেই পিত্তে জ্বরকে আনয়ন করে, ঐ জ্বরেরসহিত যোগ হইয়া প্রাণবায়ু পিত্তকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া কাসীকে জন্মায়,

এবমেতান্যুদরো দ্বাদশ মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি॥ ৮৬॥ সুশ্রুতং॥

এই উদরস্থিত দ্বাদশ প্রকার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলাম, অতঃপর অন্যান্য মর্ম্ম ব্যাখ্যা করি শ্রবণ করহ॥ ৮৬॥

অতঊর্দ্ধং পৃষ্ঠমর্ম্মাণ্য ব্যাখ্যাস্যামঃ। পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ প্রতি শ্রোণি কাণ্ড মস্থিনী কটিকতরুণে নামমর্ম্মণী। তত্র শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডু বিবর্ণো হীনরূপশ্চ ম্রিয়তে॥ ৮৭॥ সুশ্রুতং॥

অতঃপর পৃষ্ঠমর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ পৃষ্ঠ বংশের অধোভাগে দুইপার্শ্বে নিতম্বের উপরিভাগে শ্রোণিকাণ্ড নাম অস্থিদ্বয়, তাহাতে (কটি এবং কতরুণ) নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে আঘাত করিলে শোণিত ক্ষয় হইয়া যায়, তৎক্ষয়ে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ, এবং রূপ লাবণ্য হীন হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, ॥ ৮৭॥

পার্শ্ব জঘন বহির্ভাগে তত্র পৃষ্ঠবংশ মুভয়তো নাভিনিম্নে, জঙ্ঘন্দরে নাম

ঐ কাসী ক্রমে শ্বাসযুক্ত করে, ইহাতে শ্লেষ্মা কি রক্ত কিছুই উঠেনা, ক্রমশ আনন্দাংশ শুক্রকে ক্ষয়করে, এই তিনপ্রকার কাসির প্রমাণ করাতে তিনসংজ্ঞা হইয়াছে, প্রথম শ্লেষ্মাবমন কারী কাসিকে (ক্ষয়কাস বলে) দ্বিতীয় রক্তবমনকারীর নাম (রাজযক্ষ্মা) তৃতীয় শুক্রভঙ্গের নাম (যক্ষ্মাকাস)॥

মর্ম্মণী। তত্রস্পর্শা জ্ঞানমধঃ কায়ে চেষ্টোপ ঘাতশ্চ॥ ৮৮। সুশ্রুতং।

নিতম্ব পার্শ্বভাগ জঘন, যাহাকে যোনিপীঠ বলে অর্থাৎ যোনি লিঙ্গের ঊর্দ্ধ ভাগ। তাহার বাহিরে পার্শ্বদ্বয় অর্থাৎ পিষ্ঠবংশের উভয়দিকে সম্মুখে নিতম্ব কূপদ্বয়ের নিকট নিম্নভাগে (কুকুন্দর) নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে আঘাত তস্পার্শে অজ্ঞান হয়। এবং নিশ্চেষ্টহয়, অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবসন্ন হয়॥ ৮৮॥

ইহার তাৎপর্য্য অজ্ঞান হইলেই নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত জ্ঞানথাকে অথচ হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায়, তাহার বিশেষ এই যে ঐ মর্ম্মদ্বয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ আঘাত হইলে অজ্ঞানহয়, অধোদেশে আঘাত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়াযায়॥ ৮৮॥

শ্রোণিকাণ্ডয়ো রুপর্য্যা মাশয়াচ্ছা দনৌ পার্শ্বান্তর প্রতিবদ্ধৌ নিতম্বৌ নাম তত্রাধঃ কায়ে শোষো দৌর্বল্যাচ্চ মরণং॥ ৮৯। সুশ্রুতং॥

শ্রোণিকাণ্ড অস্থিদ্বয়ের, উপরি আমাশয়াচ্ছাদনদ্বয় স্থানে অর্থাৎ তৎস্থানে দুই নাড়ার যোগে এমত কঠিনচর্ম্ম যে তদ্দ্বারা আমাশয়দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে তাহার দুইপার্শ্বকে প্রতিবদ্ধ করিয়া বায়ু পথের অবরোধ করে, তাহাতে (নিতম্বদ্বয়) নামে মর্ম্ম, তাহার অধো-

ভাগে আঘাত করিলে, শরীরের অধো ভাগ শুষ্ক হয়, এবং দৌর্ব্বল্যাধীন মরণ হয়॥ ৮৯॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূলশ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ১২৫৯ বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনা মাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকার করা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা-নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৯৩সংখ্যা শকাব্দাঃ১৭৭৫। সন ২৬০ সাল, ১১ পৌষ বৃহস্পতিবার

গতবারের শেষ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে সাধো, ম্লেচ্ছজাতীয় ধর্ম্মপ্রস্তাবে যে কয়েক বিষয় কহিলেন তন্মধ্যে কোনকোন বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিল, আদৌ বাইবেল পুস্তকের মতে ইব ও আদম, এতদুভয় আদি মনুষ্য, ইহারদিগের দ্বারাই মনুষ্যজাতির উৎপত্তি

হয়, একারণ যবনেরা মনুষ্যকে (আদমী) বলে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে যদ্রূপ মনুর পুত্রাদিকে মানব বলিয়াথাকে,। আপনি কহেন, ইব আর আদম ইহারা পিশাচ, সুতরাং পিশাচের পুত্র মনুষ্য কি প্রকারে হয়। যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রে পিশাচদিগকে দেবসৃষ্টির মধ্যে ধৃত করিয়াছেন ॥

পরমহংসোক্তিঃ। রেবৎস ইহাসত্য, ইব ও আদম পিশাচহইয়াও মনুষ্যোৎপাদকহইয়াছে, যদিও দেবতা ও রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, পিশাচাদিরা দেবসৃষ্টির মধ্যে ধৃত হইয়াছে, তথাপি তাহার দিগের দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আদিদেব ব্রহ্মার পুত্র মনু হইতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি এবং উপবহণ নামা অসুরের পুত্র কংস রাজা, মাল্যবান, রাক্ষসের পত্র (সুকেশী) ইন্দ্র ধর্ম্ম যম পবন অশ্বিনী কুমার সূর্য্যাদির পুত্র যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি অপিচ নরক পুত্র ভগদত্ত প্রভৃতিরা মনুষ্য রূপে পরি-চিত ছিল, তদ্রূপপিশাচ হইতে মনুষ্য উৎপত্তির সন্দেহকি শুদ্ধ পিশাচবৎব্যবহারানুসারে বাহ্যকজাতিকে ম্লেচ্ছ যবন কহাযায়, অর্থাৎ তাহার দিগের ধর্ম্ম শ্রদ্ধা রহিত, এবং সদাচারাদি নাই ॥

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ ॥ যদিও পিশাচ জাতিকে এরূপে মনুষ্যোৎপাদক বলাযায়, যাউক, কিন্তু সর্পরূপী সয়তানকে যে আপনি নহুষরাজা বলিয়া উক্তকরিলেন ইহা কিরূপে প্রত্যয় করিতে পারি। যেহেতু গত সত্যযুগে ইন্দ্রশ্রীপ্রাপ্ত নহুষরাজা শচীলোলুপ হওয়াতে অগস্ত্য শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েন, ইব ও আদম দ্বাপরের শেষ প্রতীপ রাজার সময় অনুমান (৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর, ইহাতে সর্পরূপী নহুষকে বাইবেলোক্ত সয়তান বলা সঙ্গত হয়না, ॥

উত্তর। পরমহংসোক্তিঃ। রে পুত্র, এতদ্বিষয়ের সন্দেহকরা নিরর্থক, যাহা মহাভারতাদিতে স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এতৎ সময় হইতে (৫০০০) সহস্র বৎসর গত রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে ও নহুষ রাজা সর্পরূপে বনে বাস করিয়াছিল, প্রমাণ, মহাভারতীয় বনপর্ব্বে, যৎকালীন যুধিষ্ঠিরদেব পঞ্চ ভ্রাতারসহিত বন ভ্রমণ করেন, তৎকালে ভীমকে অজগররূপী নহুষ রাজা আক্রষ্ট করিয়াছিলেন, পরে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রশ্ন পূরণে পরিমুক্ত হয়েন, অতএব তৎপূর্ব্ব সহস্রবৎসর আদম ও ইবের সময় সর্পরূপী নহুষ রাজা যে তদ্বনে বাস করিয়াছিল তাহাতে সংশয়কি।।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। আপনি যে বিপাশা নদীরতীরে বসিওইক অর্থাৎ আদম ওইবরবাসকরিত কহিলেন, কিন্তু বিপাশা নদী তুরস্কাদি ম্লেচ্ছদেশের কোনস্থানে ছিল, শাস্ত্রত এবং লোকতঃ শুনাযায় পাঞ্জাবের পঞ্চ নদেরমধ্যে একনদীরনাম বিপাশা।

উত্তর। পরমহংসোক্তিঃ।। রে জ্ঞানাভিমানিন,। নদী নামে সন্দেহ, কি, এক নামেঅনেক নদী আছে, যথা স্বর্গস্রোতা হিমবৎ প্রসূতা যমুনা, যিনি মথুরাদি মোক্ষক্ষেত্র দিয়া আসিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশে উত্তর সিরাজ গঞ্জের নিকটে ও অপর যমুনানামে নদী আছে, কিঞ্চ, পাঞ্জাবের একনদী চন্দ্রভাগা, অপর পুরুষোত্তমের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার্কতীর্থে ও চন্দ্রভাগা নদী আছে, অপিচ বিন্ধপাদ বিনিসৃত দামোদর, অন্যৎ বঙ্গদেশের বাকরগঞ্জ অর্থাৎ বরিষালেও দামোদর আছে, তদ্রূপ পাঞ্জাবে এক্ষণে যেমন বিপাশানদী যদ্রূপ আদমেরবাস এদিন উদ্যানেও বিপাশা

নামে নদীছিল, ক্রমে রাজ পরিবর্ত্তনে কোন নামান্তর হইয়াথাকিবেক যেরূপ বালমীকাশ্রমে তমসা নদী সেই রূপ বাহীক দেশেও তমসা নদী আছে, এক্ষণে তাহাকে তামস বলে॥

ভাক্তজ্ঞানীবর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ যদ্যপি বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতই হয়, তবে যে তাহারা এক্ষণে বিবিধ প্রকার ধর্ম্মকথাকয় এবং পরমেশ্বরোপাসনার বিধি প্রচারকরে সেকি। এবং ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্র পদার্থবিদ্যা ঐন্দ্র জালিকাদি কিরূপে কোথাহইতে শিক্ষাকরিল.॥

উত্তর পরমহংসোক্তিঃ॥ অরে বালক, এই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ যবনাদিরা চিরকাল পশুবৎ বনেবনে বাস করিত শুদ্ধ অসেচনক খণ্ডান্তঃপাতি কুমারিখণ্ডের লোকের উপদেশে অর্থাৎ (হিন্দুস্থানস্থ) লোকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সমস্ত বিদ্যাসম্পদকে লাভ করিয়াছে, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে। যথা

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বা দাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ মনুঃ ২ অং॥

পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি যেস্থান তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত দেশ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন॥ তথাহি॥

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বংস্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ॥ মনুঃ ২ অং॥

উপরি শ্লোকোক্ত দেশপ্রসূত অগ্রজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিদিগের নিকট পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যেরা স্ব স্ব চরিত্র অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারাদি শিক্ষা করেন, ইহাতে পৃথিবীস্থ সকলমনুষ্য বলাতে আম্লেচ্ছাদি তাবৎ মনুষ্যই এই দেশ হইতে মনুষ্যাচার শিক্ষা করিয়াছেন, ফলে ম্লেচ্ছেরা পদার্থ বিদ্যাদির স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মের বক্তৃতা যেরূপ করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিয়া যথার্থ সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেননাই, যেহেতু তাহারা স্বভাবতঃ অধার্ম্মিক যথা পুরাণাদিষু।

(কলৌ রাজা ভবিষ্যন্তি যবনা ধর্ম্মনিন্দকা ইতি।)

কলিতে ধর্ম্মনিন্দক যবনেরা এই পৃথিবীর রাজা হইবেক তবে যে কদাচিৎ ধর্ম্মবিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের উল্লেখকরে, সে কেবল আপনারদিগকে ধার্ম্মিকরূপে প্রতিপন্ন করিয়া লোক প্রতারণা মাত্রই করে।

অপর আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে।।

গতবারের শেষ।

অথ অথর্ব্ব বেদীয়া অমৃত বিন্দূপনিষৎ।

স্বরেণ সন্ধয়েদ্‌যোগ মস্বরং ভাবয়েৎ পরং। অস্বরেণানুভাবেন নাভাবো ভাব ইষ্যতে ।। ৭ ।।

পূর্ব্বশ্রুতিতে ব্রহ্মভাবতার হেতু প্রদর্শনার্থ অপক্ষপাত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এই শ্রুতিতে ব্রহ্মতা প্রাপ্তির সাধন কহিতেছেন, যথা (স্বরে ণতি)।।

* স্বরদ্বারা যোগ সন্ধান করতঃ † অস্বর পরম আকে ভাবনা করিবেক। অস্বর দ্বারা অনুভব সিদ্ধ অভাব বস্তু ও ভাবরূপে লাভ হয়।। ৭।।

ইত্যর্থে ফলসিদ্ধ এইযে স্বরশব্দে নিশ্বাস এবং অবিদ্যা প্রভব সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ সুতরাং প্রণবাদিকে মায়া প্রভব বলে, সেই প্রণবাবলম্বনদ্বারা মায়াতীত অতীন্দ্রিয় নির্গুণ পরব্রহ্মও ভাবরূপে অর্থাৎ বিদ্যমান রূপে লাভ হয়।

অন্যদপি। স্বরশব্দে সগর্ব্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ ইষ্টদেবতার বীজ বা, প্রণব দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া পূরক কুম্ভক রেচকরূপ প্রাণবায়ুর সংযম। এই স্বরসন্ধানে প্রাণায়াম যোগে পরমাত্মার ভাবনানুসারে পরে অস্বরানুষ্ঠানে অর্থাৎ নির্গর্ব্ভ প্রাণায়ামে কেবল কুম্ভক দ্বারা নিরাকার পর ব্রহ্মের ভাবলাভ হয়, ইহাভিন্ন তৎপ্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই।

তদেব নিষকলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনং। তদব্রহ্মাহ মিতিজ্ঞাত্বা ব্রহ্মসম্পদ্যতে ধ্রুবং।। ৮।।

---

* স্বরশব্দে অবিদ্যা অথবা সগর্ব্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ বীজসংখ্যার প্রাণায়াম।

† অস্বরশব্দে বিদ্যা অথবা নির্গর্ব্ভ প্রাণায়াম।।

(তদেব) অর্থাৎ সেই প্রাণায়ামাদি যোগ প্রভাবে নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, পরব্রহ্ম আমি এতৎজ্ঞান জন্মে, সেইজ্ঞান জন্মিলেই নিশ্চিত ব্রহ্মভাব সম্পন্ন হয়। ৮

নির্ব্বিকল্প মনন্তঞ্চ হেতু দৃষ্টান্ত বর্জ্জিতং অপ্রমেয় মনাদিঞ্চ যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ। ৯।

ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানের ফল প্রদর্শনার্থে কহিতেছেন, যথা (নির্ব্বিকল্পমিতি)॥

পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ এই, তিনি নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ তাঁহাতে কোন সংশয় নাই অনন্ত, অর্থাৎ অপরিমিত ইত্যর্থে, সীমারহিত সুতরাং সর্ব্বব্যাপক হেতু দৃষ্টান্ত বর্জ্জিত, যাহাতে দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন কারণ দেখাইতে পারা যায়না, অপ্রমেয় অর্থাৎ যাহার পরিমাণ নাই, ইত্যর্থে তাঁহাতে কোন উপমা দেওয়া যায়না। অনাদি অর্থাৎ তিনি সকলের আদি তাঁহার আদি নাই, যাঁহাকে জানিয়া সাধক ভব বন্ধনে পরিমুক্ত হয়েন॥ ৯॥

ননিরোধো নচোৎপত্তির্নবন্ধো নচসাধকঃ। নমুমুক্ষু র্নবৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ১০॥

যাঁহাকে জানিলে সাধকের জন্মমৃত্যু থাকেনা, এবং সর্ব্ববন্ধে পরিমুক্ত হয়, তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তৎকালে সাধক বা মুমুক্ষুকিম্বা মুক্ত কিছু কহিতে পারা যায়না, ইহাই

পারমার্থিকলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হয়, সুতরাং স্বব্রহ্মের আর সাধনাদি কি কহিব ॥ ১০ ॥

একএবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্ন সুসুপ্তিষু। স্থানত্রয় ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥

*জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুসুপ্তি এতৎ স্থানত্রয়স্থ এক আত্মাই মন্তব্য হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাগত তুরীয় স্থানস্থ আত্মাকেই মনন করিবেক, যাবৎ বহ্মৈকত্ব জ্ঞাননাহয়, তাবৎ অবস্থাভেদে আত্মার ধ্যান করিতে হয়, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হইলে আর অবস্থাভেদ থাকেনা, সুতরাং † স্থান ত্রয় ব্যতীত সাধকের আর জন্ম হয় না ॥ ১১ ॥

---

* জাগ্রদবস্থা স্থূল অর্থাৎ অহংকার; যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুর পৃথক জ্ঞান। স্বপ্নাবস্থা সূক্ষ্ম অর্থাৎ মন তাহাতে অভিলাষ, সুতরাং তাহার নাম কাম, । তদর্থ এই যে পৃথক দৃষ্টি সত্ত্বেও এক ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি। সুসুপ্ত্যবস্থা সুসূক্ষ্ম, অর্থাৎ জীব যাহাতে জগৎ মিথ্যা আত্মাই সত্য এমতবোধজন্মে ইহাকেও একাধার কহে ॥

† স্থানত্রয়ব্যতীত পদে তুরীয়স্থান, সেখানে কোন গলানাই, অহংকারাদিনাই রাগদ্বেষপৈশুন্য মাৎসর্য্যাদিবর্জ্জিত অহং কিম্বা এতদ্বাচ্য নাই কেবল এক পূর্ণানন্দ রসে রসিক সুতরাং স্থান ত্রয় ত্যাগে তুরীয়স্থ হইলে আত্যন্তিকী মুক্তিহয়, আত্যন্তিকী মুক্তিপ্রাপ্তে আর জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা ॥

অবস্থাভেদ উপাসনাকে সগুণোপাসনা বলে তাহাতেই নানারূপাকারে পরমাত্মার উপাসনা হয় অবস্থাভেদ ত্যাগে জগন্ময় আত্মার উপাসনার নাম নির্গুণোপাসনা। তাহাতে কোন রূপচিন্তা নাই শুদ্ধ যোগদ্বারাই কৃতার্থ হয়, কিন্তু তাহার মূল সগুণোপাসনা, আদৌ সগুণোপাসনাদ্বারা চিত্তকে অভ্যস্তনা করিলে তজ্জ্ঞানকে কেবল বাক্যমাত্রেই লাভকরা যায়না, তৎপ্রাপ্ত্যর্থে যাগযজ্ঞাচর্চনা ব্রত নিয়মাদিকে যত্ন পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হয়, তদর্থে বেদান্তে কহেন, " যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ,, শ্রুতি যজ্ঞাদিকে অশ্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যদ্রূপ অভিলষিত স্থান প্রাপ্ত্যর্থে অশ্বারোহণের প্রয়োজন, তদ্রূপ অভিলষিত তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থেও যজ্ঞাদির প্রয়োজন করে। ১১।

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বজীবের আত্মা এক কিন্তু বহুরূপে * ভূতে ভূতে অধিষ্ঠান করিতেছেনঃ তিনি একরূপ হইলেও জলচন্দ্রবৎ বহুরূপে দেখাযায় ॥ ১২ ॥

---

* ভূতশব্দে জীব, এবং পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশকেও বলে, সুতরাং একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধাদি পদে ভূতেতেই দর্শন করাইয়াছেন আত্মার প্রথম একরূপ আকাশ, দুইরূপ বায়ু, তিনরূপ অগ্নি, চতুর্থরূপ জল, পঞ্চ পৃথিবী অর্থাৎ আকাশের এক গুণ, বায়ুর দুইগুণ, অগ্নির তিনগুণ, জলের চারিগুণ, ভূমির পাঁচগুণ, । সপ্তধা বলার তাৎপর্য্য প্রকারান্তর আছে, এক আত্মা

ইত্যর্থে এক পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে ভাসমান হয়েন, যেমন চন্দ্র এক কিন্তু বায়ুবেগে জলের ঢেউ উঠিলে প্রতি ঢেউতেই এক২ চন্দ্র দেখায়, সেইরূপ পরমাত্মাও এক, কিন্তু জীবেজীবে অনেক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা শ্রুত্যন্তরে " সএকধা দ্বিধা ত্রিধাস প্তধেত্যাদি । ,,তিনি এক দুই তিন সাত প্রভৃতি অনেকধা রূপে ভাসমান আছেন । ইহার প্রমাণ কঠোপনিষদেও আছে ॥ যথা ।

" অগ্নির্যথা ভবনংপ্রবিশ্য রূপং রূপং প্রতিরূপো -বভূব একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপংরূপং প্রতিরূপো -বভূব ।,,

যেমন এক অগ্নি প্রকাশমান বাহিরে থাকিয়াও অদৃষ্ট রূপে লৌহ দার্ব্বাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে খ্যাত হইয়াছেন, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা একরূপে প্রকাশমান থাকিয়াও অদৃশ্যরূপে নানারূপ ধারণ করিয়াছেন ॥

ঘটসংবৃত মাকাশং নীয়মানে ঘটেযথা।
ঘটং নীয়েত নাকাশং তদবজ্জীবো ন-
ভোপমঃ ॥ ১৩ ॥

রূপ, দ্বিতীয় চন্দ্র সূর্য্য রূপ অর্থাৎ জলাগ্নিরূপ, ক্ষিতির গুণীরূপেদুই, গুণরূপ পরে সপ্ত যথা অগ্নির গুণ তিন শব্দ স্পর্শ রূপ জলের গুণ চারি, শব্দ স্পর্শরূপ রস, সুতরং এক আত্মাই সর্ব্বাত্মা ॥ অথবা, জলরূপ এক আত্মা, তদ্ভেদে ছয়, যথা তিক্ত, অম্ল, মধুর, কষায়ক, কটু, লবণ, ইত্যাদি বলিতেছি এক জলই নানারূপ হইয়াছেন ॥

যেমন ঘট সংবৃত আকাশ অর্থাৎ মৃত্তিকা বিকারে রচিত ঘট মধ্যবর্ত্তি আকাশ আকাশ হইতে অন্তর নহে, যখন সেই ঘটকে ভঙ্গ করা যায় তখন ঘটাবয়বেরি নাশ হয় কিন্তু আকাশের নাশ না হইয়া পূর্ণরূপেই থাকে, সেই রূপ আকাশ ন্যায় জীব ঘটবৎ দেহ বিনষ্টে নষ্ট হয়েন না

ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃপুনঃ তদ্ভেদেচ নজানাতি সজানাতিচ নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

ঘটবন্যায় বিবিধাকার বিশিষ্ট দেহ তদ্ভেদজাতের ভেদ মানায় যাবনা, অর্থাৎ উপাধির অনিত্যতা জীবের নিত্যত্ব সিদ্ধিং। কিন্তু যাবৎ অনিত্য উপাধিতে যুক্ত থাকেন, তাবৎ জীবকে অনিত্য বলিয়াই উপলব্ধি করে ॥ ১৪॥

শব্দমায়াবৃতোনৈব তমসা যাতিপুষ্করে। ভিন্নেতমসি চৈকত্ব মেক এবানুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥

যাবৎ * শব্দ মায়ারূপ তমোব্যাপ্ত, তাবৎ জীব ব্রহ্মের ঐক্যত্ব দর্শন হয়না। কিন্তু যৎকালে ঐ † তম-

---

* শব্দমায়া পদে অহংকার, অর্থাৎ আমি আমার তুমি তোমার ইত্যাকার জ্ঞান, যাবৎ থাকে তাবৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেনা।

† তমোনাশ পদে আমি আমার ইত্যাদি শব্দের উপরতি। সুতরং তৎকালে ভেদ জ্ঞানের অবসানে বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয়। অতএব বন্ধ মোক্ষের বাক্য ঐকত্ব

নাশ হয় তৎকালে পৃথক দৃষ্টির অবসানে এক পরমাত্মাই জীবের অনুদর্শন হয়॥ ১৫॥

জ্ঞান যথা বন্ধের কারণ মমতা। অর্থাৎ আমার পুত্র, আমার কন্যা আমার ধন, আমার স্বজন কুটুম্ব পরিবার, আমার অট্টালিকা গযীপুরী উদ্যানে পবনবান ইত্যাকার জ্ঞানের অবসান যদবধি না হইবে তদবধি বন্ধন দশার শান্তিনাই॥ তমঃশব্দে অহংকার, অহংকারের নামই মমতা সুতরাং তমোনাশ পদে মমতাশূন্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মেনা॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন১২৫৪ সাল ও সন১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল সন ১২৫৮ সাল সন১২৫৯ সাল এতদ্বৎসর ষট্কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরেঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফমার বটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদ

নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১০৪ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৯ পৌষ বুধবার

গতবারের শেষ।

অথ অথর্ব্ববেদীয়া অমৃতবিন্দূপনিষৎ।

শব্দাক্ষর পরংব্রহ্ম তস্মিনক্ষীণে যদক্ষরং। তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্যদিচেচ্ছাচ্ছান্তি মাত্মনঃ॥ ১৬॥

যে সাধক আপনার শান্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহার অক্ষর

ব্রহ্মধ্যানবরাকর্ত্তব্য,* অক্ষর ব্রহ্মকে শব্দরূপকহিয়াছেন অর্থাৎ প্রণব সুতরাং মায়াবৃত ব্রহ্ম, মায়াবৃত ব্রহ্মপদে সগুণ ব্রহ্ম সগুণোপাসনা করিতেং নির্গুণেচিত্ত ধারণা হয়, তৎকালে মায়াহনন নির্গুণে চিত্তধারণা হইলে ক্রমে মায়াত্যাগ হইয়া যায়, মায়াত্যাগে অক্ষর অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে যোগ্য হয়, তৎ যোগ্যতায় আত্ম শান্ত হয়, নচেৎ কোটিকল্পে ও হইতে পারেনা॥ ১৬॥

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যেতু শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ-যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধি গচ্ছতি॥ ১৭॥

পরা ও অপরা বিদ্যাদ্বয়, শব্দ ও পরং ব্রহ্মের বিশেষণ অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ আদৌ শব্দব্রহ্ম নিষ্ণাত হইলেপর পরব্রহ্ম অধিগমন করিতে পারে। ইত্যর্থে রূপনাম বিশিষ্ট উপাসনাই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরকারণ॥১৭॥

ইত্যর্থে পরব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া শব্দব্রহ্ম সগুণের

---

* অপরব্রহ্ম পদে ঈশ্বর জ্ঞান নাই। শব্দ ব্রহ্ম পদে প্রণব, প্রণবকে মায়াবৃত কহিয়াছেন, মায়াবৃতকেই সগুণ বলে ইত্যর্থে রূপবিশিষ্টনামাদিহীন, অক্ষর পদে রূপ নামাদি বর্জ্জিত। যথা মুণ্ডক শ্রুতি। (অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥) সুতরাং সমস্ত বেদবেদান্তাদি শ্রুতিনিবহ প্রণবপর্য্যন্তই মায়াবৃত, ইহার উপাসনায় পরাশক্তির উদ্দীপন দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মে সাধনা করিতে পারে॥

জ্ঞেয়ত্ব হয়না, যেহেতু নির্গুণতা প্রাপ্তির সগুণোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মই সাধকের সাধনার নিমিত্ত সগুণ হয়েন, । নচেৎ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভাব হয়, অতএব যে নির্গুণ সেই সগুণ, যথা সংহিতান্তরেচ ॥ (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনেতি) ॥ সাধক দিগের হিতের নিমিত্ত পরব্রহ্ম আপনার রূপের কল্পনা করিয়াছেন অর্থাৎ রূপ বিশিষ্ট হইয়াছেন, সেই রূপকেই সগুণ বলেন, সুতরাং তিনি সগুণ নির্গুণ উভয়াত্মক যথা বেদান্তং ॥ (দ্বাদশাহবদুভয বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥) বাদরায়ণ গোস্বামী সাকার নিরাকার উভয় বিধ স্বীকার করিয়াছেন। ১৭॥

গ্রন্থমভ্যাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্গ্রন্থ মশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

মেধাবি ব্যক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপর হইয়া বহুগ্রন্থ অভ্যাস করতঃ জ্ঞান সঞ্চয় করিবেন, পরে প্রাপ্তজ্ঞান আর শাস্ত্র ভ্যাসের আবশ্যক থাকেনা, যদ্রূপ ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণাদিকে আহরণ করে, কিন্তু ধান্য প্রাপ্ত হইলে তৃণকে ত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

ইত্যর্থে শাস্ত্রের অনাদর নাই, এবং শাস্ত্র ও যে অমান্য এমত নহে, যেহেতু পূর্ব্বে জ্ঞান প্রশংসা করিয়া তদ্রূপ ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানকে জ্ঞান প্রাপ্তি বলে, অপিচ এজ্ঞানের প্রদাতা ও শাস্ত্র ইহাকে অনুস্মরণ করিতে হইবে, সুতরাং এশ্রুতিতে শব্দজ্ঞানার্থ শাস্ত্রাভ্যাসের ফল ইহাই দৃঢ়রূপে জানাইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

গবামনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা ক্ষীরবৎ পশ্যতেজ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা ॥ ১৯ ॥

অনন্তর নানা শাস্ত্রাভিপ্রায়ে এক জ্ঞানের প্রশংসা আছে তদর্থে শ্রুতি কহিযাছেন, যথা (গবামিতি ॥) ॥ গাভি অনেক বর্ণ হয়, কিন্তু দুগ্ধ একবর্ণই জন্মে, সেইরূপ শাস্ত্রাদি নানা প্রকার, কিন্তু ক্ষীরবৎ জ্ঞান লাভ একপ্রকারই হইয়া থাকে, ॥ ইত্যর্থে দুগ্ধার্থীর দুগ্ধাদরণীয় হইলে গাভির অনাদর করেনা, সেইরূপ জ্ঞানার্থীর শাস্ত্র যত্ন জানিবেন, ॥ ১৯ ॥

ঘৃতমিবপয়সিনিগূঢং ভূতেভূতে বসতি বিজ্ঞানং। সন্ততংমন্থভঙ্গ মনসা মন্থান ভূতেন ॥ ২০ ॥

যেমন দুগ্ধমধ্যে ঘৃতের অবস্থান, সেইরূপ ভূতে ভূতে বিজ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের বাস। মনোরূপ মন্থানদণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে ঘৃত স্বরূপ বিজ্ঞান লাভহয় ॥ ২০ ॥

জ্ঞাননেত্রং সমাদায়োদ্ধরেদ্বহ্নিবৎপরং। নিষ্কলং নিশ্চলং শান্তং তদ্ব্রহ্মাহমিতিস্মৃতং ॥ ২১ ॥

জ্ঞানস্বরূপ পরম চক্ষু লইয়া অগ্নিবৎ পরম তত্ত্বের উদ্ধার করিবেক। অর্থাৎ নিষ্কল, নিশ্চল, অতীন্দ্রিয় যে

ব্রহ্ম সেই পরব্রহ্মই আমি, ইহা নিশ্চয় জানিবে, যেহেতু ভূতাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নহেন ॥ ২১ ॥

সর্ব্বভূতাধিবাসং যৎ ভূতেষুচ বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেব
স্তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ ॥ ২২ ॥

যিনি সর্ব্বভূতের অধিবাসস্থান এবং সর্ব্বভূতে যাঁহার নিয়ত বাস, অপিচ যিনি সকলের অনুগ্রাহক অর্থাৎ প্রলয়ে সকলকেই যিনি গ্রহণ করেন আমি সেই বাসুদেব সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

এইশ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বত্রে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হইলে জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, এবং তাঁহাকেই উত্তম জ্ঞানীবলে, অন্যথা শাস্ত্র নিন্দা দেবনিন্দা, ক্রিয়ানিন্দা, সাধুনিন্দা, ভগবদবতার নিন্দা, বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া জ্ঞানী অভিমানে মগ্ন-ভূত ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলাযায়না বরং নাস্তিকরূপে নিরয় গামীই বলা সঙ্গত সম্যক্‌বেদে যে ব্রহ্ম জ্ঞানের উল্লেখকরিয়াছেন, সেজ্ঞান কঠিন সাধ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করি, সুতরাং জ্ঞানেচ্ছু হইলে তদুদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যত্ন সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়া অমৃতবিন্দুপনিষৎ সমাপ্তা ॥

মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অধঃপার্শ্বান্তর প্রতিবদ্ধৌ জঘন পার্শ্ব মধ্যয়ো স্তির্যগূর্দ্ধঞ্চ জঘনাৎ পার্শ্বসন্ধী নাম। তত্র লোহিত পূর্ণকোষ্ঠতয়া ম্রি- য়তে ॥ ৯০ ॥ সুশ্রুতং

নিতম্বের অধঃ পার্শ্বের মধ্যে বদ্ধজঘন পার্শ্বদ্বয়ের এবং জঘন হইতে বক্র অথচ উর্দ্ধপার্শ্ব সন্ধিদ্বয় মর্ম্ম তা- হাতে রক্ত পূরিত কোষ্ঠ প্রযুক্ত, তদাঘাতে মৃত্যুহয়। ৯০

স্তনমূলা দুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশস্য বৃহতী নাম। তত্র শোণিতাতি প্রবৃত্তি নিমিত্তৈ রূপদ্রবৈ ম্রিয়তে ॥ ৯১ ॥ সুশ্রুতং

উভয় স্তনমূল হইতে পৃষ্ঠবংশের বৃহতী নামে মর্ম্মদ্বয় তাহাতে শোণিতে অতি প্রবৃত্তি নিমিত্তব তদাঘাতে উপ- দ্রব করণক মৃত্যুহয় ॥ ৯১ ॥

পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশী মুভয়ত স্ত্রিকসম্বন্ধে অংশফলকৌ নাম। তত্র বাহ্বোঃস্বাপঃ শোষোবা ॥ ৯২ ॥ সুশ্রুতং।

পৃষ্ঠের উপর পৃষ্ঠবংশের উভয়ের ত্রিক সম্বন্ধতে অংশফলক নামে মর্ম্ম, তাহাতেবাহুদ্বয়র সুপ্তত। অর্থাৎ অসার এবং শুষ্কহয়। ত্রিক্ অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশের অধঃ অস্থি ত্রয় ঘটিত স্থান, প্রাকৃত ভাষায় (পালখা) বলে ॥ ৯২

বাহুমূর্দ্ধ্ব গ্রীবা মধ্যেহংস পীঠস্কন্ধ নিব
ন্ধনানাং বংশৌ নাম। তত্রস্তব্ধ বাহু-
তা॥ ৯৩॥ সুশ্রুতং

বাহুর ঊর্দ্ধ গ্রীবার মধ্যে অংশপীঠ ও স্কন্ধ নিবন্ধম
ন যে মর্ম্মদ্বয় অর্থাৎ স্কন্ধ বন্ধন দ্বয় তাহাতে আঘাত
হইলে হস্তের স্তব্ধতা জন্মে, অর্থাৎ হস্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়
এই চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল। ৯৩॥

অতঊর্দ্ধ্বং জত্রু গতানি মর্ম্মাণ্যনুব্যা-
খ্যাস্যামঃ। তত্রকণ্ঠনাড্যা মুভয়ত শ্চত
স্রোধমন্যঃ। তাসাং দ্বেনীলে দ্বেচমন্যে
পৃথক্ত্বেন নামতত্রমূকতা স্বরবৈকৃত ম-
রসগ্রাহিতাচ॥ ৯৪॥ সুশ্রুতং

অতঃপর জত্রুগত মর্ম্মব্যাখ্যাকরিব। জত্রু শব্দে বাহু
এবং স্কন্ধের সন্ধি, তাহার অবস্থিতি কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত। তা
হাতে কণ্ঠনাড়ীতে উভয়দিকে চারি নাড়ী, ধমনী নাম
মর্ম্ম, সেই চারি ধমনীর মধ্যে দুই ধমনী নীলবর্ণা অপর
শ্বেত বর্ণা হয়। অর্থাৎ * গ্রীবার পশ্চাৎ ও সন্মুখ, তদর্থে
গলার পশ্চাৎ ভাগে দুইনাড়ী, এবং সন্মুখভাগে দুইনাড়ী
স্থিতি * তাহাতে আঘাত হইলে † মূকতা এবং ‡ বিস্বরতা

* গ্রীবা শব্দে গলা।

† মূকতা অর্থাৎ বাক্‌স্তম্ভ, প্রাকৃত ভাষায় (বোবা) বলে।

‡ বিস্বরতা পদে বিকৃতি স্বর অর্থাৎ স্বাভাবিক বাক্যের অন্য
থা হয়॥ ইত্যর্থ পশ্চাৎ ভাগের নাড়ীদ্বয়ের আঘাতে (বোবা)

জন্মে, অন্যদপি রসনার বৈষম্য হইয়া রসাস্বাদনে অক্ষম তা হয়॥ ১৪॥

গ্রীবায়া মুভয়ত শ্চতস্র শ্চতস্রঃ শিরা মাতৃকা স্তত্র সদ্যোমরণং॥১৫। সুশ্রুতং

গ্রীবার অর্থাৎ গলার অগ্র পশ্চাৎ উভয়দিকে চারি চারি সংখ্যায় অষ্টনাড়ী তাহারা * মাতৃকা সংজ্ঞাতে উক্ত, সেই অষ্টনাড়ী মর্ম্মের আঘাতে সদ্যমৃত্যু অর্থাৎ আঘাত মাত্রেই মৃত্যু হয়॥ ১৫॥

গ্রীবাযাঃ সন্ধানে কৃকাটিকেনাম। তত্রচল মূর্দ্ধতা॥ ১৬॥ সুশ্রুতং

গ্রীবাদ্বয়ের সন্ধিতে কৃকাটিকা নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে আঘাৎ হইলে চল মস্তক হয়, অর্থাৎ অবিরত শিরঃ কম্প হয়॥ ১৬॥

কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃ সংশ্রিতে বিধুরে নাম। তত্রবাধির্য্যং॥ ১৭॥ সুশ্রুতং॥

কর্ণের পৃষ্ঠভাগ হইতে অধঃস্থিত অর্থাৎ কর্ণদ্বয়ের

সম্মুখবর্ত্তিনী নাড়ীর মর্ম্মাঘাতে বিস্বর এবং রসাস্বাদনে অক্ষম হয়

* মাতৃকা সংজ্ঞায় উক্ত পদে মাতৃকা নামে উক্তকরাযায, যথা ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, শিবদূতী মাহেশ্বরী ইত্যাদি॥ তাহাবদিগের বর্ণ, রক্ত, কৃষ্ণ, নীল, শ্যাম শ্বেত, পাটল, পাংশু পাণ্ডুর ইত্যাদি॥

পর্য্যন্তস্থিতবিধুরনামকমর্ম্মদ্বয়ঃতদাঘাতে * বাধির্য্যংহয় ৯৭
ইত্যর্থে অজ্ঞচিকিৎসক যদ্যপি মর্ম্মজ্ঞান নাকরিয়া কর্ণরোগের চিকিৎসার্থ অস্ত্র সঞ্চালন করে তবে ঐ মর্ম্ম-চ্ছেদ হইয়া শব্দগ্রাহ বায়ুর সঞ্চরণ ভাবহয়, সুতরাং শুভাশুভ কোন শব্দই শুনিতে পায়না, অতএব এতদ্বিষ-য়ের চিকিৎসায় নৈপুণ্য না হইলে বৈদ্যত্ব প্রকাশ করায কেবল অপযশঃ আর পারত্রিক নরক লাভ হয়॥ ৯৭॥]

ঘ্রাণ মার্গমুভয়তঃ শ্রোতোমার্গ প্রতি বন্ধে অভ্যন্তরতঃ ফণৌ নাম। তত্র গন্ধা জ্ঞানং॥ ৯৮॥ সুশ্রুতং॥

ঘ্রাণপথ উভয়েতে অর্থাৎ নাসিকা দ্বয়ের ছিদ্র মধ্যে বায়ুর নিঃসরণার্থ দুইনাড়ী প্রতিবদ্ধ আছে, একের নাম নলিনী অপরের নাম নালিনী, যৎদ্বারা বায়ুর শ্রোত বহে তন্মধ্যে ফণ নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে আঘাত হইলে গন্ধ গ্রহ থাকে না, অর্থাৎ গন্ধগ্রাহ বায়ুর সঞ্চরণাভাবে শুভা শুভ কোন গন্ধই গ্রহণ করিতে পারেনা॥ ৯৮॥

ভ্রুবোঃ পুচ্ছান্তয়োরধোহক্ষ্ণা বাহ্যতোহ পাঙ্গৌ নাম। তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো-বা॥ ৯৯॥ সুশ্রুতং॥

ভ্রূর পুচ্ছান্তের অধ অর্থাৎ ভ্রূর লোমাবলির শেষ পর্য্যন্ত অধোভাগে এবং অক্ষির বাহিরে অক্ষিপদে চক্ষুর অবস্থিতি স্থান কোটর তাহার বাহিরে অপাঙ্গ নামে মর্ম্ম

* বাধির্য্য পদে বধিরত্ব। প্রাকৃত ভাষায় কালাকে বলে।

দ্বয় গান্ধারী হস্তি জিহ্বানামে নাড়ীদ্বয়ের সহ সংযোগে অপাঙ্গের অবস্থান, তাহাতে আঘাত হইলে অন্ধ হয়, অথবা, দৃষ্টির দোষ জন্মে, ইত্যর্থে স্বল্পাঘাত হইলে বহু যত্নে চিকিৎসা করিলে এক কালিন অন্ধ হয় না, কিন্তু সুন্দর রূপে ও দেখিতে পায়না॥ ৯৯॥

ভ্রুবোরুপরি নিম্নয়োরাবর্ত্তৌ নাম। তত্রাপ্যান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘতোবা। ১০০। সুশ্রুতং

ভ্রুর উপরিভাগে নিম্নদ্বয়ে অর্থাৎ ভ্রূব উপর দিয়া নিম্ন ভাগে যে নাড়ী দ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে আবর্ত্তদ্বয় নামে মর্ম্মদ্বয়, তাহাতেও আঘাত করিলে, পূর্ব্বোক্ত অন্ধতা বা দৃষ্টির দোষ জন্মে। অর্থাৎ রূপালোক ভ্রাজক নামে পিত্তের অনবস্থিতি প্রযুক্ত দৃষ্টীন্দ্রিয়ের অবসন্নতা হয়॥ ১০০॥

ভ্রুবোঃ পুচ্ছান্তয়োরুপরি অণুকর্ণ ললাটয়োর্মধ্যেশঙ্খৌ নাম তত্র সদ্যোমরণং॥ ১০১। সুশ্রুতং।

ভ্রূযুগলের পুচ্ছান্তের উপর অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের লোমাবলির শেষ ভাগের উপর কর্ণাবধি ললাট পর্য্যন্ত, মধ্যে * শঙ্খ নাম মর্ম্ম তাহতে আঘাত করিলে তৎক্ষণ মাত্রেই পঞ্চত্ব হয়॥ ১০১॥

---

* শঙ্খ নাম মর্ম্মপদে, প্রাকৃত ভাষায় (রগ) বলে অথবা (কানমুখ) কহিয়া থাকে॥

শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ত উৎক্ষেপৌ নাম। তত্র শল্যোজীবতি পাকাৎ পতিত শল্যো বানোদ্ধৃতং শল্যঃ ॥ ১০২।

শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশপর্য্যন্ত উৎক্ষেপ নাম মর্ম্মদ্বয়, তাহাতে অস্ত্র ভেদ হইলে বা চিকিৎসা ক্ষতস্থান পক্কাবস্থায় আরোগ্য হয়, কিম্বা অস্ত্রাদি যদি তৎকালে উদ্ধৃত করিতে না পারে তবে ক্ষতস্থান পক্ক হইলে ক্রমে পূযের সহিত শল্য নির্গত হইয়া পড়ে এইমাত্র, তাহাতে প্রাণ নষ্ট হয়না ॥ ১০২ ॥

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে স্থপনী নাম মর্ম্ম তত্রোৎক্ষেপবৎ ॥ ১০৩।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, স্থপনী নাম মর্ম্ম; তাহাতে আঘাত হইলে উপরোক্ত উৎক্ষেপ মর্ম্মের ন্যায় কার্য্য করে ॥ ১০৩

পঞ্চসন্ধয়ঃ শিরসি বিভক্তাঃ সীমন্তা নাম। তত্রোন্মাদ ভয় চিত্তনাশৈর্ম্মরণং। ১০৪

* পঞ্চপ্রকার সন্ধি মস্তকে বিভাগক্রমে আছে, তাহাতে

* পঞ্চ প্রকার সন্ধিপদে মস্তক মধ্যে শুক্র পুটকের চতুঃপার্শ্বে অষ্টকোষ্ঠ আছে, সেই সকল কোষ্ঠ ব্যবধান চর্ম্ম অতি পাতল যেমন দাড়িম্বী ফলের অভ্যন্তঃ কোষ্ঠ ব্যবধানক চর্ম্মের ন্যায়ঃ তন্মধ্যে মস্তিষ্ক পূর্ণ সেই অষ্টকোষ্ঠ পঞ্চ সন্ধি দ্বারা সন্ধিত, অনু, অগ্নী, ধার, সীমন্ত, পৃষ্ঠক এই পঞ্চমধ্যে সীমন্তমর্ম্ম তৎদ্বারা গাঁথা হইয়াছে, যেমন আতস বাজীর সীতাহার অর্থাৎ এক সূত্রে অগ্নি লাগিয়া সমুদয় পটকার মুখ মুক্ত হইয়া যায়, সেই

সীমন্ত নাম মর্ম্ম, তাহাতে আঘাত হইলে উন্মাদবৎ হয় ক্রমে ভয় জন্মে, অনন্তর চিত্ত নাশ দ্বারা মৃত্যু হয়।। ১০৪ ।।

রূপ সীমন্ত মর্ম্মে আঘাত হইলে সমস্ত মস্তকস্থ কোষ্ঠ দ্বার খোলা হয়, তৎক্ষণাৎ বা ক্রমে তেজোভাগের ক্ষয় হয়, তাহাতে চারি কোষ্ঠ ক্ষয় পাইলে, উন্মাদ হয় ছয় কোষ্ঠ ক্ষয়ে ভয় উপস্থিত হয় অর্থাৎ বিকৃত রূপাদিদর্শনে কম্প হয় কদাচিৎ ধনুষ্টঙ্কারাদি ও জন্মে সম্ভাবশূন্য চিত্তনাশ অর্থাৎ অচৈতন্য, অষ্টক্ষয়ে নিঃশ্চেষ্ট হইয়া মৃত্যুহয়, ইহাকে কোনমতেই রক্ষাকরা যায়না।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতাহইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১:৪ সংখ্যা শকাব্দা:১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ মাঘ শুক্রবার

গতবারের শেষ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হেসাধো!, পূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরে আপনি কহিলেন, যে ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্য দেশাদি সম্ভব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সদাচারাদিই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম, তদ

সুত বিধর্ম্ম, এবং এই সকল দেশ হইতে পৃথিবীস্থ সমস্তলোকে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে, ইহা সত্যই হইতে পারে, যেহেতু আপনি মন্বাদি শাস্ত্রের প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে শাস্ত্রমত আপত্তি করিতে পারিনা কিন্তু যুক্তিদ্বারা অসঙ্গত বোধহয়, যে হেতু ম্লেচ্ছ যবনাদির দেশে অনেকানেক মহামহোপাধ্যায লোক আছে এবং পূর্ব্বে ও ছিল, যাহারা ভূগোলতত্ত্ব ও খগোলতত্ত্ব, অপীব প্রাণিতত্ব, রেখাতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, আন্বিক্ষিকীতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নানা গ্রন্থরচনা করিয়া তত্তদ্দেশে এত দ্দেশ জ.তপূর্ব্বজ ঋষিগণেরন্যায অধিক মান্য হইযাছিল, তাহারা ও কি এদেশের লোকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল. ইহা বুঝিতে ধারণা হযনা, যেহেতু অদ্যাপি ও এক এক জন বুদ্ধি যোগে এরূপ কল কৌশলের সৃষ্টি করিতেছে. যে তাহা এতদ্দে শের লোকেরা দৃষ্টিমাত্রেই চমৎকৃত হয. অতএব এতম্মহা সন্দে হে আমাদ দিগের চিত্ত আবৃত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিযা তাহার চ্ছেদন করিতে আজ্ঞাহয ।।

উত্তর, পরমহংসোক্তিঃ ।। অরে বৎস, এতদ্বিষয়ে তোমার সন্দেহ কি, যখন মন্বাদি শাস্ত্রে এরূপ শাসন করিয়াছেন, যে আর্য্যাবর্ত্তাদি দেশ হইতে শিষ্টাচার সমস্তপৃথিবীস্থ লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে, তখন এই দেশকেই পরমেশ্বর বিদ্যাসম্পত্তির ভাণ্ডার করিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। তোমরা স্বজাতীয় শাস্ত্রে অন-ধীত, একারণ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হযনা, সুতরাং ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে দৃঢতর বিশ্বাস জন্মিযাছে, অতএব তোমার বিশ্বা সের নিমিত্ত বর্ত্তমান ইংলণ্ডাদি দেশজাত পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা বোধদিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ

দেশজাত বিচক্ষণেরা যেরূপে এতদ্দেশজাত মনুষ্য সকা শে শিক্ষিত হইয়া বিশারদ হইয়াছে,॥ যথা।

বর্ত্তমান কলিকালে বৈদিক জাতিকে বলহীন ও ম্লেচ্ছ জাতিকে বলিষ্ঠ দেখিয়া যে সভ্য বলা ও তাহার দিগের ধর্ম্মকে সনাতন বলা যাইতে পারে না, চিরকাল বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত ম্লেচ্ছেরা সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ইহারা সভ্য জাতির নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, স্ববুদ্ধ্যনুসারে নানা দেশীয় শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এক২ প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া এক২ মত ধর্ম্ম স্থাপনায় স্বদেশকে এক্ষণে সভ্যগুণান্বিত রূপে ব্যক্ত করে ইহারা যে চিরকাল অসভ্য ছিল তাহার প্রমাণ অনেকানেক ইংরাজী পুস্তক দৃষ্টে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি,।

এই হিন্দুস্থানের উপান্তে ম্লেচ্ছদেশ সক্রান্ত (মিশ্রদেশ) তাহাকে আধুনিক যবন ম্লেচ্ছেরা (মিশর) অথবা (ইজিপ্ট) বলে। তদ্দেশে হিন্দু ও ম্লেচ্ছেরা মিশ্রিত থা কিয়া বাণিজ্যাদি বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহা- তেই পশুবৎ ধর্ম্মবহিষ্কৃত ম্লেচ্ছেরা হিন্দুসমাগমে আপ নার দিগকে হীন বলিয়া জানিয়াছিল, সুতরাং হীনত্ব মোচনার্থে সভ্য হইবার প্রত্যাশায় ধর্ম্মকথা শুনিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে ধর্ম্মশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বদ্ধিমান ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা হিন্দুশাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম প্রস্তাবিত পরমার্থ বিশিষ্ট বাক্যের অঙ্কুশ মাত্রেই স্বীয়২ কুৎসিতাবস্থার অন্তর করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাভাসে এক২ গ্রন্থ রচনা করি য়া উত্তরোত্তর এক২ জন এক২ ধর্ম্ম সংস্থাপন করে, এবং

আপনাদিগকে জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া জানাইবার নিমিত্ত একং মত উপাসনার প্রবর্ত্ত হয়। তদবধি একং প্রকার ধর্ম্মের প্রথা ম্লেচ্ছাদি দেশে একাল পর্য্যন্ত চলিতেছে, ইহা পূর্ব্বং ম্লেচ্ছ যবনেরা মান্যকরিত এক্ষণে দৌর্জ্জন্য প্রযুক্ত মিশনরিরা প্রাণান্তে ও স্বীকার করেনা এবং অসদ্বুদ্ধির সঞ্চালন দ্বারা একং অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করিতেছে, তাহাতে কেবল ভগবন্নিন্দা ব্যতীত আর কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না অর্ব্বাচীনেরা তাহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করাইতেছে, (অদম্) অর্থাৎ আদম ভারতে যাহাকে (বহি) বলেন, তদুৎপত্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পৃথিবীর সৃষ্টি বলিয়া (৬০০০) সহস্র বৎসর গণনা করে করুক, কিন্তু ঐ ম্লেচ্ছদেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা ও গ্রাহ্য করে না, অর্থাৎ বাইবেল মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া তবে সিদ্ধহয়, যদি বাইবেল ঈশ্বরাজ্ঞারূপে সুসিদ্ধ থাকে, । ঐ বাইবেল অগ্রাহ্য পুস্তক এবং প্রাকৃত মনুষ্যের রচিত ইহা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি, যেহেতু (মার্ষ) প্রভৃতি সাহেবদিগের রচিত পুস্তকাভিপ্রায়ে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, যে জুজাতীয় ধর্ম্মবক্তা (মুষা) যাহাকে এক্ষণে (মোজেস) বলে, তাহারই রচিত বাইবেল আধুনিক মিশনরিরা যাহাকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া মান্যকরে । সেইমোজেস অত্যন্ত প্রতারকছিল, তাহারপ্রতি ঈশ্বরানুকম্পার বিষয় কি। ফলে মোজেস ঈশ্বরের কৃপাপাত্র কদাপি ছিলনা, (লক্ষণৈরনুমীয়তে) যাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়, যদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ হয়, সে ব্যক্তি কদাপি

সামান্য মনুষ্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষাকরেন্না, ইত্যর্থে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিতে যদি মোজেস প্রতি ঈশ্বর আজ্ঞা করিতেন, তবে মোজেস কদাচ প্রাকৃত মনায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সভ্যহইতনাঈশ্বরানুকম্পায় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান হইয়া দৈবজ্ঞান বলে শাস্ত্র প্রচার করিত, বরং তদ্বিষয়ে এ অনুমান অযোগ্য হয়না যে মোজেস ক্ষুদ্র চাতুর্য্য স্বভাবাপন্নছিলেন, অন্যদেশীয় সভ্যের নিকট কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবক্তারূপে আপন মহি- মার বিস্তৃতিজন্য অরণ্যবাসী পিশাচ পুত্র অসভ্য ম্লেচ্ছ গণকে ভুলাইয়াছিল, অদ্যাপি ও সে হুহুক মূঢ়ের দিগের চিত্ত হইতে অন্তর হয় নাই, অতএব এরূপ প্রতারকের বাক্যকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে গ্রহণ মূঢ়েরাই করে, যথার্থ ঈশ্বরাজ্ঞা বেদশাস্ত্র, সকলশাস্ত্রের আদি ইহার প্রকাশক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা কস্মিন কালেও কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, পরমাত্মা তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তে স্বলক্ষণা বেদস্মৃতি প্রদান করেন, তদনুসারে তিনি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যস্মৈবেদাং শ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। ইত্যাদিশ্রুতিঃ॥

যে পরমাত্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহার নির্ম্মলচিত্তে বেদ প্রদান করেন, এবং পুরাণে পি॥ তেনে ব্রহ্মহৃদা যআদি কবয়ে ইত্যাদি ১। যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদপ্রদান করেন তিনিই সত্য স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহাকে ধ্যানকরি। এতৎপ্রমাণে এবং

অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই বেদ প্রকাশক ব্রহ্মাকে কহেন, কিন্তু কোন প্রাকৃত লোকের নিকট তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন এমত সংবাদ নাই, সুতরাং ঈশ্বরাজ্ঞারূপে বেদ প্রমাণ গ্রহণে কোন সংকোচ হয় না, বাইবেল কি কোরাণাদি প্রকাশক যদ্যপি তদ্রূপ হইতেন তবে সন্দেহ কে করিত, কেবল কালবল বলে একালে মিশনরিরাই তাহাকে ঈশ্বরানুকল্পিত বলে, বস্তুতঃ মোজেসের সভ্যতা যে রূপে হইয়াছিল তাহাও ব্যক্ত করিতেছি ॥

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ । ভাল ম্লেচ্ছ দেশীয় শাস্ত্রবক্তারা যে দেশ হইতে শিক্ষা করিয়া মতস্থাপনা করিয়াছে, তাহা আপনি কোন অভিপ্রায়ে কহেন, শুদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রের মতে কহিলে সকলে বিশ্বাস করিবেক না, ইহার প্রামাণ্যার্থে যাবনিক পুস্তকের ও কিঞ্চিৎ প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যক হয়, বিশেষতঃ আমরাই স্বশাস্ত্রকে তাদৃক বিশ্বাস করিনা যাদৃক ইংরাজী পুস্তকের প্রতি বিশ্বাস আছে ॥

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর ॥ আমার দিগের শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত ম্লেচ্ছদেশ, তদ্দেশে বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা ছিলনা ইহা ইউরোপীয়ান মারিষ সাহেবাদির কৃত পুস্তকের উক্তিতেই যথার্থ বোধ হইতেছে, তিনি লিখিয়াছেন, যে ইউরোপাদি দেশে পূর্ব্বে ধর্ম্মানুশীলনার্থ বিশেষ কোন শাস্ত্র ছিলনা, সংপ্রতি ন্যূনাতিরেক (২৫০০) সার্দ্ধদ্বয় সহস্র বৎসরগত মগধ দেশান্তঃপাতি পাটলী পুত্র অর্থাৎ পাটনা নিবাসী (পাল) নামক কোন ক্ষত্রিয় সন্তানের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র

শিক্ষা করিয়া সভ্য হইয়াছে। যদিবল তাহার ম্লেচ্ছদেশে গমন কি নিমিত্ত হয়, তাহার কারণ উক্তব্যক্তি মহাশৈব ছিল, বৈষ্ণবদিগের সহিত উপাসনাবিষয়ে পরাভূত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ লৌকিক দেশ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বাস তুরুষ্ক দেশান্তঃপাতি (মিশ্র) অর্থাৎ মিশর দেশে গিয়া বাসকরতঃ তদ্দেশজাত ব্যক্তি সকলকে শাস্ত্রোপদেশ দিয়া সভ্য করে, যাহারা হুদ্ধ পশুবৎ ব্যবহারীছিল ইহাওমারিষ সাহেবের ইতিহাস পুস্তকেলিখিত হইয়াছে যে মিশর দেশ অর্থাৎ ইজিপ্ট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া (মুষা) অর্থাৎ মোজেস মহাবিচক্ষণ হইয়া স্বকপোল কল্পিত বাইবেল নাম ধর্ম্ম পুস্তক হিব্রু ভাষায় রচনা করে, তাহার অভিপ্রায় দেখিলেই বোধ হইবে যে হিন্দু শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ২ ভাগের অনুবাদমাত্র, শাস্ত্রোক্ত সম্যক ধর্ম্ম বোধ করিতে নাপারিয়া সৃষ্টিঅবধি কতকং অংশকে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় প্রবঞ্চকতা গুণে স্বীকার না করিয়া আমি ঈশ্বরেরকৃপাপাত্র আমাকে ঈশ্বরআজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ কর, ইহা কহিয়া লোকের নিকট ঋষিলোকের ন্যায় মান্য হইয়াছিল, তাহা ঐ বাইবেল দেখিলেই বোধহয়, বেদাদি শাস্ত্রে দেখে যে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা সৃষ্টি করণেচ্ছু হওয়া প্রথমত নির্গুণ রূপে সগুণ হয়েন অনন্তর জলের সৃষ্টি করিয়া স্বীয়া মায়াকে বটপত্রকরতঃ তাহাতে শয়ন করিয়া ঐজলে ভাসিতে লাগিলেম, বাইবেল বক্তা সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনে জলের সৃষ্টি বর্ণন নাকরিয়া কেবল " ঈশ্বরের

আত্মা জলে ভাসমানছিলেন,, ইহা অবধি বর্ণন করিয়া ছেন, সুতরাং উপলব্ধিহয় যে মোজেষ পূর্ব্বে যাহা শুনি য়া ছিলেন, তাহা পুস্তকরচনা কালে বিস্মৃত হইয়া প্রথম কারণ না লিখিয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের শরীর জলে ভাসমান ছিল ইহাকেই সৃষ্টির প্রথম বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন,॥ এবং ভূতাদি সৃষ্টির বিশেষ কারণ অতিসূক্ষ্ম, তাহার ধারণা করিতে না পারিয়া "মৃত্তিকা হউক আকাশ হ-উক, বায়ু হউক, চন্দ্র হউক, সূর্য্য হউক ব্রীহিযবাদি শষ্য হউক,, ইত্যাদি সৃষ্টি আনুমানিক এক২ কথায় কহিয়া বিশ্রাম করিলেন, সেইদিনকে (সেবৎ) বলে॥ অথা ন্যৎ বেদোদিত আদি মনুষ্য সৃষ্টা সস্ত্রীক স্বয়ম্ভুব মনুর প্রস্তাবকে (আদম ওইব) বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অ-র্থাৎ মনুকে আদম, ইবকে শতরূপা কহিয়াছেন এই অনুমান হয়॥

এবং গঙ্গানুরূপে যর্দ্দন নদীকে ও মান্য করিয়া লিখি য়াছেন, অপিচ মথি লিখিত নূতন বাইবেলে ও কৃষ্ণানু রূপ য়ীশুর জন্মলেখিত হইয়াছে, যেমন কংস রাজার অধিকার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে নারদ বসুদেবা-দিকে কহিয়াছিলেন তদ্রূপ বাইবেল মতে, "হেরোদ রাজার অধিকার সময়েইহুদা দেশের (বৈৎহেলম নগরে অর্থাৎ জরুজিলমে (য়ীশুর) জন্মহয়। অনন্তর ঈশ্বরের দূত য়ীশুর পিতা যুশফকে দর্শন দিয়া কহিল তুমি উঠিয়া শিশুকে লও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিশর দেশে পলা-য়ন কর,,

পুরাণাদিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে পর রাত্রিযোগে ভগবান কহিলেন তুমি সন্তান লইয়া গোকুলে সংস্থাপন করহ, অতএব এই বাক্যের অনুরূপ বর্ণন, কি, না, কেবল বিশেষ মাত্র; এখানে কৃষ্ণকেহ গোকুলে রাখিয়াছিলেন, সেখানে মরিয়মের সহিত যুষফ যীশুকে লইয়া বাস করিয়াছিল, ইহা শুদ্ধ অনুধাবনার ভুল মাত্র।

গোকুলে যদ্রূপ কংস প্রেরিত দৈত্যাদিদ্বারা কৃষ্ণপ্রতি উপদ্রব ঘটিয়াছিল, মিশরে ও তদ্রূপ হেরোদ রাজা কর্তৃক যীশুর প্রতি নানা উপদ্রবের ঘটনা হইয়াছিল; বিশেষ মাত্র কৃষ্ণহস্তে কংসনাশ হয়, হেরোদের হস্তে যীশু মরে ইহা ও বাইবেল কারকের বুঝিবার ভুলছিল, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ অনুধাবনা করিতে পারেন নাই। ফলে স্বরূপার্থ হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই।।

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রোক্ত তাৎকালিক প্রলয় বর্ণনায় বৈবস্বত মন্বন্তরের জলপ্লাবন বিষয়ে মনু যেমন সবীজক বৃহৎ নৌকা রোহণে প্রলয়ে ভাসমানহইয়াছিলেন, তদনুরূপ বাইবেলে (নোয়া) কে জলপ্লাবনেসবীজক ভাসমান রূপে বর্ণনাকরিয়াছেন, বিশেষমাত্র বৎসর গণনায় অন্তর হইয়াছে, অর্থাৎ মনুর সময় বহুকাল হইবে নোয়ার সময় অনুমান (৫০০০) সহস্রবৎসরের মধ্যে, ইহাতে এই অনুমান হয়, যে মোজেষ জলপ্লাবনের কথা শুনিয়াছিল কিন্তু সময়ের নিরূপণ করিতে পারেনাই সুতরাং কল্পিত পুস্তকের (৬০০০) সহস্রবৎসর পৃথিবী সৃষ্টি বর্ণনার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎকালান্তরের সহিত ঐ সময়কে ঐক্য করিয়াছিল, ফলিতার্থ একথা পুরণাদির অনুবাদ তা-

হাতে সন্দেহ নাই ।। এইরূপ অনেক কথা আছে সংক্ষেপত কিঞ্চিৎ বোধার্থে কহিলাম, বাস্তব কপটতা দ্বারা পশুবৎ অসভ্য লোক সকলকে মোজেষ শিক্ষা দিয়াছিল ইহাই সত্য ।।

অনন্তর, ঐ পাটনা নিবাসী পাল নামক ব্যক্তির নিকট উপদিষ্ট মিশরীয় লোকের নিকট গ্রীসিয়ানেরাও শিক্ষা করিয়া বিশারদ হয়, পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ ক্ষত্রিয় পাল রাজার উপদেশে, মিশর, গ্রীক, জরমেন, ইংলণ্ড, হোলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপাদি খণ্ডে যতং দেশছিল সেসকল দেশই সভ্য হইয়াছিল, ফলে ঐ ক্ষত্রিয় রাজার স্বদেশে পুনরাবর্ত্তি হয় নাই ।।

স্বরূপতঃ হিন্দুজাতীয় ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, সৃষ্টিকালাবধি পৃথিবীতলে প্রচারিত, তদ্দৃষ্টেই নানা দেশীয় লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকল ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিম্বিত, এক্ষণে অপর লোকেরা স্বীয়া ভিপ্রায় প্রকাশ জন্য স্বীকার করেনা, নাকরুক কিন্তু তাহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ীধর্ম্মের যাজন করিয়াছে, অর্থাৎ যবন ম্লেচ্ছেরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক (মোজেষ ও ইবরাহিম) প্রভৃতিরা হিন্দুদিগের ন্যায় দেবদেবী পূজা গ্রহহোম যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিত, যে মোজেষাদিকে যবন ম্লেচ্ছাদিরা ঈশ্বরের কৃপাপাত্র বলিয়া থাকে, এক্ষণে মহাকপটী মিশনরিগণেরা নবীনধর্ম্মী হইয়া তত্তাবৎ ক্রিয়ার পরিত্যাগ করিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে এই হিন্দুস্থানে যে সকল ইংলণ্ডীয় বিদ্বানেরা সমাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সক

সেই প্রায় হিন্দুজাতিকে আদি কহিয়া তদ্ধর্ম্মই যথার্থ রূপে মান্য করিয়াছেন। এবং হিন্দুশাস্ত্র মতের পরিগ্রহ করিয়া গ্রীকাদি সমস্ত দেশ সভ্য হইয়াছে, ইহা পৌন পুন্যে কহিয়াছেন।

ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন, আমার দিগের এত দেশের নাম হিন্দুস্থান এবং আমারদিগের সংজ্ঞা হিন্দু কেন হইল, ইহার প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা হয়, এবং গ্রীকাদি দেশ যে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সভ্য হইয়াছে, ইহা কোন২ ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছেন তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়।।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। হে বৎস শ্রবণ করহ, আদৌ অস্মদাদির দেশের নাম যজ্ঞীয় দেশ, জাতিসংজ্ঞায় বৈদিক জাতি, যবনাধিকারাবধি দেশের নাম হিন্দুস্থান, তদনুরূপ হিন্দুস্থানে বাসজন্য জাতিকেও হিন্দু বলিয়া যবনেরা সংজ্ঞা রাখিয়াছিল, কারণ যজ্ঞীয় দেশের পশ্চিম সীমা সিন্দুনদী, একারণ সিন্দুস্থান সংস্কৃত ভাষায় সসিদ্ধ, কিন্তু কাম্বোজীয় যবন, অর্থাৎ আরবী যেরা সকার এবং থকারের উচ্চারণ করিতে পারেনা তজ্জন্য সকার স্থানে অকার থকার স্থানে তকার উচ্চারণ করিয়া (ইন্দুস্তান) তত্রত্য জন সকলকে (ইন্দু) কহিতঃ মধ্যে ঈরাণী যবনেরা পারস্য ভাষায় অকারকে (হকার) করিয়া (হিন্দুস্থান বলে, আধুনিক ম্লেচ্ছ ইংলণ্ডীয়েরা আরব্য ভাষার বিকৃতি উচ্চারণে ইণ্ডিয়া বলিয়া এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছেন, ফলে এসকল ভাষাই অযোগ্য সিন্ধুস্থানই ইহার যথার্থ নাম।।

(মেষ্টর হালহেড সাহেব) স্বকৃত (হালহেড স্কোড অব জেন্টুলা) নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,

যেসকল ব্যক্তিরা হিন্দুশাস্ত্রের, মর্ম্ম নাজানিয়া কহেন, যে হিন্দুশাস্ত্রে পদার্থ বিদ্যা ভুগোলাদিতত্ত্ব ও শিল্পাদি-দ্যাদির নিয়োগ নাই, তাঁহারদিগের প্রতিবোধার্থে, অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের স্বরূপ মর্ম্ম উক্ত নির্ব্বোধ দিগের পরিজ্ঞানার্থ আমি এতদ্দেশীয় বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত লইয়া এই গ্রন্থ রচনাকরিলাম, অর্থাৎ নীতিচিন্তামণি, স্বতূহলকরণ, শিল্প সংহিতাদিনানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তত্তৎ শাস্ত্রোক্ত জিয়োগ্রেফী, জিয়োমেটরি, আর্টুনমিশিল্প বিষয়ক নীতি পদার্থ বিদ্যা ভূগোল প্রভৃতি প্রকাশকরিলাম।

গত আখবরসা বাদশাহ স্বীয় মন্ত্রী ফৈজীদ্বারা লীলাবতী গ্রন্থের অনুবাদে যে গ্রন্থ করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে এতৎ গ্রন্থের অপেক্ষা কোন জাতীয় ভাষায় গ্রন্থ নাই যে পৃথিবীর পরিমাণ করিতে পারাযায়, এইগ্রন্থ অনুবাদ (জিয়োমেটরি) যে গ্রন্থকে গ্রীকেরা মাতার টুপীর ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন, পারশীয়েরা হাতের তাবিচ রূপে লইয়াছেন ছেকন্দর সাহ যাহাকে ইংলণ্ডীয়েরা (আলেকজেণ্ডর বলেন) তিনি এই গ্রন্থপ্রভাবে পৃথিবীর মাপ করিয়াছিলেন, ইহার পুর্ব্ব নাম স্বতূহল করণ, ফলিতার্থ এইগ্রন্থকেই সর্ব্বজাতীয়েরা সময়েং আত্মভাষায় অনুবাদকরিয় লয়, যেহেতু ইহা ভিন্ন রাজ্যরক্ষা হয়না সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়াই সকলজাতির শাস্ত্র হইয়াছে॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যাবাসরীয় সমাপ্ত।

কলিকাতা সিমলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

১২৬ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ২৯ মাঘ শুক্রবার

গতবারের শেষ।

অথ অথর্ব্ব বেদীয়া অমৃত
নাদোপনিষৎ ॥

ওঁ শাস্ত্রাণ্যধীত্যমেধাবী অভ্যস্যচ পুনঃ পুনঃ। পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়োল্কাবত্তান্যথোৎ সৃজেৎ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থে শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন, প্রাপ্ত জ্ঞানে আর তাহার অভ্যাস করিবার আবশ্যক থাকেনা তদর্থে শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, যথা। (শাস্ত্রাণীতি)।

মেধাবী অর্থাৎ সাধক তাবৎ নানাশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং পুনঃ২ অভ্যাস করিবেন, যাবৎ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান নাহয়, অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ঐ সকল শাস্ত্রকে * উল্কার ন্যায় ত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ আর সেসকল শাস্ত্রাভ্যাসের বিশেষ প্রয়োজন থাকেনা।। ১।।

ওঁকার রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিং ব্রহ্মলোক পদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎ পরঃ ।। ২ ।।

† প্রণবরূপ রথারোহণে বিষ্ণুকে সারথিকরত ব্রহ্মলোক অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদান্বেষী হইয়া রুদ্রারাধনায় তৎপর হইবেক।। ২।।

---

* উল্কাপদেশশাল, অর্থাৎ যাবৎ অন্ধকারমধ্যে, স্থিতি তাবৎ তাহার প্রয়োজন হয়, অনন্তর নিষ্প্রয়োজনীয রূপে ত্যজ্য হয়। অথবা উল্কাশব্দে পলালকে কহিযাছেন, অর্থাৎ ধান্যার্থী ব্যক্তি প্রথমতঃ সধান্য পলালকে যত্নকরতঃ ধান্য প্রাপ্তে পলাল ত্যাগকরে, যথা (পলাল নিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্গ্রন্থ মশেষত ইত্যাদি।। ইতার্থে শাস্ত্রবে অবশ্যই ত্যজ্য এমত নহে, শুদ্ধ শাস্ত্রেরকলব্যাখ্যা কবিযাছেন এইমাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানার্থেই শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন হয, এনিমিত্ত শাস্ত্র ত্যজ্য হযনা, এবং আমার দিগের জ্ঞান জন্মিযাছে আমরা শাস্ত্রবাক্যের অতীত পুরুষ এরূপ বক্তৃতা কারক পূরুষদিগের বক্তৃতার পুষ্ট্যর্থে শ্রুতিউক্ত হযনাই, তাহার প্রমাণ, যাহার জ্ঞান জন্মে, সেকদাপি শাস্ত্র নিন্দাকরেন।।

† প্রণবকে রথকহিয়াছেন অর্থাৎ প্রনবাবলম্বন করিতে অনু

ইত্যর্থে নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে যে নির্গুণতা প্রাপ্ত্যর্থে সগুণোপাসনার অবশ্য কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ নির্গুণতা প্রাপ্তে ও সগুণোপাসনা করিবেক, যেহেতু উপাসনাকরিতে হইলেই সগুণরূপ ভাবনার আবশ্যক, নচেৎ নির্গুণে চিত্ত ধারণা হয়না। তথাচ পুরাণে।(স্থূলে ভগবতোরূপে প্রথমং ধারয়েদ্ধিয়া ইতি) প্রথমত, ভগবানের স্থূলরূপে চিত্ত ধারণা করিবেক, কেননা ভগবানের অব্যক্ত নির্গুণ রূপের অবলম্বনে দেহধারীর ক্লেশমাত্র হয় ফলসিদ্ধি করিতে পারেন, যথা গীতা। (অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে) দেহবান্ ব্যক্তির নির্গুণোপাসনা কেবল দুঃখের নিমিত্ত হয়, তথাচ (ক্লেশোধিকতর স্তেষা মব্যক্তাসক্ত চেতসামিতি।) অব্যক্তরূপ নির্গুণে আসক্ত চিত্তব্যক্তির দিগের শুদ্ধ অধিকতর ক্লেশ মাত্রই লাভ আর কিছু হয় না, সুতরাং সগুণোপাসনাই মুক্তির কারণ জানিবেন। তথাহি শাঙ্করীভাষ্যং (নির্গুণে নিরবগ্রহে সগুণ এবাবতিষ্ঠতইতি। নির্গুণেরঅনবগ্রহ প্রযুক্তসগুণোপাসনাই কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

শাসনকরিয়াছেন, যেহেতু তাবৎ মন্ত্রের সেতু প্রণব, অতএব প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম।

বিষ্ণুকেসাবধি, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কামনা, ও শিবারাধনা করিতে যে অনুশাসনকরেন, ইহাতে তিননামে তিনজনকে পৃথকজ্ঞান করা হইবেকনা, অর্থাৎ এই তিনশব্দ ব্রহ্মবাচক; অতএব ব্রহ্মই রথ, ব্রহ্মই সারথি, ব্রহ্মই প্রাপ্তীভূতস্থান, ব্রহ্মেরই আরাধনা করিবেক, এক ব্রহ্মই বিশেষ২ রূপে সাধকের ফলপ্রদ হইয়াছেন।

তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ পথস্থিতিঃ।
স্থাত্বারথ পথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছ-
তি ॥ ৩ ॥

তাবৎ ... গন্তব্য হয় যাবৎ পথে অবস্থান করিবেক অনন্তর লক্ষিতস্থান প্রাপ্তে রথকে ত্যাগ করিয়া গমন করিবেক ॥ ৩ ॥

ইত্যর্থে ব্যক্ত করা হইল যে, যাবৎ সর্ব্বভূতে একব্রহ্ম জ্ঞান না জন্মিবে তাবৎ উপাসনার অবধি উক্ত পৃথক২ দেবোপাসনার আবশ্যক, অনন্তর ব্রহ্মতা প্রাপ্তে আর পৃথগুপাসনা থাকেনা ॥ ৩ ॥

মাত্রালিঙ্গপদন্ত্যোকো শব্দব্যঞ্জনবর্জ্জিতং
অস্বরেণ মকারেণপদং সূক্ষ্মংহিগচ্ছ-
তি ॥ ৪ ॥

জীব ব্রহ্মের ঐক্যত্ব বিধানের প্রমাণ করিতেছেন, * মাত্রালিঙ্গ অর্থাৎ মায়োপাধি বিশিষ্ট জীব তদতিরিক্ত আত্ম ইকা প্রণবাকারে বোধ দিতেছেন, অর্থাৎ ব্যঞ্জন রহিত বিন্দুপদ অতি সূক্ষ্ম, তাহাকেই অস্বর বলে সেই অস্বর দ্বারা পরমপদে অভিগমন করে, ॥ ৪ ॥

---

* মাত্রালিঙ্গ পদে, তত্ত্বমস্যার্থের বিষয়, অর্থাৎ মায়োপাধিক জীব, তাহাতে মায়াবর্জিত হইলেই ব্রহ্মহয়, যথা ভূতশুদ্ধি প্রয়োগে, (হংস সোহমিতি জ্ঞাত্বা সোহং ব্যঞ্জনহীনতঃ ইত্যাদি) হংসপদেজীব সোহংপদে আত্মা; অনুলোম বিলোমে একনাদ স্বরূপ অক্ষর বিন্দুযুক্তহইয়া প্রণবাকারে প্রতিষ্ঠিত

শব্দাদি বিষয়াঃ পঞ্চ মনশ্চৈবাতিচঞ্চলং
চিন্তয়েদাত্মনো রশ্মীন প্রত্যাহারঃ সউ-
চ্যতে ॥ ৫ ॥

শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়, অর্থাৎ আত্মবন্ধের কারণ ইন্দ্রিয় বিষয়কে নিবর্ত্ত করাকে প্রত্যাহার বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

ইত্যর্থে ইন্দ্রিগণের ইন্দ্রিয় বৃত্তি অবহারের নাম প্রত্যাহার, এই প্রত্যাহারই ব্রহ্ম প্রাপ্তির ষড়ঙ্গ যোগানুষ্ঠানের প্রথম সোপান ॥ ৫ ॥

অতঃপর আগামী প্রকাশ হইবে॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

ঘ্রাণ শ্রোত্রাক্ষি জিহ্বা সন্তর্পিণীনাং
শিরাণাং মধ্যেশিরসঃ সন্নিপাতঃ। শৃঙ্গা

হযেন, বিলোমে হংসঃ, (অসগ) ত্রিবক্ষব সন্ধিযোগে প্রণব হইযাছে অর্থাৎ অব্যাকৃত বীজভূত হইযাছেন, সকাবেরস্থানে বিসর্গ হইযা গকার পবে ঐ বিসর্গ ওকাব হইযা অকারে যুক্ত বিন্দুভূত মকাব প্রণবেব যোজক হযেন। অন্যদপি, অনুলোমে (সোহং) শব্দেব ব্যঞ্জনহীনে অর্থাৎ হলবর্ণ দ্বযেব লোপে ঐ হংসই প্রণবরূপে অবস্থিত হযেন, সেইরূপ উপাধিত্যাগে জীবই ব্রহ্মহযেন, সুতরাং বিন্দুরূপ মকাবকেই ওঁস্ববরূপে কহেন, তদ্দ্বাবা পরমসূক্ষ্ম তদ্বিষ্ণুব পরম পাদে গমন হয ॥

টকানি তানি চত্বারি মর্ম্মাণি তত্রাপি সদ্যো মরণং ॥ ১০৫ ॥

নাসা, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ইহারদিগের * সন্তর্পিকারিণী নাড়ী সকলের মস্তকের মধ্যে সংযোগ আছে সেই সংযোগ স্থানে শৃঙ্গাটক নামে চারিমর্ম্ম, চতুরঙ্গুলী পরিমিত হয়, তাহাতে আঘাত করিলে তৎক্ষণ মাত্রেই মৃত্যু হয় ॥ ১০৫ ॥

মস্তকাভ্যন্তর উপরিষ্টাৎ শিরাসন্ধি সন্নিপাতো রোমাবর্ত্তোঽধিপতি স্তত্রাপি সদ্যোমরণং ॥ ১০৬ ॥

মস্তকের ভিতর যে স্থানে নাড়ীর সন্ধি অর্থাৎ সংযোগ স্থান এবং মস্তকোপরি রোমকূপ অধিপতি নামে মর্ম্ম তাহাতে আঘাত করিলেও সদ্য মৃত্যু হয় ॥ ১০৬ ॥

এব মেতানি সপ্তত্রিংশদূর্দ্ধ্ব জত্রুগতানি ভবন্তি চাত্রশ্লোকাঃ ॥ ১০৭ ॥

এবম্প্রকার সপ্তত্রিংশৎ মর্ম্ম † জত্রুর ঊর্দ্ধ্ব গোপ্ত,

---

* সন্তর্পিকারিণী নাড়ীপদে, রসপ্রবাহিণী নাড়ী. অর্থাৎ শিরঃস্থিত রক্তজলাংশকে প্রবাহ দ্বারা এইনাড়ী সকল নাসিকা, কর্ণ চক্ষু, রসনাতে প্রাপ্ত করায়, তাহাতে এই ইন্দ্রিয় দ্বার সন্তৃপ্ত থাকিয়া, গন্ধ গ্রহণ শব্দ শ্রবণ, রূপাবলোকন, রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয় ॥

† জত্রু পদে বাহু স্কন্ধ সংযোগ স্থান কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ॥

তাহার বিষয়ে এই শ্লোক সাকল্য হইতেছে ।। ১০৭ ।।

ঊর্ব্বঃশিরাংসি বিটপেচ সকক্ষপার্শ্বে
একৈক মঙ্গুলমিতং স্তনপূর্ব্বমূলং বৃদ্ধা
ঙ্গুল দ্বয়মিতং মণিবন্ধগুলফং ত্রীণ্যেব
জানুসপরং সহকূর্পরাভ্যাং ।। হৃদ্বস্তি
কূর্চ্চ গুদনাভিবদন্তিমূর্দ্ধি চত্বারি পঞ্চচ
গলে দশযানিচদ্বে। তানি স্বপাণিতল
কুঞ্চিত সংমিতানি শেষাণ্য বেহি পরি
বিস্তরতোহঙ্গুলার্দ্ধং ।।১০৮ । ১০৯ ।।

উরুদেশাস্থিত এবং বিটপ ও কক্ষপার্শ্ব প্রভৃতি যে সকল মর্ম্ম, একং অঙ্গুলি পরিমিত হয়। স্তনমূলে ও মর্ম্ম স্থান ঐ প্রকার। মণিবন্ধ ও গুলফ মর্ম্ম অঙ্গুলিদ্বয় প্রমাণ, জানুর উপর আনী এবং কূর্পরমর্ম্ম অঙ্গুলিত্রয় প্রমাণ।। হৃদয় ওবস্তি ও কূর্চ্চ গুদ, নাভি মস্তক প্রভৃতি মর্ম্ম চতুর-ঙ্গুল প্রমাণ হয়। গলদেশে পঞ্চাঙ্গুল মর্ম্ম, এতদ্ব্যতিরিক্ত যে বিংশতি মর্ম্ম সেসকল মর্ম্ম কুঞ্চিত হস্ত তলের যে পরিমাণ সেইরূপ পরিমিত। এতদ্ভিন্ন সকল মর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত হয় ।। ১০৯ ।।

এতৎপ্রমাণ মভিবীক্ষ্য বদন্তিতজ্জাঃ
শস্ত্রেণকর্ম্মকরণং পরিহৃত্যমর্ম্ম। পার্শ্ব।

ভিঘাভিত মপীহ নিহন্তিমর্ম্ম। তস্মাদ্ধি মর্ম্মসদনং পরিবর্জ্জনীয়ং॥ ১১০ ॥

এই সকল পরিমিত মর্ম্মস্থান সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মজ্ঞাতা সকল কহিবেন, এবং এই সকল মর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রকর্ম্ম কর্ত্তব্য। মর্ম্মজ্ঞ ঋষিরা কহিয়াছেন। অপর মর্ম্মপার্শ্ব অভিহত হইলে মারক হয়েন, অতএব মর্ম্মস্থান পরিত্যজ্য হইয়াছে॥ ১১০॥

ইত্যর্থে বক্তব্য যে মনুষ্যাদির শরীর মধ্যে যে সকল দৃশ্যাদৃশ্য রূপে মর্ম্মস্থান আছে তাহা কেবল শব ছেদ করিলেই জানাযায়না তাহার প্রতি অধ্যাত্ম তত্ত্ব যোগাভ্যাসের বিস্তর অপেক্ষা করে, অতএব চিকিৎসা বিষয়ে ঋষিবাক্য প্রধান যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, যে স্থানের পরিমাণলিখিয়াছেন সেইস্থানকেলক্ষ করিতে পারিলেই পণ্ডিত হয় নচেৎ আপনার বুদ্ধিবল খাটাইতে হইলেই অনেকের প্রাণ নাশ হইতে পারে॥ ১১০॥

ছিন্নেষু পাণি চরণেষু শিরা নরাণাং। সঙ্কোচ মীযুরসৃগল্প মতো নিরেতি। প্রাপ্যামিত ব্যসন মুগ্রমতো মনুষ্যাঃ সংছিন্ন শাখতরুবন্নিধনং নযান্তি॥ ১১১

মনুষ্যদিগের হস্ত পাদ ছেদিত হইলে শিরা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তন্নিমিত্ত অল্প রক্ত নির্গমন করে, এক ব্রণ মনুষ্য উগ্র এবং অপরিমিত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া ছিন্ন শাখ বৃক্ষের ন্যায় স্থিতি করে, কিন্তু মৃত্যু দশাপন্ন হয়না॥ ১১১॥

ইত্যর্থে বোধ হইতেছে যে অস্ত্রাঘাতে সম্যক্‌ হস্ত ছেদ না হইয়া যদি মর্ম্মস্থান ভেদ হয় তবে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, এককালিন হস্তপাদাদিছেদনে শিরা সকল সঁচকিয়া যায়, সুতরাং নাড়ীস্থ মর্ম্ম সরিয়া ক্রমে আইসে এবং ব্যান বায়ুর সহিত ধনঞ্জয় বায়ুর মিলন হইয়া নাড়ীর দ্বার রোধ হয়, আর রক্ত শ্রব হয়না শুদ্ধ বেদনাতিরিক্ত মাত্র হয়, একারণ বিচক্ষণেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে হস্তপাদ প্রভৃতি শাখাঙ্গ বিকল হইলে তাহার মূল ছেদন করিয়া আরোগ্য করিবেন, অর্থাৎ হস্তপাদাদিতে দুষ্টভুণ জন্মিলে যদি ঔষধি দ্বারা শাম্য না হয়, তবে অস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা ছেদ করিয়া সদ্যজাত ক্ষত পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসায় আরোগ্য করিবেন॥ ১১১॥

কল্পিত ব্রহ্ম সভা পরিত্যাগ।

এতদ্বর্ত্তমান বৎসরে যে কয়েকজন আধুনিকভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী দলের মধ্যে সভ্য পদাভিষিক্তছিলেন, তাঁহারা বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইয়া অশিষ্ট মতকে পরিত্যাগ করিযাছেন, অতএব তাঁহারদিগের নামলিখিয়া অস্মদাদির গ্রাহক গণকে জানাইতেছি॥

রাজশাহীস্থ শ্রীযুক্ত রাধ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সিকদার পাড়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসু, হিন্দুকালেজস্থ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, হুগলি নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু; কম্বলেটোলার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ লালা, সিমুলাবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মল্লিক, পটোলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত হিরালাল মিত্র, ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র,

আন্দুল নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী, এই দ্বাদশ জন তত্ত্ববোধিনীরসভ্য ছিলেন।

অপর, কৃষ্ণনগর বাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়, যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম গোপাল বসু, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর তর্কালঙ্কার, বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধরণীধর রায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শীল, শ্রীযুক্ত কালীকমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত নসিংহচন্দ্র বসু; এই ত্রিয়োদশ জন তত্ত্ববোধিনী সভা ত্যাগ করিয়াছেন।

এবম্বিপ। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণী প্রসাদ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস মল্লিক, শ্রীযুক্ত মহেশ নারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মল্লিক এই নয়জন তত্ত্ববোধিনী সভা ত্যাগ করিয়াছেন॥

একত্রিত সংখ্যায় এই চত্ত্বস্ত্রিংশৎ জন তত্ত্ববোধিনী সভা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ধর্ম্মপথে আরোহণ করণোদ্যমী হইয়াছেন, কারণ ইহারা স্ব স্ব বৈচক্ষণ্যে মার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক দিগের মত সর্ব্ব শাস্ত্রের বহির্ভূত ইহাতে আপন্ন থাকিলে অনিষ্ট ফলের সম্ভাবনা এবং এতদ্বিষয়ের যেদান সে নিরর্থ অকৃতার্থে অর্থাপচয় মাত্র, সুতরাং পিতৃপিতামহাদির প্রচলিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এবং

তদুদ্দেশে দানাদি করা শ্রেয়স্কর হয়, অতএব বিচক্ষণ দিগের নিকট জানাইতেছি, যে এই কয়েক জনের মধ্যে প্রায় ২০।২২। জন নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ২ পূর্ব্বাবধি ও গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অপর তদতিরিক্ত কয়েকজনের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহারা আগামী দাতব্য প্রদানে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন পত্র মধ্যে লেখেন যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয়ের পত্রিকা গ্রহণে আমার দিগের চিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিল কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাসনে গ্রহণ করিতে পারিনাই, কারণ তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন যে তত্ত্ববোধিনীর সভ্য হইয়া যিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভায় সভ্য শ্রেণী হইতে কর্ত্তন করা যাইবেক, সুতরাং তৎকালে আমারদিগের তৎসভার প্রতি অনুরাগছিল তদনুরোধে সহসা গ্রহণে সাহস করিতে পারিনাই এক্ষণে অসদ্ধর্ম্মের জলাঞ্জলি দিয়া সাধুপথে আরোহণ করতঃ নিঃশঙ্ক হইয়াছি॥ অনুভব করি অতঃপর ভাক্তজ্ঞানীর মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা তদ্ধর্ম্মে অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারদিগের মনে পূর্ব্বেরমত আর বিশ্বাস নাই, ক্রমে অসদ্ধর্ম্ম বলিয়া কদাচিৎ২ বোধও হইতেছে, যখননিশ্চয় রূপে উপলব্ধি হইবে তখন অবশ্য তদ্ধর্ম্মের বিসর্জ্জন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ ও সন ১২৬০ সাল এতদ্বৎসর ষট্‌কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফমারব টীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূলশ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতি সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধার্য্য করা গিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

দ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

১৯৭সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬০ সাল ১৫ ফাল্গুণ শনিবার

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসনং।

ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ সংস্কৃত ভাষাই যে সর্ব্বোত্তম দেবভাষা ইহা ম্লেচ্ছশাস্ত্র মধ্যে কোন্ পুস্তকে ধৃত করিয়াছেন তাহা শুনিতে ইচ্ছাহয়।।

পরম হংসোক্ত প্রশ্নোত্তরং।। অরেবৎস সংস্কৃত

ভাষার প্রসঙ্গ ইংলণ্ডীয়াদি তাবৎ পুস্তকেই আছে তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি শ্রবণকরহ, আদৌ (ডাক্তর ওয়াইজ) সাহেব হিন্দুদিগের বৈদ্য শাস্ত্র চরকের টীকার অর্থ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনুবাদকরত যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার ভূমিকার (৮) পৃষ্ঠাহইতে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতশাস্ত্র প্রশংসা বিষয়ক প্রমাণ ধৃতকরিয়া অবিকল তদভিপ্রায়ে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থকরিয়া কহিতেছি তদ্বাক্যে শ্রোত্রপাত করিলেই সুবিজ্ঞাত হইতে পারিবে, যথা,

"সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ এবং আদি সংস্কৃত ভাষা অতি সুশ্রাব্য সকলের মনোহারিনী হয় ? তত্তুল্য প্রাচীন ভাষা নাই সর্ব্বভাষাপেক্ষা প্রগাঢ়রূপে অদ্যাবধি প্রচলিতা আছে, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ সে সকল ঐ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, ঐ সংস্কৃত ভাষা হিন্দুস্থানের অধিকাংশে বিশেষতঃ গঙ্গাতীর সন্নিহিত বেহার দেশে অর্থাৎ মগধাদি দেশে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিতা ছিল, ঐ সকল দেশের উপাখ্যান পূর্ব্বসংস্কৃত কবিতার মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, যেহেতুক হিন্দুস্থানের যেসকল স্থানের নাম শাস্ত্রে লিখিয়াছেন সে সকল স্থান অতি পুণ্যক্ষেত্র তাহাতেই * ঈশ্বরাবতার হইয়াছিল, অপর ঐ পুস্তকের (৯) পৃষ্ঠায় লেখেন ? যথা।

---

* ঈশ্বরাবতারমান বলাতেই অনেক ভঙ্গী হইয়াছে অর্থাৎ (ওয়াইজ) সাহেব জানাইয়াছেন যে ঈশ্বরাবতার ভারতবর্ষ মধ্যে কুমারিকা খণ্ডে অর্থাৎ হিন্দুস্থানেই হইয় ছিল, যদি এতদ্দেশ ভিন্ন অন্য দেশে পুণ্যক্ষেত্র থাকিত ? তবে যীশুখ্রীষ্টের

ইউরোপীয়ান বিদ্বানেরা যে সকল ভাষা অর্থাৎ গ্রীক ও লেটিন প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সকল ভাষা এই সংস্কৃত ভাষা হইতে বাহির হইয়াছে যেহেতু কোন২ শব্দ অদ্যাপিও সংস্কৃতানুরূপ আছে কতক বা বিকৃতাকার হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় (মাতর পিতর,) যে শব্দ তাহাকে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় (মাডর পিটর) বলে এবং আরবী ও পারসীতে মাদর পিদর বলিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় (দাতব্য) শব্দকে লাটিনাদি ভাষায় (ডেটেবো) বলে অপিচ দন্তাল যে শব্দ আছে তাহাকে (ডেন্টল) বলিয়া উক্ত করে ফলে শব্দার্থ এক ভাষান্তর জন্য উচ্চারণের বিক্রিয়ামাত্র, সুতরাং হিন্দুজাতি সভ্যের আদি, সংস্কৃতবিদ্যা বিদ্যার আদি, সংস্কৃত ভাষা ভাষার আদি, পৃথিবীস্থ যাবদীয় বিদ্যা সম্পৎ সে সকলই সংস্কৃত বিদ্যার প্রতিবিম্বস্বরূপ জানিবে, যেহেতু সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনায় মনের অত্যন্ত উৎসাহ হয়, সংস্কৃতবিদ্যা প্রভাবে কেবল খ্যাতাপন্ন প্রাচীন রাজধানী সকল সভ্য হইয়াছিল এমত নহে, বরং ইউরোপীয়ানেরাও সভ্য হইয়াছে, কারণ ইহারা হিন্দুদিগের নিকট যে প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা সুন্দর বোধ হইতেছে, যেহেতু ইউরোপীয়ানেরদের যে সকল বিদ্যা সম্পদ, সংস্কৃত বিদ্যাই সে সকলের মূল হয়, তাৎপর্য্য এই যে সংস্কৃত বিদ্যা প্রভাবে পৃথিবীস্থ তাবৎদেশ

জন্মভূমি (জর্ব্বজিলম তথা ইবেৎলেহমের) নাম ও পুণ্য ভূমির মধ্যে অবশ্যই গণনা করিতেন ॥

সম্ভ্যছইয়াছে, সৃষ্টির আদিভাষা সংস্কৃত, সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে মান্য করাযায়, খ্রীষ্টীয়ানেরা যে বাইবেলকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলেন সে অমূলক,॥

অপর ওয়াইল্স সাহেব আরও লিখিয়াছেন, যে হিন্দুস্থানের প্রাচীন ঋষিগণেরা অর্থাৎ (ব্যাস, বশিষ্ঠ ভৃগু, ভার্গব, পরাশর, যাবালি, পতঞ্জল, গৌতম, সুমন্তু, জৈমিনি, ধৌম্য, বৈশম্পায়ন, কণ্ব, শাতাতপ, জাতুকর্ণ, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য, বামদেব, কাত্যায়ন, গর্গ প্রভৃতিরা) পরমেশ্বর নির্ম্মিত এই বিশ্বের * সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির পরিচিন্তা করিতেন, এবং পরমেশ্বরের উপাসনায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া ঐশীক্ষমতা প্রাপ্তে ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিকার্য্যের সম্যক নিরূপণ করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা আপনং সাধনার ফলে তপোবলে পরমেশ্বরের বন্ধুরূপে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারদিগের যে বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা সে ঈশ্বর হইতেই হইয়াছিল, তৎপ্রভাবে এই ধরণীতলে সমাদরণীয় হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের সাদৃশ্য স্থল পৃথিবীতে আর নাই॥

---

* সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদির পরিচিন্তা করিতেন, তদর্থে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি কিরূপেহয় এবং কিরূপে জীবের সংস্থিতি হইয়াছে, আর সম্যক্ বিশ্বইবা কিরূপে পরিণামে নাশ পাইবে, সুতরাং এতৎ চিন্তায় বিশ্বকার্য্যের সম্যক্ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীর সংস্থা, এবং ভূগোল খগোলের পরিমাণ, ও পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ কোনদ্রব্যের কোনগুণ এবং কাহার যোগে কি কার্য্যসাধন হয় ও উৎপত্তি প্রকার ও সংগীতবিদ্যা, ও

তবে যে ইংলণ্ডীয়রা গ্রীসিয়ান (টলেমিকে) জিয়োমেটরি, অর্থাৎ পৃথিবী পরিমাণক বিদ্যাতে এবং আর্থমেটিক, অর্থাৎ অঙ্ক বিদ্যায়, আষ্ট্রনমি অর্থাৎ জ্যোতি বিদ্যায়, অদ্বিতীয় বলেন, সে শুদ্ধ অজ্ঞানতা, কারণ, গর্গ প্রভৃতি ঋষিরা এতৎ বিদ্যায় যে টলেমি হইতে কত অংশে উচ্চছিলেন, এবং এসকল বিষয়ের সংহিতা কিরূপে সম্যার্থে পরিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাক্যে কহিয়া পর্য্যাপ্তি হয়না,

অপর, ইংলণ্ডীয়েরা যে সংগীত বিদ্যায় (পিঠাগোরাশকে) শ্রেষ্ঠবলিয়া জানিয়াছেন, তদপেক্ষা (জাতুকর্ণ, কণ) প্রভৃতি ঋষিরা যে কিরূপ সংগীত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকদাপিও বক্তৃতাদ্বারা বর্ণনকরা যায়না

পারমার্থিক তত্ত্ব প্রভৃতির সম্যক্ পারদর্শন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ এমত ছিলেন যে মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপ স্বভাব জানিতে পারিতেন, আর অতীত অনাগত বর্ত্তমান কালের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন এবং দূর দৃষ্টি দূরশ্রবণ ছিল, অর্থাৎ একস্থানে স্থিতিকরিয়া পৃথিব্যাদির সকল স্থানের শব্দ শ্রবণ ও সকল স্থানের অবস্থা দর্শন করিতেন, অপিচ মনোযায়ী ছিলেন, অর্থাৎ মনো বেগেই গমন করিতেন, তাহার দিগের সংবাদাদিগতির নিমিত্ত কোন দূত বা বিদ্যুত দূতাদির অর্থাৎ কোন [টেলিগ্রাফের] প্রয়োজন ছিলনা, এবং গমনাগমনের নিমিত্ত কোন যানবাহন বা বাষ্পীয় যন্ত্রের অপেক্ষা করিতেননা, তাঁহারা কামচারী ইচ্ছামাত্র মনোবেগে স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালাদিতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন।।

এবং উক্ত গ্রীসিয়ান ব্যক্তি ও শ্রবণ করেন নাই অপিচ তদপেক্ষা ইদানীন্তনও যে সকল রাগ রাগিণী সঞ্চারে হিন্দুস্থানে সংগীতের আলোচনা হইয়া থাকে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ইংলণ্ডীয়ের দিগের ধ্যান গোচর হয়না।

অপর, শিল্পবিদ্যায় যে (আর কিডিজকে) অদ্বিতীয় বলেন তদপেক্ষা পরাশর ঋষি যে কতগুণে উচ্চছিলেন তাহা কহিতে পারিনা, যেহেতুতৎকৃত পরাশর সংহিতা তে লিখিয়াছেন সজীব অজীব প্রভৃতিযন্ত্র অর্থাৎমনুষ্যাদি দ্বারা এবং বাষ্পদ্বারা তাবৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, অপর কৃষিপরাশর সংহিতায় চাসেরবিষয় জলপ্রবাহাদি বীজ বপন, কেদার কর্ম্ম প্রভৃতি, আর উদ্যান কর্ম্মে বৃক্ষা দির রোগ নিরূপণ বৃক্ষান্তর সংযোজন অর্থাৎ কলমাদি করণ এবং অপুষ্প ফলাদি বৃক্ষের ফল পুষ্প করণের সং- কেত সম্যক কহিয়াছেন।

বৃক্ষনিরূপণে যে (প্লেটোকে) জ্ঞানীবলেন তাহাহইতে বেদব্যাস যে কতবড় জ্ঞানীছিলেন তাহ অজ্ঞানী মূঢেরা না বুঝিযাই প্লেটোর প্রশংসা করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্রে (এরিশ্টাটলকে) যে ইউরোপীয়ানেরা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়রূপে জানিতেন, কিন্তু তদপেক্ষা তর্কশাস্ত্র গৌতম ঋষির ক্ষমতা প্রকাশে কতবড়ছিলেন তাহা অনু মান সিদ্ধ হয়না, তাঁহার তর্কের অন্তে প্রবেশকরা যায়না; সুতরাং হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য বিষয়ে ইংল ণ্ডীয় দিগকে গজের নিকট মষক রূপেও পরিগ্রহ হয়না।

এতদ্বিষয়ে, মান্দ্রাজের প্রধান ইনজিনিয়র অর্থাৎ

রাজমিস্ত্রী (কর্ণেল ক্রাস) সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে ঈমারিকা অন্তরীপ অবধি গঙ্গাতীর প্রদেশ পর্য্যন্ত যদ্রূপ বিদ্যাবিষয়কচিহ্ণ অর্থাৎ শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আন্বিক্ষিকীবিদ্য, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোল, খগোলঃ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্র সভ্যাদি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়াযায়, তদ্রূপ গ্রীক, রোম, আরব, ঈরাণ ফ্রান্স, রসিয়া, টরকী প্রভৃতি কোন দেশে বিদ্যা চিহ্ণ পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ আমি কারুকর্ম্মাজীবি, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতন শিল্পকর্ম্ম দেখিলে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারিনা, যে সকল প্রগাঢ়২ মন্দিরাদিতে বিচিত্র কার্য্য করিয়াছে তাদৃক মন্দিরাদি পৃথিবীর আর কোন স্থানে দৃষ্টহয়না, এবং * অত্যুচ্চ মঠশেখরে যে সকল প্রকাণ্ড২ প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়াছে তাহা বুদ্ধির গম্যনহে, যে কি কৌশলে এ প্রস্তরকে উঠাইতে পারাযায়, সুতরাং তদালোচনায় ঈশ্বরকৃত ভিন্ন মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয়না, ॥

---

* এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত মহারাজা যুধিষ্ঠির দেবের রাজসূয় কালের সভাবাটী অদ্যাপি ও ইন্দ্রপ্রস্তের অর্থাৎ এক্ষণকার দিল্লী নগরের কিঞ্চিৎ অন্তরে অবণ্যভূত হইয়াছে কিন্তু কিঞ্চিৎ২ স্থান ও দৃষ্টি গোচরহয, তাহার ভিত্তি যেরূপ প্রস্তরে গ্রন্থন করিয়াছিল, তাহা ব্যক্তকরিয়া কহিতেছি, তিনখণ্ড প্রস্তরময় ইষ্টক দেখাযায তাহার পরিমাণ, প্রথমখণ্ড দীর্ঘ (২০) হস্ত প্রস্থ (২০) হস্ত, উর্দ্ধে (২০) হস্ত, তাহার উপর অপরখণ্ড দীর্ঘ [২০] হস্ত প্রস্থে

হিন্দুজাতীয়দিগের বিদ্যাসম্পদ এবং সভ্যাদি শিক্ষা অন্য কোন জাতীয়ের নিকট নহে, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্র দ্বারাই সভ্যাদিগুণে ভূষিত হইয়াছে, পরমেশ্বর সৃষ্ট মনুষ্যের মধ্যে হিন্দুজাতিই আদি সৃষ্ট, তাহারদিগের দ্বারাই সকল জাতির বিদ্যা সম্পদ লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ করিহ না।।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল আপনি পূর্ব্বে ঔর্ব্বাগ্নি শব্দে (বারুদ) অগ্ন্যস্ত্র পদে বন্দুক ও কামানকে কহিলেন, তবে শরকে যে শাস্ত্রে অগ্ন্যস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, বারুণাস্ত্রাদি বলিয়া উক্ত করে, সে কথা অলীক বোধহয়, কেননা সগররাজা ঔর্ব্বেরনিকট অগ্ন্যস্ত্র পাইয়া পৃথিবী জয়করিয়াছিলেন সেকি এই অস্ত্র, তাহা হইলে বাণযুদ্ধের বিশেষ গৌরব কি রহিল, সুতরাং এতদ্বিষয়ে মহান্‌সন্দেহ জন্মিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক তন্নিরাসকরিতে আজ্ঞাহয়।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর।। হেজ্ঞানাভিমানিন্, এতদ্বিষয়ের স্বরূপ উত্তর করিতেছি শ্রবণকরহ। মহারাজা

---

[১৮] হস্ত উচ্চে। ১৮, হস্ত, তদুপরি অপর একখণ্ড দীর্ঘে [২০] হস্ত, প্রস্থে। ১৬ হস্ত উর্দ্ধে [১৬] হস্ত, এই তিন খণ্ড শিরোভাগের গাথন ভগ্নহইয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃক প্রস্তরখণ্ড কোথাহইতে আনিয়াছিল আর কিরূপ প্রকারে ছেদন করিয়া মিলাইয়া একখণ্ডেরন্যায় তিনখণ্ডকে সমানভাবে রাখিয়াছিল, ইংলণ্ডীয়দিগের এপর্য্যন্ত এমত কল কিছু মাত্র প্রকাশ নাই যে তদ্দ্বারা এরূপ বৃহৎ প্রস্তরকে উঠাইতে পারে, এক একখানি ইষ্টক প্রায় তিনতলা বাটীর ন্যায়, আর তাহার চিত্র দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, ভারতে বর্ণনআছে যে জলে স্থল, স্থলে জল, দ্বারে অদ্বার, অদ্বারে দ্বার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা সত্য তল্লিপিকে অগ্রাহ্য করিতে পারযায়না।

সগর যে ঔর্ব্বের নিকট অগ্ন্যস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকেই কামান ও বন্দুক বলে, কিন্তু তদতিরিক্ত অগ্নিবাণ প্রবল ছিল, অর্থাৎ যতপ্রকার অগ্ন্যস্ত্র তাহার সকল প্রকারই সগরের সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের যে বিচার থাকুক, তদ্বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে, ফলি-তার্থ তবক শতঘ্নী ঔর্ব্বাগ্নি অর্থাৎ বন্দুক কামান বারু-দের ও সৃষ্টি ঋষিদিগের দ্বারাহয়, ইহাতে কেহই স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন না, যে হিন্দুজাতি হইতে আমরা উত্তম কৌশলজ্ঞ শিল্পকর, ইহা ইংলণ্ডীয়দিগের পুস্ত-কে ও প্রমাণ আছে,

সংপ্রতি কয়েক বৎসর গত [মেংমারিষ] সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে [সরউলিয়ম জোন্সসা-হেব] কৃত এসিয়া টিকরিসার্চ্চেজ নামক পুস্তকে শিল্প বিদ্যা বিষয়ক বিশ্বকর্ম্মার উল্লেখ সমানরূপে [রোমান্] দেশীয় [বল্কেন] সাহেবকে শিল্পিবর বলিযা ব্যাখ্যা করেন, তদর্থে বোধহয় যে ম্লেচ্ছদেশে তিনিই শিল্প বিদ্যার প্রথম প্রকাশক, অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মারকৃত চতুঃষষ্টি শিল্প সংহিতার মধ্যে * কোন২ শিল্প হিন্দুস্থানহইতে শিক্ষাকরিয়া ইউরোপাদিদেশে পরিচালন করিয়া-

---

* শিল্পবিদ্যা পদে, সাংগ্রামিক যন্ত্র কৌশল, অস্ত্র শস্ত্র চর্ম্ম বর্ম্ম ধনু দুর্গাদি, স্থাপত্যে গৃহাট্টালিকা মঠাদি, এবং বাষ্পীয় যন্ত্র রথ শিবিকাদির বিশেষ নিরূপণ।

ছিলেন, সুতরাং তৎপ্রশংসা তদ্দেশে অবশ্যই হইতে পারে, ।

অপর বিশ্বকর্ম্মার সাদৃশ্য বর্ণনে [বলে্কন সাহেবকে] জোনসাহেব কহিয়াছেন, যদ্রূপশিল্পীবরবিশ্বকর্ম্মা অগ্ন্যস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দেবতারা অসবদলকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ বলে্কন সাহেবও ᐩ অগ্ন্যস্ত্র নির্ম্মাণ করিযা গ্রীকদিগকে প্রদান করেন, ফলে তাহাতে বিশ্বকর্ম্মকৃত অগ্নিবাণ বোধ হয়না, ইহাকে বন্দুক ও কামান বলিয়াই বোধহইতেছে,

---

ᐩ এইযে অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ করা, সে অগ্নিময বাণ নহে, বন্দুকাদিকেই অগ্ন্যস্ত্র কহিযাছেন, শুদ্ধ কবিতা বর্ণনে সাদৃশ্যালঙ্কারের পুষ্ট্যর্থে যেমন বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগকে অগ্ন্যস্ত্র দিযাছিলেন, সেইরূপ বলে্কন সাহেব ও গ্রীকদিগকে অগ্ন্যস্ত্র দেন, ইহাতে অস্ত্র সামান্যা সামান্যের প্রমাণ নহে এবং শতঘ্নী পদে কেবল কামানকেই কহে এমত নহে যে অস্ত্রে অনেকের আঘাতহয তাহার নাম শতঘ্নী । ফলিতার্থ বিশ্বকর্ম্মার কৃত অগ্ন্যস্ত্রের নাম শর তাহা ধনুর্গ্রন্থে উক্ত আছে, অর্থাৎ অগ্নিমন্ত্রে পূতকরিযা নিঃক্ষেপ করিলে শরমুখে অগ্নির উৎপত্তিহয সেই অগ্নিতে শত্রু সৈন্যকে ভস্মসাৎ করে, তদপেক্ষা অগ্ন্যস্ত্র সংখ্যায কামান বন্দুক উৎকৃষ্ট অস্ত্র নহে, বাণযুদ্ধস্থলে বন্দুক ও কামানের গৌরব নাই ।। হা, কোথায বিশ্বকর্ম্মা, ও কোথায বলে্কন সাহেব এতৎ সাদৃশ্য অসঙ্গত হয, যদ্রূপ হস্তী ভেকে সমান চতুষ্পাদ ধারী তদ্রূপ, স্বরূপতঃ ঐ সাহেব উর্দ্ধমুখ অগ্ন্যস্ত্রের কৌশল শিক্ষিযা ম্লেচ্ছদেশে প্রকাশ করেন ।।

তাহার প্রমাণ ইংরাজী পুস্তক হইতে ধৃতকরিয়া কহিতেছি, [লার্ডহিষ্টিংস্] সাহেবের অনুমত্যনুসারে [মেংহালহেড্] সাহেব পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে গ্রীক দেশীয় [আলেক জেণ্ডর] সাহেব হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, ন্যূনাতিরেক যাহা হউক প্রায় [২০০০] দুই সহস্র বৎসর হইবেক, তৎকালে রাজা ভর্ত্তৃহরি বা বিক্রমাদিত্যের অধিকার ছিল, তাঁহারদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা [পরশুরাম] নামক কোন ক্ষত্রিয় যাহাকে গ্রীসিয়ানেরা বিকৃতি উচ্চারণ দ্বারা [পোরশ] বলে, তিনি সিন্ধুনদীর তীর রক্ষা করিতেন, তাঁহার রাজধানী [গান্ধার] যবনেরা এক্ষণে কান্ধার বলে, তৎসংগ্রামে আলেক জেণ্ডর পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ক্রুরজাতীয়েরা খলস্বভাবে ছলকরিয়া তৎকালে স্বদেশে কহিয়াছিলেন, "যে অত্যন্তগ্রীষ্ম্যপ্রভাবে সৈন্যেরা হিন্দুস্থানে স্থায়ী হইতে নাপারায় আমি হিন্দুস্থান পোরোশকে প্রদান করিয়াছি, ফলে তাঁহার জয়করা হয় নাই, তিনি আপনিই কহিয়াছেন যে জয়করিতে পারিনাই তাহারা প্রগাঢ়যোধি, যেহেতু যুদ্ধকালে পোরাশর অর্থাৎ পরশুরামের ধনুঃসন্ধিতভীরেরমুখে যরূপ অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, আমারদিগের সহস্র কামানেওতাদৃক অগ্নির জ্যোতি নির্গত হয়নাই, সেই শরাগ্নিতে সমস্ত বারুদ জ্বলিয়াযায়, এইবকেই বোধ হইল যে তিনি এদেশে পরাজয় পাইয়াছিলেন,॥ তদুপলক্ষে আরো

কহিয়াছিলেন, যে এক্ষণে হীনবলী ক্ষত্রিয় হইতেই এতা- দৃশ অবস্থার ঘটনাহয় যৎকালে বলিষ্ঠছিল তৎকালে যে কিরূপ যুদ্ধ করিত তাহা বুদ্ধিতে গম্যকরাযায়না, সুতরাং যাহারা বাণযুদ্ধ ভাল জানিত তাহারা কামান বন্দুককে শস্ত্রসংখ্যায় অবশ্যই হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেক তাহাতে সন্দেহনাই ॥ এইকথা লার্ড্হিষ্টিংস সাহেব আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেন ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল এতৎসর ষট্‌কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ যষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফর্ম্মার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৯৭সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬০ সাল ৩০ ফাল্গুন রবিবার

গতবারের শেষ।

অথঅমৃত নাদোপ নিষৎ।

প্রত্যাহারস্তথাধ্যানং প্রাণায়ামাথধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উ-
চ্যতে ॥ ৬ ॥

* প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক, সমাধি এই ছয়কে ষড়ঙ্গযোগ বলিয়া উক্তকরিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ এই ষড়ঙ্গযোগ, ইহার অনুষ্ঠান ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়না, যোগশব্দে পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়াকে বলে ॥ কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিসংহিতাতে, শম, দম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগকে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন, ফলে বেদোক্ত ষড়ঙ্গ যোগেরই অন্তর্গত এই অষ্টাঙ্গযোগ, যখন প্রত্যাহারকরিতে কহিয়াছেন, তখন শমদমাদি তাহাতেই সিদ্ধহইয়াছে, আসনপ্রমাণ ধারণা যোগেই সম্পান্ন হয়, সুতরাং ষড়ঙ্গ অষ্টাঙ্গ একই জানিবে ॥ ৬ ॥

যথা পর্ব্বতধাতূনাং দহ্যন্তেধমতামলাঃ।
তথেন্দ্রিয় কৃতাদোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ ॥ ৭ ॥

ষড়ঙ্গাদিযোগের মধ্যে প্রধান যোগ প্রাণায়াম, অর্থাৎ প্রাণায়ামে জীবের সিদ্ধি এবং সর্ব্ব দোষাপকর্ষণ হয় ॥ তদর্থে শ্রুতি সংবাদকরেন, যথা। [যথেতি।] ॥

---

* প্রত্যাহারাদির ব্যাখ্যা এই, যে ইন্দ্রিয় সত্ত্বে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অবহার. ধ্যানপদে নির্গুণব্রহ্মের মনন অথবা সগুণপক্ষে ক্রমান্বয়ে অঙ্গচিন্তা, প্রাণায়াম পদে পূরক, কুম্ভক, রেচকাদিদ্বারা প্রাণ বায়ুর সংযম। ধারণাপদে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎস্ফূর্ত্তি, তর্ক পদে ব্রহ্মবিচার. অর্থাৎ শুষ্কতর্ক ত্যাগ করিয়া হেতুবাদ দ্বারা যথার্থ পরমার্থ তত্ত্বান্বেষণকরা। সমাধি পদে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ আত্মাতে ও জীবেতে ঐক্য ভাবনা ॥

যদ্রূপ পর্ব্বত ধাতু অর্থাৎ পর্ব্বতোদ্ভূত ধাতু স্বর্ণাদি অগ্নিতে দাহ করিলে নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়কৃত দোষ অর্থাৎ মানস মল প্রাণায়ামরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়॥ ৭॥

শাস্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, যে প্রাণায়াম ব্যতীত সাধনা আরনাই, যথা (প্রাণায়ামঃ প্রভাবেন দেহী মৃত্যুঞ্জযো-ভবেৎ) প্রাণায়ামের প্রভাবে জীব ইহশরীরেই মৃত্যুঞ্জয় হয়।' ৭॥

প্রাণায়ামৈ দহেদ্দোষাণ্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষং। কিল্বিষং হিক্ষয়ে নীত্বা রুচির তৈশ্চৈব চিন্তয়েৎ॥ ৮॥

প্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত দোষের দাহহয়, এবং ধারণা দ্বারা পাতকেরনাশহয়, পাতক নাশে রুচিরচিন্তা অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ পরতত্ত্বেরচিন্তায় যুক্তহইবে॥ ৮॥

রুচিরং রেচকশ্চৈব বায়োরাকর্ষণং তথা। প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা রেচ পূরক কুম্ভকাঃ॥ ৯॥

অনন্তর প্রাণায়াম লক্ষণ কহিতেছেন তদর্থ উক্ত হইয়াছে, যথা (রুচিরমিতি)॥

রুচির পদে রেচক, আকর্ষণ পদে পূরক, মধ্যে কুম্ভক এই ত্রিবিধ * প্রাণায়াম, অর্থাৎ ঈড়ানামে চন্দ্রনাড়ীতে

* প্রাণায়াম লক্ষণযথা। [কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণং। প্রাণায়ামঃ সবিজ্ঞেয়ং তর্জ্জনী মধ্যমেবিনা॥] কনিষ্ঠা ও অনা

বায়ুর আকর্ষণকে পূরক কহেন, তদ্দ্বারা সমস্ত দোষের অপহরণ হয়, রুচির শব্দে পিঙ্গলানাড়ীতে বায়ুর রেচনকে রেচকব'ল তাহাতে সমস্তপ্রকার পাপের বিনাশ হয়, সন্ধিস্থ স্তম্ভিতের নাম কুম্ভক তাহাতে সমাধিকে আনয়ন করে, এই প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা-সহ । ত্রিঃপঠে দায়তঃ প্রাণা প্রাণায়ামঃ সউচ্যতে ॥ ১০ ॥

প্রাণায়াম সংখ্যার্থে মন্ত্রাসহিত ব্যাহৃতিপ্রণবযুক্তা গায়ত্রীকে তিনবার পাঠ করিবেক, অর্থাৎ পূরক কুম্ভক রেচকাদির সংখ্যায় গায়ত্রীর পাঠকরার নাম প্রাণায়াম, তদন্যৎ শুদ্ধ প্রণবের অবলম্বনে (১৬) (৬৪) (৩২) বার প্রথম সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্তের বোধকার্থে জানিবেন, ইহারনাম সগর্ভ প্রাণায়াম ॥ ১০ ॥

উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকং । শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়া দ্রেচকস্যেতি লক্ষণং ॥ ১১ ॥

অনন্তর রেচকের লক্ষণ কহিতেছেন, যথা (উৎক্ষিপ্যেতি) ॥

বায়ুকে আকাশে উৎক্ষেপ করতঃ আত্মাকে শূন্যস্থ চিন্তাকরিয়া আপনাকেও শূন্যভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব

.গিকা আর অঙ্গুষ্ঠ যোগে নাসাপুট ধারণের নাম প্রণায়াম, তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে বর্জ্জন করিবেক ॥

জ্ঞানকরিয়া তাহাতে যুক্তহইয়াযে বায়ুর পরিত্যাগ সেই রেচকের লক্ষণ, নচেৎচিন্তারহিত কেবল বায়ুর উৎক্ষেপে কদাচ সিদ্ধিহইতে পারেনা।। ১১।।

বক্ত্রেণোৎ পলনালেন তোয় মাকর্ষয়ে-ন্নরঃ। এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ পূরকস্যেতি লক্ষণং ।। ১২ ।।

পূরকের লক্ষণ, যদ্রূপ পদ্মনালমুখে করিয়া জলে-দিয়া টানিলে মুখ জলেতে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ ঈড়া নাড়ীরযোগে বায়ুকে আকর্ষণ করিলে বায়ুরদ্বারা শরীর পূর্ণহয়, ইহার নাম পূরক,।। ১২।।

নোচ্ছ্বসেন্নচ নিশ্বসেন্নৈব গাত্রাণি চাল য়েৎ। এবন্তাব নিযুঞ্জীয়াৎ কুম্ভক স্যেতি লক্ষণং ।। ১৩ ।।

অনন্তর, কুম্ভক লক্ষণ কহিতেছেন, অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিরাম এবং গাত্রাদি চালনের রহিত করতঃ যোগযুক্ত হইবে, এরূপ ভাবাপন্ন যোগের নাম কুম্ভক। ১৩

অন্ধবৎ পশ্যরূপাণি শব্দং বধিরবৎ শৃণু। কাষ্ঠবৎ পশ্যবৈদেহং প্রশান্তস্যেতি লক্ষণং ।। ১৪ ।।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয়তা লক্ষণে প্রশান্ত অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞ সাধকের লক্ষণ কহিতেছেন,। যথা (অন্ধবদিতি)।।

যোগ সমাধিযুক্ত যে সাধক * অন্ধবৎ রূপদর্শন করেন, এবং বধিরবৎ শব্দ শ্রবণ করেন, নীরস কাষ্ঠবৎ আত্মদেহকে দেখেন, তাহাকেই জ্ঞানীরা প্রশান্ত বলিয়া খ্যাতকরেন ॥ ১৪ ॥

মনঃ সংকল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫ ॥

আত্মাতেই আত্মাকে ধ্যানকরতঃ বুদ্ধিমান সাধক অন্য সংকল্পকে ত্যাগকরিবেন অর্থাৎ আত্মাই পরব্রহ্ম প্রাপ্যধনজ্ঞানে আপনাতেই সেই পরমাত্ম বুদ্ধিকরিয়া চিত্তধারণার নাম ধারণাযোগ। ১৫ ॥

আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্কউচ্যতে। সমন্মন্যেত যংলব্ধা সসমাধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৬ ॥

শাস্ত্র বাক্যের অবিরোধিনী বিতণ্ডাকে তর্কবলিয়া উক্তকরিয়াছেন, নচেৎ সকল সাধনকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের

---

* অন্ধবৎ রূপদর্শন পদে, চক্ষুরুৎপাটনাদি যে অবশ্যকরিবে এমত নহে, অর্থাৎ চক্ষুসত্ত্বে দৃষ্টীন্দ্রিয় এমত বশ হইবে, যে রূপ মাত্র সম্মুখস্থ হইলেও দর্শন হইবেকনা, অর্থাৎ মনঃসংযোগ থাকিবেকনা কেবল এক পরব্রহ্মেই সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত অবস্থান করিবেক, । তদ্রূপ কর্ণসত্ত্বেও বধিরেরন্যায অর্থাৎ কালার ন্যায শব্দাদির অশ্রবণ হইবেক, আত্মদেহকে কাষ্ঠবৎ দর্শন পদে তৎপুষ্টার্থে যত্নাভাব অর্থাৎ স্বশরীরকে শববৎ নিশ্চেষ্টকরতঃ পরমাত্মাতেই প্রাপ্তকরাইবেক ॥

বিধিকে হেতুবাদদ্বারা খণ্ডন করাকে তর্ক কহেননা, ফলি তার্থ তাহার নাম কুতর্ক। এবং যে যোগদ্বারা সমজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম সমাধিঃ নচেৎ যথেষ্টাচারার্থ লোকজিহ্বা বক্তৃতাকে, কিম্বা তদাচারকে সমাধি বলেনা, ফলিতার্থ যাহার পরব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে, তাহাকেই সমাধিযোগী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ।। ১৬ ।।

ভূমৌদর্ভাসনেরম্যে সর্ব্ব দোষ বিবর্জ্জিতে। কৃত্বা মনোময়ীং রক্ষাং জপ্ত্বা বৈচাথ মণ্ডলে ।। ১৭ ।।

অনন্তর যোগানুষ্ঠানের লক্ষণে আসনস্থান মন্ত্রাদি ক্রমে ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন, । যথা (ভূমাবিতি)

ভূমিতলে আস্তীর্ণরম্য কুশাসনে উপবিষ্টহইয়া যোগে যুক্ত হইবে, এবং কিম্ভূত ভূমিতল, না * সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত, তাহা তে † মণ্ডল লিখিয়া মন্ত্রজপদ্বারা মনোময়ী রক্ষা করতঃ যোগ করিবেক ।। ১৭ ।।

পদ্মকং স্বস্তিকং বাপি ভদ্রাসন মথাপিবা। বদ্ধ্বা যোগাসনং সম্যগুত্তরাভি মুখঃ স্থিতঃ ।। ১৮ ।।

---

* সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ভূমিতল পদে, সমানভূমি অর্থাৎ উচ্চও নহে এবং নিম্নও নহে অতিশীতল কি, অতিউষ্ণনাহয়, আবদংশ মশকাদি বর্জ্জিত স্থান, এবং জল সংকুলও নহে ।।

† মণ্ডল পদে ভূভূর্ব্বলিপ্যাদিকৃত ভদ্রমণ্ডল, ।। মন্ত্রজপ পদে

পদ্মাসন, কি স্বস্তিকাসন, অথবা ভদ্রাসনকে যোগাসন বলে, সেই যোগাসন বদ্ধকরিয়া উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া সম্যক্ যোগে অবস্থিত হইবেক॥ ১৮॥

নাসিকা পুট মঙ্গুল্যা পিধায়ৈকেন মারুতং। আকৃষ্য ধারয়েদগ্নিং শব্দমেবেতি চিন্তয়েৎ॥ ১৯॥

নাসিকাপুট অঙ্গুলিতে ধৃতকরিয়া * বায়ুকে আকর্ষণ করিবেক, এবং অগ্নি কও ধারণা করিবেক, তৎকরতঃ শব্দ মাত্রকে চিন্তা করিবেক, শব্দপদে প্রণব, অর্থাৎ তৎস্বরূপ প্রণাবানুচিন্তন করিবেক॥ ১৯॥

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেত ন্নরেচয়েৎ। দিব্যমন্ত্রেণ বহুধা ঙ্কর্য্যাদাত্মমলংচ্যুতিং॥ ২০॥

অনন্তর অগ্নি বায়ু চন্দ্র বীজ জপের বিধান করিয়া পরে সকল বীজত্যাগে শুদ্ধ প্রণবদ্বারাই সগর্ব্ভ প্রাণায়ামের অনুশাসন করিতেছেন,। যথা (ওঁমিতি।)॥

রক্ষামন্ত্র. অর্থাৎ কোন বিঘ্নকারদ্বারা বিঘ্ন নাজন্মায এরূপ মনোময়ী রক্ষা করিবেক॥

* বায়ুকে আকর্ষণ পদে, পূরকে বায়ুর ধারণা, রেচকে অগ্নির ধারণা কুম্ভকে চন্দ্রের ধারণা করিবেক, অর্থাৎ বায়ুবীজ, অগ্নিবীজ, চন্দ্রবীজ জপ, উক্তহইয়াছে, যাহাকে ভূতশুদ্ধি প্রকরণে উক্তকরিয়াছে॥

প্রণবরূপ একাক্ষর ব্রহ্ম, তাহাতেই চিত্তধারণাকরিয়া শুচিচিন্তাদ্বারা রেচনকরিয়া দিব্যমন্ত্র অর্থাৎ প্রণব জপানুষ্ঠানে আত্ম * মানস মলের অপক্ষয় করিবেক ॥ ২০ ॥

গতবারের শেষঃ ॥

মানবশরীরেরসহিতব্রহ্মাণ্ডস্থবস্তুসকলের সম্বন্ধ বিচার।

ক্ষিপ্রেষু তত্র সতলেষু হতেষু রক্তং
গচ্ছত্যতীব পবনশ্চ রুজংকরোতি।
এবং বিনাশ যুপযান্তিহি তত্রবিদ্ধা বৃক্ষা
ইবায়ুধ বিঘাত বিকৃত্তমুলা ॥ ১১২ ॥

ক্ষিপ্র নামক মর্ম্মের ও তলের সহিত আহত হইলে অতিশয় রক্তের আগমন হয়, এবং বায়ু ও তদাঘাতে বেদনা যুক্তকরে, । এবং তাহাতে অর্থাৎ ক্ষিপ্রতলে অস্ত্র ভেদ প্রাপ্ত মনুষ্যেরা হতহইয়াপড়ে যেমন মূলচ্ছেদ হইলে বৃক্ষ সকল হতহইয়া ভুমিতল শায়ীহয় ॥ ১১২ ॥

তস্মাত্তয়োরভিহতস্যত্তপাণিপাদং। ছেত্তব্যমাশুমণিবন্ধনগুল্‌ফদেশে। মর্ম্মাণি শল্য বিষয়ার্দ্ধ মুদাহরন্তি যস্মাচ্চ মর্ম্মসুহতা ন ভবন্তি মর্ত্যাঃ ॥ ১১৩ ॥

---

* মানস মল পদে মনের মলা, অর্থাৎ (বিষয়স্যাতিরাগশ্চ মানসো মল উচ্যতে) বিষয়ের অতিরাগের নাম মানসমল ॥ অর্থাৎ ক্রমেং ইন্দ্রিয় বৃত্তিরঅন্তরহইলে মনঃশুদ্ধি পরিষ্কার হয় ॥

* সেইহেতু ক্ষিপ্রতল মর্ম্মে অভিহত ব্যক্তির † মণিবন্ধ কি গুল্ফদেশ বা সম্যক্ পাণিপাদ শীঘ্র ছেত্তব্য হয়, শল্য বিষয়েতে অর্থাৎ অস্ত্রবিষয়ক প্রতীতদ্বারা হর্ম্মাহৃত মর্ম্ম যেহেতু হয়েন তাহার কারণ মনুষ্যেরা মর্ম্মেতে হত নাহন ॥ ১১৩ ॥

জীবন্তি যদিবৈদ্যগুণেন কেচিত্তে প্রাপ্নুবন্তি বিকলত্ব নসংশয়ংহি। সংভিন্ন জর্জ্জরিত কোষ্ঠশিরঃকপোলাঃ জীবন্তি শস্ত্র বিহিতৈশ্চ শরীরদেশৈঃ ॥ ১১৪ ॥

যদিও ক্ষিপ্রতল মর্ম্মে আহত কোন ব্যক্তি দৈবাৎ বৈদ্যগুণে অর্থাৎ বিচক্ষণ বৈদ্যের চিকিৎসাদ্বারা জীবিত হয়েন, তথাপি বিকলত্বহয়, অর্থাৎ অনেক যন্ত্রণাপাইয়া ব্যঙ্গহইয়া থাকেন। এবং সম্যক ‡ ভিন্নাস্থি আর ¶ জ-

---

* সেইহেতু শব্দে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষিপ্রতল মর্ম্মাহত লক্ষণ কহিয়া অত্রশ্লোকে তদাঘাতকরণ নিষেধ করিতেছেন ॥

† মণিবন্ধ পদে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ, গুল্ফপদে গোড়ালি, অর্থাৎ ক্ষিপ্রতল মর্ম্মপদে হস্তপাদতলে বাঅঙ্গুলির অগ্রভাগে আহত হইলে দোষযুক্তহয়, তাহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা, সুতরাং উক্তস্থান ছেদকরিলে তদ্দোষের শান্তিহয়, যদিও অঙ্গচ্যুতি জন্য বিষাদবটে তথাপি প্রাণনাশ হইতে অর্দ্ধ ক্ষ ত্যাগ হর্ষের নিমিত্তহয় ॥

‡ ভিন্নাস্থি পদে যাহার শরীর মধ্যে অস্থিভেদ হইযাযায়, তাহার শরীরকে অস্ত্রদ্বারা ছেদকরিয়া ভগ্নাস্থির শোধন করিবেক।

¶ জর্জরীভূত কোষ্ঠপদে শরীরের অভ্যন্তরে কোটাদিজন্য

ভগ্নীভূত কোষ্ঠ অর্থাৎ অন্তঃস্ফোটাদি, ‡ কিম্বা মস্তক বা কপোলদেশ ভগ্নহয়, তাহাঁর শরীরদেশে বিহিত অস্ত্র দ্বারা জীবিত হয়েন ।। ১১৪ ।।

ছিন্নৈশ্চ সক্থি ভুজপাদ করৈ রশেষৈ র্যেষাংনমর্ম্ম পতিতা বিবিধাঃপ্রহারাঃ।১১৫।

যাহারদিগের ছিন্ন * সক্থি এবং ¶ হস্তপাদ কর তলাদি ছেদে মর্ম্মপাত নাহয়, অথবা বিবিধ প্রহারেও মর্ম্মভেদ নাহয়, তাহারাও জীবিতথাকে ।। ১১৫ ।।

সোম মারুত তেজাংসি রজঃ সত্বতমাংসিচ। মর্ম্মসুপ্রায়শঃ পুংসাং ভূতাত্মা-চাবতিষ্ঠতে ।। ১১৬ ।।

§ সোমবায়ু সূর্য্য এবং সত্ত্বরজতমঃ এবং ভূতাত্মা

অর্থাৎ ফোড়াহয়, তাহার বাহ্যান্তর অনুমানে বিহিত অস্ত্রক্ষেপ করিয়া ছেদন করিবেক। অন্তস্ফোট, পদে (রাজগাডাদিকে) প্রকৃত লোকে বলে ।।

‡ মস্তক ও কপোল দিভগ্নপদে যাহার গণ্ড ও মস্তক ভগ্নহয় তাহার চিকিৎসার্থ অস্ত্র বিশেষদ্বারা চর্ম্মছেদ করিয়া অস্থিচূর্ণকে বাহির করিয়া ঔষধাদি দিবেক ।।

* সক্থিপদে উরুদেশ ।।

¶ করপদ ভুজাদির সম্যকছেদে মর্ম্মপাতহয়না একারণ দুষ্ট ব্রণাদিতে হস্তপদাদির সম্যক্ ছেদন করিতে কহেন। বিবিধপ্রহার পদে সংগ্রামাদি কর্ম্মে আঘাতি ব্যক্তির যদি মর্ম্মে আঘাত না হইয়াথাকে তবে তাহার চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়, অত-এব বৈদ্যের উচিত আদৌ মর্ম্মপরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাকরা ।।

§ সোমবায়ু সূর্য্য পদে জল বায়ু অগ্নি সত্ত্বাদিপদে ত্রিগুণ ভূতাত্মা পদে জীব ।।

এইসকল প্রায়ই মনুষ্যাদির মর্ম্মেতে অবস্থিতিকরেন সুতরাং মর্ম্মাঘাতে মনুষ্য বিকলহয় ।। ১১৬ ।।

মর্ম্মস্বভিহতা স্তস্মান্নজীবন্তি শরীরিণঃ। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসং প্রাপ্তি র্মনোবুদ্ধি বিপর্য্যয়ঃ ।। ১১৭ ।। রুজশ্চ বিবিধা স্তীব্রা ভবন্ত্যাশু হরেহতে ।। ১১৮ ।।

সেইহেতু মর্ম্মেতে অভিহত শরীরীমাত্রই নিধনাবস্থা প্রাপ্তহয়, যেহেতু জীবাদিগুণসকল মর্ম্মে অবস্থানকরেন। এবং মর্ম্মাঘাতে ইন্দ্রিয় প্রয়োজন বিষয়ের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টত, এবং মন ও বুদ্ধির বিপরীতাগতি হয়, ।।১১৭।। এবং বিবিধপ্রকার বেদনাজন্মে, সুতরাং বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত প্রাণহর মর্ম্মে আহত হইলে এইসকল দোষের উৎপত্তিহয় ।। ১১৮ ।।

হতে কালান্তরঘ্নেতু ধ্রুবোধাতু ক্ষয়োনৃণাং। ততোধাতুক্ষয়াজ্জন্তু র্বেদনাভিশ্চ নশ্যতি ।। ১১৯ ।।

কালান্তর মারক মর্ম্মে আঘাতহইলে মনুষ্যদিগের প্রথমত ধাতুক্ষয়, অনন্তর বেদনাজন্মে, বেদনা জন্মিলে পর কিছুকালে ঐ বেদনাদ্বারা বিনাশহয় ।। ১১৯ ।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুরদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

২৯ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬০ সাল ১৫ চৈত্র মঙ্গলবার

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসনং।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ আপনি কহিয়াছিলেন ম্লেচ্ছ যবন জাতীয়েরা অতিশয় ধূর্ত্ত, ও শঠ এবং প্রতারক, ধরণী তলে তাহারদিগের তুল্য অসত্যবাদী নাই, ইহা বিনাকারণে কহিলে পক্ষপাত দোষহয়, অতএব ম্লেচ্ছদিগের শঠতার প্রতি কারণ দর্শাইবার আবশ্যক করে,,।

পরম হংসোক্ত প্রশ্নোত্তরঃ। রে জ্ঞানাভিমানিন্, তুমি আপনারপ্রতি বৈদিকজাত্যভিমান্ কর, অথচম্লেচ্ছ যবনাদির নিন্দিত ব্যবহার শ্রবণে দুঃখীহও ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, এবং লোকাতীত স্বভাব, যেহেতু সকলেই আপন২ জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহারের অনুগত হয়, বিজাতীয় ব্যবহারেরুচি কেবল পাষণ্ডোপ হতচিত্ত ব্যক্তিরাই করিয়াথাকে, ফলিতার্থ যাহাহউক, তোমার চিত্তকে হেতু প্রদর্শনদ্বারা নির্ম্মল করিতে আমার সঙ্কোচ জন্মিতেছে, তোমার মন নিতান্ত কুতর্করূপ মলাক্ত মলিন, ইহা যে কতকালে মার্জ্জিত হইবে তাহার সীমাকরণ দুঃসাধ্য, বস্তুতস্তু চিত্ত নির্ম্মল নাহইলেও ধর্ম্ম প্রভার প্রভাব হইবেক না, ধর্ম্মপ্রভার অভাবে অন্ধতামিস্র মধ্যে প্রবিষ্টই থাকিতে হইবেক,॥

ম্লেচ্ছ ও যবন জাতীয়েরা যে প্রতারক ও শঠ তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রকাশ আছে, তাহার প্রমাণকরিবার নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন নাই, ইহারা অসত্যবাদী পরছিদ্রানুসন্ধায়ী, তাহা তাহারদিগের কৃতপুস্তকানুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়াযায়, এবং তোমারাই যদি স্বস্ব বৈচক্ষণ্য দ্বারা পর্য্যালোচনাকর, তবেই আপন২ চিত্তে ম্লেচ্ছদিগের দোষ যুক্ত বা গুণ যুক্ত ব্যবহারের উপলব্ধি করিতে শক্ত হইবে, এতদ্বিবেচনা সত্বেওযে অর্ব্বাচীনতা প্রকাশে তন্মতে চিত্ত আপন্ন করিতেছ, ইহাও সামান্য চমৎকারের বিষয় নহে, যাহারা অহরহ মিথ্যাবাদের বিষয় হইয়া নির্বিষয়কেও যথার্থ বিষয়রূপে জানাইতেছে তাহারদিগের সহিত সৌহার্দ্দকরত সম্বন্ধরাখাই স্বধর্ম্ম

ক্ষোভের বিষয় হয়, বিশেষতঃ আপনারদিগের শাস্ত্রও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি দোষদিয়া যাহারা হিন্দুবলে, তাহারাও যদি মনুষ্য পদের বাচ্যহয়, তবে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য পশ্বাদি পদের বাচ্য আর এজগতে কে হইবে।

অতএব, ম্লেচ্ছ ব্যবহার কিঞ্চিত তোমাকে বিশেষ করিয়া কহিতে হইল, অর্থাৎ তাহারদিগেরই কৃত পুস্তক প্রমাণে উপাসনা বিষয়ে প্রতারণা যাহাকরিয়াছে, তাহা (ডাক্তর উইলসন) সাহেব কৃত পুস্তকের লিপ্যনুসারে কহিতেছি,, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ধর্ম্মই যে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা উক্ত সাহেব স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ ইংলণ্ডীয় ভাষারপুস্তকের ভূমিকায় (৮।৯) পত্রে প্রমাণ দর্শাইয়াছেন,, গ্রীক ও রুমাদি ম্লেচ্ছ দেশে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রথা এক্ষণে প্রচলিতা আছে, তাহা সম্দায়ই হিন্দুস্থান হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, আদৌ য়ীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বাবধি হিন্দুস্থানের বাণিজ্যার্থ (মিশরদেশে) আলেক্জেণ্ডর কর্ত্তৃক এক নগর স্থাপিত হয়, তথাহইতে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইত এবং ম্লেচ্ছ দেশীয়েরা হিন্দুস্থানীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত * স্থান হইতে শিক্ষা করি

---

* এইবাক্যে গারিব ও হালহেড প্রভৃতি সাহেবদিগের বাক্যেরসহিত ঐক্যবিধায় যথার্থ বোধহইল যে পূর্ব্বে ম্লেচ্ছদেশে ধর্ম্মালোচনা ছিলনা, এবং সগর রাজাও যে তত্তৎদেশকে ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এইবাক্যে আধুনিক দিগের দোষকল্পনা কল্পনা ॥

য়া আপন২ দেশে আপন২ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে,।

তাহার প্রমাণ, গ্রীক দেশীয় (এমনিয়স্) নামা কোন ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, ও ঈশ্বরোপাসনার্থ জ্ঞানশাস্ত্র এবং যোগ শাস্ত্র, যাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মকরতঃ এককালে ইন্দ্রিয়গণকে জয়করাযায়, ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়া প্রাচুর্য্যরূপে দেশময় ব্যাপ্ত করণার্থে বহু সংখ্যক শিষ্যও করেন, তন্মধ্যে (ইপিফেনিয়স্ ও ইউসিবিয়স্) নামে ব্যক্তিদ্বয় তাহার প্রধান শিষ্য তাহারদিগকে (সিডিওনস্) নামা কোন ব্যক্তি কহিয়াছিলেন যে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও যোগশাস্ত্র এবং জ্ঞান শাস্ত্রাদি আপন বুদ্ধি বলে আমরা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া যে তোমারা স্পর্দ্ধা কর, তন্নিমিত্ত তোমাদিগকে শাস্ত্র তস্কর কহিতে কোন সংকোচ হয়না, যেহেতু হিন্দুস্থান ব্যতীত এই সকল দেশে এতৎবিদ্যা সকল কোনকালে প্রকাশ নাই, সুতরাং যাহারা অবিচক্ষণ অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় লোকের সহিত যাহারা সংসর্গকরে নাই তাহারাই তোমারদিগের অশিষ্ট বাক্যের বিশ্বাস করিবেনা যেহেতু এ সকল বিষয় প্রাচীন দেশ হিন্দুস্থানে ফলদরূপে চিরকাল প্রচারিত আছে, সেই হিন্দুস্থানীয় কোন মহাত্মার নিকট শিক্ষা করিয়া অস্মাদাদির অসভ্য দেশে নূতন সংজ্ঞায় প্রকাশ করিতেছ, ফলিতার্থ তোমারদিগের আচার্য্য (এমনিয়স্) তিনি যোগাভ্যাসাদির অনুষ্ঠান শিক্ষা করাইবার কালে অন্যান্য শিষ্যের সমক্ষে যোগানুষ্ঠানের অনেক প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন, যে

এই যোগাভ্যাস করিলে প্রায় মনুষ্য মাত্রকে ইহ জন্মেই একপ্রকার মুক্ত বলাযায়, দেহাবসানে যে মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ, কি,?।

এতদুপাসনা কাণ্ড ম্লেচ্ছাদি কোন দেশে প্রচার নাই, কেবল হিন্দুস্থানের মতঃ সিদ্ধ হয়। এই প্রস্তাব ডাক্তর (উইলসন) সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া (১৩০০। বা (১৪০০) বৎসরের মধ্যের আরএক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিয়াছেন,,।।

অর্থাৎ বাইবেল পুস্তকেপরমেশ্বরের তুষ্ট্যর্থে অর্চ্চনা, বা, বিশেষ স্তুতিপাঠ নাই, তবে যে এক্ষণ মিশনরিরা স্তবাদি প্রকাশ করেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ তৎ প্রমাণার্থে উক্ত সাহেব লিখিয়াছেন, ক্রাইষ্টের জন্মেরপর (৪০০) বৎসরান্তে (সাইনিসিরস্) নামে কোনএকবিশপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাদরি, পরমেশ্বরের এক স্তব রচনা করেন, সেইস্তব বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভগবান বিষ্ণুর স্তবের অবিকল অনুবাদ হয়, তদ্দৃষ্টে তাহার ধূর্ত্ততা প্রকাশার্থে ফ্রান্সাষ (এনক্টিটিল ডিউ পেরণ্) নামা কোন ব্যক্তি উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমাবর্ণনার্থ স্বীয়ভাষায় অর্থাৎ ফ্রান্সভাষায় একপুস্তক রচনা করেন, তদ্ভূমিকায় উপরোক্ত (পাদরি সাইনিসিরস্) কৃত ইংলণ্ডীয়ভাষায় ঈশ্বরস্তব, এবং বিষ্ণুপুরাণীয় ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব এতদুভয়ের অনুবাদ করতঃ একস্থানে রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়াছেন, যে উক্ত পাদরি সাহেব আপন সাধুতা জানাইতে যে স্তব করেন, সে স্তব এই বিষ্ণুপুরাণের

স্তবের অনুবাদ কদাপি তাহাঁর স্বকৃত স্তবনহে, শুদ্ধ প্রতারণা বাক্যে লোক ভুলাইয়াছেন এইমাত্র, অতএব আমরা এক্ষণকার পাদরি মহাশয়দিগকে জানাইতেছি, যে বাইবেল পুস্তকে পরমেশ্বরের তুষ্ট্যর্থে বিশেষ কোন স্তবনাই, সুতরাং মনুষ্যকৃত পুস্তকে অবলম্বন করিলে যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে, সে অজ্ঞান লোকেরাই বলে,।।

অতএব রে বৎস, ইহাপ্রাচীন২ ইউরোপীয়ানেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যে অস্মদাদির দেশে পূর্ব্বে ধর্ম্মকর্ম্ম ও ঈশ্বরানুস্মরণের প্রথা ছিলনা, কেবল মিশর দেশহইতে হিন্দুস্থানীয় লোকের নিকট শিক্ষাকরিয়া অতিঅল্পদিন হইতে ক্রমে২ এতত্তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইতেছে।।

অপর অল্পদিনগত (লার্ড হিষ্টিন্স) সাহেব আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেন যে পৃথিবীতে যত জাতীয় গ্রন্থ থাঙ্কক্, কিন্তু ভগবদ্গীতার তুল্যনাই, এই পৃথিবীতে নানাজাতীয় কতর রাজা হইয়াছিল ও হইবে এবং বর্ত্তমান কালের রাজারাও শয়ন করিবেন, কিন্তু এতচ্ছাস্ত্র চিরপ্রদীপ্তথাকিবেক [বাইবেলাদি] যত ধর্ম্ম পুস্তকথাঙ্কক্ সকলপুস্তকের আদি ভগবদ্গীতা, স্বরূপতঃ এইগ্রন্থের ভাবলইয়া সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণকার অসদ্ধর্ম্মী অক্ত লোকের কথায় তোমারদিগের চিত্ত ভ্রান্তিজালে আবৃত হইয়াছে অতএব তোমরা স্বরূপধর্ম্মের অবলোকন করিতে অশক্ত হইয়াছ।।

গতবারের শেষঃ।——

অথ অমৃত নাদোপ নিষৎ।

পশ্চাদ্ধ্যায়েত পূর্ব্বোক্তং ক্রমশো মন্ত্র-বিদ্বুধঃ। স্থূলাতি স্থূল সংজ্ঞায়াং নাভে রূর্দ্ধ মুপক্রমঃ॥ ২১॥

অনন্তর যোগাভ্যাসরূপ সাধনারক্রম দেখাইতেছেন, যথা (পশ্চাদিতি)॥

পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তক্রমে মন্ত্রবিৎসাধক * নাভিরঊর্দ্ধ স্থূলসংজ্ঞায় ভগবদ্রূপের ধ্যান করিবেক॥ ২১॥

পশ্চাৎ পদে পূরক কুম্ভক রেচকরূপ প্রাণায়ামের প্রণব সংখ্যা জপ, অনন্তর, পূর্ব্বোক্তক্রমে আসনাদিতে উপবিষ্ট হইয়া স্থূলাতিস্থূলরূপে ভগবানকে হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যান করিবেক, ইত্যর্থে বোধ হইল যে ভগবানের উপাসনার্থ বিশেষ নিরূপিতস্থান আছে, ইহা বেদান্তেও কহেন

---

* নাভির উর্দ্ধস্থান পদে হৃদয়দহর, অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধদশাঙ্গুলান্তরে হৃৎপদ্ম, সেইস্থানে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবেক। যদিবল সর্ব্ব ভূতাত্মা স্বল্পাধার হৃৎপদ্মে কিরূপেঅবস্থিতিকরিতে পারেন, তাহা পুরুষসূক্তমন্ত্রে কহিয়াছেন; একারণ মন্ত্রবিৎসাধক বলাহইয়াছে, মন্ত্রার্থজ্ঞানযাহারনাহয় তাহারসাধনাহয়না, মন্ত্রশব্দে বেদ, যথা (সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং)॥ যদিও সহস্রশীর্ষ সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ, যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যাদি লোককে ব্যাপিয়া আছেন, তথাপি তিনি নাভির দশাঙ্গুলান্তর হৃৎপদ্ম অতিস্বল্প ধারেও অবস্থিতি করেন, যেহেতু তিনি অচিন্ত্য শক্তিমান হয়েন, অতএব তাঁহার চেষ্টা জানাযায়না॥

যথা (স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ) আত্মা সর্ব্বগত হইলেও বিশেষস্থানে উপাস্য হয়েন, এনিমিত্ত শ্রুত্যন্তরেও শাসন করেন, অক্ষিণা সূর্য্যমণ্ডল হৃৎপ্রদেশে আত্মারস্থানহয়, যথা (শালগ্রামে নিত্যহরিরবস্থিতিঃ।) যেমন শালগ্রামে নিত্য হরির অধিষ্ঠান সেইরূপ হৃদয়েও অবস্থিতি হয়, স্থূলাতিস্থূলবলাতে সূক্ষ্মরূপের অনবধারণার্থ উপাসককে স্থূলের চিন্তকরা আবশ্যক, তদনবধারণ যাহার হয় তাহার অতি স্থূলরূপ চিন্তনীয়হয়, তদর্থে শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লেখেন, (নির্গুণেনিরবগ্রহে সগুণএবাবতিষ্ঠতে। সগুণ নিরবগ্রহে সতিসাবগ্রহ এবাবতিষ্ঠতইতি ।।) নির্গুণে চিত্তের অনবধারণা প্রযুক্ত সগুণ চিন্তা করিবে, তদনবধারণে সাবগ্রহ অর্থাৎ প্রতিকৃতি মূর্ত্তিনির্ম্মাণে তাহাতে চিত্তের ধারণা করিবেক। নির্গুণপদে নির্লক্ষ, সগুণপদে শরীরী, অর্থাৎ স্থূলরূপ, অতিস্থূলপদে প্রতিমা অর্থাৎ প্রাণায়ামী সাধক সাধনকালে প্রথমতঃ আত্মহৃৎপ্রদেশে ইষ্টদেব রূপের চিন্তাকরিবেন ।। ২১ ।।

তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধোদৃষ্টীর্বিনিবার্য্যমহামতিঃ।
স্থিরস্থায়ী বিনিষ্কম্পঃ সদাযোগং সমভ্যসেৎ ।। ২২ ।।

মহামতিঃ অর্থাৎ সাধক, * তির্য্যক্ বা, ঊর্দ্ধ্ব, কি

* তির্য্যক্ দৃষ্টি পদে ইতস্তত পার্শ্ব দৃষ্টি। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টির নিবারণ করিয়া সমদৃষ্টি করিবেন, সমদৃষ্টিপদে, চিত্তকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত নাসাগ্রাবলোকন করিবেন ।।

অধোদৃষ্টির নিবারণ করতঃ যোগাসনে স্থির হইয়া উপ-বেশন করিবেক, এবং † বিনিষ্কম্প হইবেক, অর্থাৎ শরীর চালনাদি করিবেক না, এইরূপাবস্থায় সদা যোগের অভ্যাস করিবেন॥ ২২॥

তানামাত্রা তথায়ামো ধারণা যোজন-স্তথা। দ্বাদশমাত্রো যোগস্তু কালতো নিয়মঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥

প্রথম যোগে * দ্বাদশ মাত্রায় ধারণা করিবেক, অর্থাৎ ¶ কালসংখ্যা রাখিবেক, অনন্তর ‡ অমাত্রযোগে যুক্ত হইয়া ধ্যান করিবেক, এইনিয়ম করিয়াছেন। ২৩

অঘোষ মব্যঞ্জন মস্বরঞ্চ যদতালুকশ্চ মনন্ নাসিকঞ্চযৎ। অরেফ জাত মুভ-

---

† বিনিষ্কম্প পদে শরীরের বস্ত্রাদি শূন্য, অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গাদি মুদ্রাত্যাগ করিবেন,।

* দ্বাদশমাত্র পদে গায়ত্রী, জপ, অথবা, প্রাণায়াম সংখ্যায় প্রথম দ্বাদশবার সংখ্যা রাখিয়া ক্রমে দ্বাদশের পর বিংশতি সংখ্যা উত্তরোত্তর মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সময়ের পূরণ করিবেক। ইহার ক্রম যোগ শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, যে প্রাণায়ামের চারি কাল, অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়ং এবং মধ্য রাত্রিতে এই চারি কাল, পূরককুম্ভক রেচকরূপ প্রাণায়াম প্রত্যেক সময়ে দ্বাদশবার২ করিবেক, জিত প্রাণে বিংশতিবার, অনন্তর সময়ের পূরণ হইলে মাত্রার নিয়ম থাকিবেক না,॥

¶ কাল সংখ্যা পদে সময়ের নিয়ম।

‡ অমাত্র পদে সংখ্যা শূন্য॥

য়োষ্ম বর্জ্জিতং যত্তদক্ষরং নক্ষরতে কদাচিৎ ॥ ২৪ ॥

যৎকালে সময় মাত্রা বর্জ্জিত হইবে তৎকালে* স্বর ব্যঞ্জন শব্দাতীত জ্ঞানস্বরূপ আত্মার চিন্তায় যুক্ত হইবে এবং নাসিকা মূলভিন্ন কোনদৃষ্টি থাকেনা, আর॥ তালু মধ্যে রসনা প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুৎপিপাশাদি বর্জ্জিত হইবেক ‡ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল হইতে উত্তীর্ণ হইবেক, অনন্তর অক্ষর পরব্রহ্মেযুক্ত হইবেক, আর সেই সাধকের কদাচিৎ মরণ হইবেকনা, অর্থাৎ ইহশরীরেই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হইবেক। ২৪

ইতি অথর্ব্ববেদীয়া অমৃতনাদোপনিষদে প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

---

* স্বরব্যঞ্জনাদি বর্জিত পদে সমাধ্যবস্থ। অর্থাৎ সমস্ত মায়া হইতে উত্তীর্ণ।

॥ তালুমধ্যে রসনা পদে জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম রসাস্বাদন করিবেক, অর্থাৎ তালুমধ্যে রসনাকে কিরূপে প্রবিষ্ট করাইবেক তাহা ক্ষুরিকোপনিষদে উক্তকরিয়াছেন,।

‡ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ পদে, যোগ প্রভাবে ভূতোত্থিত দেহ হইতে চিত্তকে উঠাইয়া পরমাত্মাতে যুক্ত করিবেক তৎকালে সাধক ইচ্ছামৃত্যু কামচারী হইয়া ব্রহ্মবৎ বিচরণ করিবেন, যথা শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। (পৃথ্ব্যাপ্য তেজোনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে নতস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নি ময়ং শরীরং॥) পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চাত্মক দেহহইতে চিত্তকে উঠাইয়া যোগাগ্নি ময় শরীর প্রাপ্ত যোগীর জরা রোগ মৃত্যু হয়না, সুতরাং তাহাঁর সকল বিষয়ই ইচ্ছাধীন হয়॥

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

হতে বৈকল্য জননে কেবলং বৈদ্যনৈপুণাৎ। শরীরং ক্রিয়য়াযুক্তং বিকলত্ব মবাপ্নুয়াৎ॥ ১২০।

বৈকল্যকর মর্ম্মাঘাতে বিকলত্ব হয়, কিন্তু নিপুণবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলে * শরীর ক্রিয়াতেও যুক্ত হইতে পারে॥ ১২০॥

বিশল্যঘ্নেষু বিজ্ঞেয়ং পূর্ব্বোক্তং যচ্চ-কারণং॥ ১২১॥

বিশল্যঘ্ন মর্ম্মক্ষত হইলে প্রাণহরত্ব হয় ইহার যে কারণ || পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে॥ ১২১॥

রুজাকরাণি মর্ম্মাণি ক্ষতানি বিবিধা রুজঃ। স্বর্ব্বন্ত্যেতানি বৈকল্যং স্ববৈদ্য বশগোযদি॥ ১২২।

রুজাকরমর্ম্ম অর্থাৎ বেদনাকারী মর্ম্ম ক্ষত হইলে বিবিধ প্রকার বেদনাজন্মে, এই সকল মর্ম্ম যদি স্ববৈদ্য বশ প্রাপ্ত হয়, তবে তদ্ব্যাপারে অত্যন্ত বৈকল্য কারন। ১২২

ছেদ ভেদাভি ঘাতেভ্যো দহনাদ্দারণা দপি। উপঘাতং বিজানীয়াৎ মর্ম্মণান্তস্য লক্ষণং॥ ১২৩॥

---

* শরীরক্রিয়াতে নিযুক্ত পদে, গমন, গমন আদান প্রভৃতি শরীরক্রিয়া যুক্ত থাকে কেবল বিকলত্ব অর্থাৎ খঞ্জ হইয়া থাকে।

|| পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শরীর মধ্যে অস্ত্র [illegible] শস্ত্র তুলিয়া লইলেই মৃত্যু [illegible]।

ছেদ ও ভেদ এবং অভিঘাত ও দগ্ধ কি বিদারণদ্বারা এই সকল মর্মের উপঘাত হয় জানিবে, ইহার লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মর্ম্ম সকলের লক্ষণে জানিবেন। ১২৩॥

মর্ম্মাভিঘাতশ্চ নকশ্চিদস্তি যোল্পাত্যয়ো বাপিনিরত্যয়োবা। প্রায়েণমর্ম্মস্বভিতাড়িতাস্তুবৈকল্যমিচ্ছন্ত্যথবা ম্রিয়ন্তে॥ ১২৪॥

মর্ম্মাভিঘাতে কোন ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে নাই, অতিশয় আঘাত এবং অল্পাঘাত যে হউক প্রায়ই অাঘাতী ব্যক্তি বৈকল্য প্রাপ্ত, অথবা পঞ্চত্বকে প্রাপ্ত হয়। ১২৪।

ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন, যে অল্পাঘাতে বিকলত্ব ও অতিশয় আঘাতে পঞ্চত্ব হয়, সুতরাং চিকিৎসার্থ আদৌ মর্ম্মস্থান বিবেচ্য হইয়াছে। ১২৪

মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায়হি যেবিকারা মূর্চ্ছন্তিকায়ে বিবিধানরাণাং। প্রায়েণতেকৃস্রতমা ভবন্তি নরস্য যত্নে রপি সাধ্যমানাঃ॥১২৫

মর্ম্মাধিষ্ঠিত যে সকল বিবিধপ্রকার বিকার মনুষ্যাদির শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রায়ই সে সকল অতি কষ্টসাধ্য, সুতরাং সুন্দর যত্নে সাধ্যমান অর্থাৎ বহুআয়াসে চিকিৎসনীয় হয়, সহসা উপশম করিতে পারেন। ১২৫

এস্থলে বক্তব্য যে সাবধানী বিচক্ষণ বৈদ্য অস্ত্রচিকিৎসা করিতে যাহার মানস হয়, তাঁহার উচিত তত্বজ্ঞ বৈদ্যের নিকট আদৌ শিক্ষা করিয়া মর্ম্মস্থানের এবং মর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্ধাপণ করিয়া লয়েন, নতুবা, সহসা এতৎ চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হইলে আরোগ্য করা দূরেগিয়া মনুষ্য মাত্ররই প্রাণের হানিহইয়া উঠে।

ইতি মর্ম্মনির্দ্দেশ সমাপ্তঃ।

একোবিষ্ণুনদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

২০০ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬০ সাল ৩১ চৈত্র বুধবার

শকাব্দা ১৭৭৫ শকের নিত্যধর্ম্মানু
রঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্টপত্র।
১৭৭ সংখ্যা।

১৭৮ সংখ্যা।

১৭৯ সংখ্যা।

১৮২ সংখ্যা।

১৮৩ সংখ্যা।

১৮৪ সংখ্যা।

১৮৫সংখ্যা।

১৮৬ সংখ্যা।

১৮৭ সংখ্যা।

১৮৮ সংখ্যা।

১৮৯ সংখ্যা।

১৯০ সংখ্যা।

১৯১ সংখ্যা।

১৯২ সংখ্যা।

১৯৩ সংখ্যা।

১৯৪ সংখ্যা।

১৯৫ সংখ্যা।

১৯৬ সংখ্যা।

১৯৭ সংখ্যা।

১৯৮ সংখ্যা।

১৯৯ সংখ্যা।

২০০ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল ও সন ১২৬১ সাল এতদ্বৎসর সপ্তমের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৭ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জন প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূলশ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতি সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধার্য্য করা গিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কা[illegible]তে বণ্টন হয়।

কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত [illegible]।